নারী মুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম

হাফেজা আসমা খাতুন

নারীমুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম

হাফেজা আসমা খাতুন

সাফওয়ান পাবলিকেশন ঢাকা

www.pathagar.com

নারীমুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম

হাফেজা আসমা খাতুন

প্রকাশক
মোঃ নিয়াজ মাখদুম
সাফওয়ান পাবলিকেশন ঢাকা
৪৪৫/১ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৩৭৪৩, ৪১৩২৯০

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১ইং

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বের মজুমদার

সম্পাদনায়
আবুল কালাম আজাদ

কম্পিউটার কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার অয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেসঃ
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Nari Mukti Andolan O Islam by Hafeza Asma Khatun, Published by Md. Niaz Makhdum, Safwan Publication, 445/1 Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Phone : 9353743, 413290.

Price :

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেমন চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তা, তেমনি তার প্রেরিত বিধান ইসলামও সকল কালের, সকল যুগের, সকল দেশের মানুষের জন্য চিরস্থায়ী ও কল্যাণকর বিধান বটে। আল্লাহর বিধানের, আল্লাহর আইনের যেমন কোন পরিবর্তন নেই, তেমনি তাঁর দেয়া বিধান সকল কালের, সকল যুগের, সকল মানুষের জন্য সমান উপযোগীও বটে।

মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদ, মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত বিধান, মানুষের মৃত্যুর সংগে সংগে প্রায়ই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাকের বিধান আল কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অম্লান থাকবে। আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন "এ কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার।" (আল-কুরআন)

মানব জাতির জন্য স্রষ্টার প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন যেমন চৌদ্দশত বছর আগে একটি জাতির জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল, একটি নিষ্ঠুর, অসভ্য, বর্বর জাতিকে সুসভ্য মার্জিত জাতিতে পরিণত করেছিল, আজও সেই স্রষ্টার দেয়া আল কুরআনের বিধান সকল দেশের সকল জাতির, সকল মানুষের অজ্ঞতা, মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অন্যায় অবিচার দূরীভূত করে সমাজে, রাষ্ট্রে ন্যায় ইনসাফ, সুবিচার এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

তাই ইসলামের দৃষ্টিতে নারী মুক্তি আন্দোলনের উপরে '৭৭-'৭৮ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের মহিলা অঙ্গনে আমার যে লেখাগুলো নিয়মিত বের হতো, সেই লেখাগুলো আজও ২০০০ শতাব্দীর শুরুতে নারী মুক্তি আন্দোলনে পথ নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেসব বোনেরা ইসলামের প্রতি অন্ধ-বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করেন না, তারা অবশ্যই আমার লেখাগুলো থেকে তাদের অনেক জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পাবেন ইনশায়াল্লাহ।

আর যারা আল কুরআনের বিধান মোটেও চোখ খুলে দেখতে নারাজ, সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে যারা গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, যারা সমাজের শত সমস্যায় হাবুডুবু খেয়েও আল্লাহর পথে ফিরে আসতে নারাজ, যারা মিথ্যা, বাতিলের বাহ্যিক চাকচিক্যে অন্ধ, যাদের কাছে সমাজের হাজারো সমস্যার কোন সত্যিকার সমাধান নেই, তারাই পাশ্চাত্যের চরিত্রহীন যুবকদের মতো যদি বলেন যে, "ছেলেমেয়েদের ফ্রিমিক্সিং বা অবাধ যৌন মেলামেশার ফলে এইড্‌স্

www.pathagar.com

এ যদি আক্রান্ত হতে হয়, তাহলে এইড্‌স আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়াই ভাল। তবুও যুবক যুবতীরা স্বাধীনভাবে যৌন মেলামেশা করতে পারবেনা, এটা মানা সম্ভব নয়।" এদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক আল কুরআনের এরশাদ করেছেন, "বলুন এ কুরআন হচ্ছে, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়াত এবং রোগের নিরাময়তা। (অর্থাৎ যাবতীয় সমস্যার সমাধান।) আর অবিশ্বাসীদের জন্য এই কুরআন হচ্ছে চোখের অন্ধতা এবং কানের বধিরতা" (সূরা হামীম আস সাজদা ৪৪-৪৫ আয়াত)। অর্থাৎ মহান আল কুরআনের মর্ম তারা শুনেও শুনবেনা আর দেখেও দেখতে পায়না। এদের সর্ম্পকেই আল্লাহ বলেন "এরা মুর্খ, বধির অন্ধ। এদের জন্য রয়েছে কঠিন-কঠোর আজাব।" (সুরা আল বাকারা)

খবরের কাগজে প্রকাশিত আমার লেখাগুলো অনেক আগেই বই আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। সময়ের অভাবে তা আর হয়ে ওঠেনি। বইটি থেকে বর্তমান বিদগ্ধ নারী সমাজ সামান্য উপকৃত হলেও এবং তাদের আসল দায়িত্ব কর্তব্য ও নিজেদের যথার্থ অধিকার সম্পর্কে যদি সামান্যতম সচেতন হন তাহলেই বইটির প্রকাশনা সার্থক হয়েছে মনে করবো।

বইটি প্রকাশনা এবং সম্পাদনায় যারা সময় ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখিরাতে এর জাযাহ দান করুন। আমীন।

হাফেজা আসমা খাতুন
১৬/১০/২০০০ইং

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
◆ নারীমুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম	-	৭
● ভূমিকা	-	৭
● প্রথম প্রয়োজন ইসলামী জ্ঞান	-	৭
● ইসলামে নারীর মর্যাদা	-	১২
● ইসলামে নারীর কর্মক্ষেত্র	-	১৭
● মুনাফেকী নীতি বর্জন করতে হবে	-	২০
◆ বাংলাদেশে মহিলাদের আইনগত মর্যাদা প্রসঙ্গে	-	২১
● মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা	-	২৪
● যুগে যুগে আদর্শ মাতা	-	২৭
● নারীর অর্থনৈতিক অধিকার	-	২৮
● মহিলাদের স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র	-	৩৩
◆ ইসলামের আলোকে বাংলাদেশে মহিলাদের কর্মসংস্থান	-	৩৫
● ইসলামী পর্দা নারীর হেফাজতের গ্যারান্টি	-	৩৯
● স্ত্রী স্বামীর সহযোগী শক্তি	-	৪১
◆ মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ প্রসঙ্গ	-	৪৫
● নারী সর্বস্তরে সম্মানিতা	-	৪৬
● নারী কোনোদিন বেকার নয়	-	৪৮
◆ নারী নির্যাতন ঃ বুদ্ধিভিত্তিক পর্যালোচনা	-	৫১
● নারী নির্যাতনের ধরন	-	৫২
● তালাক সবচেয়ে ঘৃণিত জায়েজ কাজ	-	৫২
● খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মে নারীর চরম অবমূল্যায়ন	-	৫৬

www.pathagar.com

- নারী সম্পর্কে বেদের ভাষ্য - ৫৯
- বেইজিংয়ে তথাকথিত নারী সম্মেলন - ৬১
- নারী নির্যাতনের কারণ - ৬৪
- সমাধান - ৬৪

◆ **তানিয়া ধর্ষণ বনাম আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগান** - ৬৬
- সাম্প্রতিককালের নারী নির্যাতনের কয়েকটি খবর - ৬৮
- দেবদাসীর ছদ্মাবরণে নারী হত্যা - ৬৮
- কারা এ দেবদাসী? - ৬৯

◆ **কতিপয় এনজিওদের সহযোগিতায় পতিতা সম্মেলন** - ৭৪
- দারিদ্র্য বিমোচনের নামে - ৭৫
- এনজিওদের সাজানো নাটক - ৭৫
- পতিতাবৃত্তি কোনো নারীর কাম্য হতে পারে না - ৭৮

◆ **জাতিসংঘের ঢাকাস্থ তথ্যকেন্দ্রের সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রসঙ্গে** - ৮১
- কার্টুন প্রদর্শনীর অন্তরালে - ৮১
- ওলামায়ে কিরামদের টিটকারি - ৮১
- খবরে প্রকাশ - ৮৬
- আরো খবর - ৮৮

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নারীমুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম

ভূমিকা ঃ

মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য যেমন প্রয়োজন আছে কোমলতা ও নমনীয়তার তেমনি প্রয়োজন আছে কঠোরতা ও নির্মমতার। যেমন প্রয়োজন একজন দক্ষ সেনাপতির, বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ও উৎকৃষ্ট শাসকের, তেমনি প্রয়োজন উৎকৃষ্ট মাতার, উৎকৃষ্ট সহধর্মিণীর ও উৎকৃষ্ট পরিবার পরিজনের। উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাকেই বাদ দেয়া হবে তমদ্দুন ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা ঠিক যে, যেসব নারী-পুরুষ ইসলামকে পুরোপুরি জানে, ইসলামের বিধান পুরোপুরি মেনে চলে, ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যারা সচেতন, তাদের জীবনে কোনো সমস্যা নেই। একজন ইসলামী সচেতন নারী জানে যে, তার স্বামীর উপর তার কি অধিকার বা কর্তব্য রয়েছে। একজন ইসলামী সচেতন পুরুষও জানে যে, তার স্ত্রীর প্রতি তার কি কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে। ফলে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে পালন করে যায়, ফলে সে পরিবারে নারী কখনো অবহেলা বা অসম্মানের পাত্রী হতে পারে না এবং নারীও তার সংসার, স্বামী ও সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে না। ইসলামী সচেতন একজন পুরুষ যেমন নারীর প্রতি স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না, তেমনি ইসলামী সচেতন একজন নারীর বেলায়ও নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতার জন্যে সোচ্চার হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কারণ সে নারী জানে যে, ইসলাম তাকে গৃহে বন্দী করেনি। বরং প্রকৃতি তার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করেছে, সে দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে তাকে বেশির ভাগ সময় গৃহেই অবস্থান করতে হয়।

তাছাড়া নারী প্রতি মাসেই মাসিক ঋতুর ফলে শারীরিক অসুস্থতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যা পুরুষের কখনো হয় না। এমতাবস্থায় সেই নারীর উপর যদি দেশ রক্ষার মতো গুরুদায়িত্ব অর্থাৎ সৈনিকের কাজ, আনসার বা পুলিশের কাজ ন্যস্ত ক হয়, তাহলে এসব বিভাগে যে কোনো মুহূর্তে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামই আল্লাহ পাকের মনোনিত একমাত্র জীবন বিধান। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনুকুম ওয়াআতমামতু আলাইকুম নিয়মাতি ওয়ারাদিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বিনা'। অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করিলাম।" (সুরা আল মায়েদা - আয়াত ঃ ৩)

প্রথম প্রয়োজন ইসলামী জ্ঞান

ইসলাম সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনিত দ্বীন বা বিধান। এ বিধান সমগ্র মানবজাতির জন্য একমাত্র নির্ভুল জীবন বিধান। এ বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগে পুরোপুরি বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, যাবতীয় সমস্যার সমাধান। এ বিশ্বাস একজন মুসলিম নর বা নারীর ভিতর না থাকা পর্যন্ত সে নিজকে পূর্ণ মুসলিম বলে পরিচয় দিতে পারে না। এর জন্যে প্রতিটি মুসলমানের প্রয়োজন ইসলামকে জানা। ইসলামকে পুরোপুরিভাবে না জেনে বা না বুঝে তা মেনে চলারও কোনো উপায় নেই। যারা ইসলামকে পুরোপুরি না জেনে এবং ইসলামের বিধি-বিধান না মেনে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তা তাদের অজ্ঞতার কারণেই দেয়। তারা জানে না যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টিতে একজন অমুসলিম অবিশ্বাসীর সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ইসলামকে জানার একমাত্র উৎস হলো আল্লাহ পাকের দেয়া পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অসংখ্য হাদীস। তাছাড়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদদের বিপুল সাহিত্য রয়ে গেছে, যা বিশ্বের অন্যান্য মতবাদের পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানবার অবকাশ দিয়েছে।

মানুষ কোথা থেকে এসেছে? কেনো এসেছে? এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? সে উদ্দেশ্য লাভের পন্থাইবা কোনটি? তার জীবন যাপনের সরল, সঠিক পথ কোনটি? এরপর সে কোথায় যাবে? মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন আছে কিনা এর প্রতিটি জবাব রয়েছে কালামেপাক পবিত্র কুরআনে। মানুষ যদি তার

www.pathagar.com

নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলে, তাহলে তার জীবনে কোনো সমস্যাই থাকেনা। এজন্যেই প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে কুরআন ও হাদীস অর্থসহ বুঝে পাঠ করতে হবে, তার সাথে ইসলামী সাহিত্যগুলোও অধ্যয়ন করা উচিত। তা না হলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানব রচিত দুনিয়ার অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত দর্শনের বাহ্যিক চাকচিক্য তাকে বিভ্রান্ত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সত্যিকার মুসলমান, ইসলামকে যে চিনেছে, তাকে কোনো ভ্রান্ত মতাদর্শ বিভ্রান্ত করতে পারে না।

নারীর জন্য পর্দা ব্যবস্থাও আল্লাহ পাকেরই দেয়া পবিত্র কুরাআনের একটি বিধান। যা সূরা আহযাবে ও সূরা নুরে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এ বিধান কোনো মোল্লা-মৌলভীর মনগড়া বিধান বলে যেনো আজকের তথাকথিত আধুনিকারা ভুল না করেন। আর এ বিধান নারীর জন্য রক্ষাকবচ হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগেও নারীর প্রতি যে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছে, মধ্যযুগেও নারীকে অবরোধবাসিনী করে শিক্ষা-দিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, আর আজও সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারীরা নারীর প্রতি যে আধুনিকতার ও প্রগতিবাদের স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে এবং নিম্ন দরিদ্র অশিক্ষিত শ্রেণীর নারীদেরকে মারধোর করে যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে সেগুলোর মূলে আছে ঐ একই কারণ। ইসলামকে পুরোপুরি না জানা। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন "যারা আল্লাহ পাকের দেয়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা কাফের, তারা জালেম, তারা ফাসেক" (সূরা আল মায়েদা - আয়াত ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)। সৎকাজ নারী হোক, আর পুরুষ হোক, যে যা অর্জন করেছে সে তাই পাবে।" কিন্তু সৎকাজের সীমা আল্লাহ পাকই নারী পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তারা যেনো কোনো ব্যাপারেই সীমা লঙ্ঘন না করে, তার জন্যে হুশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে কালামে পাকে।

পর্দাও নারী-পুরুষের জন্য আল্লাহ পাকের দেয়া একটি ফরজ বিধান। এ বিধান লঙ্ঘন না করে আমরা যে কেনো ভালো কাজ করবো, তাই আল্লাহ পাকের কাছে সৎকাজ বলে গণ্য হবে। এ বিধান লঙ্ঘন না করে আমরা যা করি, তাতে যেমন সমাজের অর্ধেক কাজের সুষ্ঠু আঞ্জাম দেয়ার পরও পুরুষের কাজে কিছু সাহায্য করা যায়, তেমনি তাতে পারিবারিক জীবনে কোনো বিপর্যয়, অশান্তি বা ভাঙ্গন দেখা দেয়ার কোনো কারণ ঘটতে পারে না।

www.pathagar.com

যারা আল্লাহ পাকের দেয়া পর্দার সীমা লঙ্ঘন করে ঘরের কাজ করার পর আবার বাইরে পুরুষের পাশাপাশি পুরুষের কাজও করতে গিয়েছেন, তাদের কপালে যে কি দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। কিন্তু তারা নতি স্বীকার করতে রাজি নন। তারা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে, পুরুষের চাইতে নিজের বড় গিরি প্রমাণ করতে সংসার ছেড়ে আদাজল খেয়ে লেগেছেন। এখন নাকানি-চুবানি খেয়ে পুরুষকে জব্দ করার জন্যে আল্লাহ পাকের বিধান পবিত্র কালামের অবমাননা করতে কসুর করছেন। আল্লাহপাক এতিম, বিধবাদের সদগতির জন্য পুরুষের একাধিক বিবাহের যে অনুমতি দিয়েছেন, তাই তাঁরা এখন লঙ্ঘন করার সাহস করছেন। মহাজ্ঞানী আল্লাহপাক নারী-পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি নজর রেখে যে মিরাছ বন্টন ব্যবস্থা দিয়েছেন, তারা তার সংশোধন করার দুঃসাহসী অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন।

আজকে তারা যেমন প্রয়োজনে ঘরে বিবাহিত বৈধ স্ত্রী রাখা সহ্য করতে পারছেন না, তেমনি তাদের ঘরে রক্ষিতা ও বাইরে হাজারো মেয়ের সাথে স্বামীর রাত কাটিয়ে আসা সহ্য করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে বৈকি। তা না হলে কি আর কর্তা ব্যক্তিরাই দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করে, পাশাপাশি আবার গর্ভপাতের বৈধতার জন্য দাবি তুলেন? একটার পথ বন্ধ করলে যে আর একটার পথ খোলা রাখতেই হবে। কাজেই মুসলিম ঘরের সন্তানেরা এখন থেকেই ভালোভাবে ভেবে চিন্তে ঠিক করে নিন যে, তারা কুরআনের বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আজ কোনটা হারিয়ে কোনটা পেতে চান।

পাশ্চাত্যের রঙ্গিন চশমাটা চোখ থেকে খুলে তথাকথিত আধুনিকারা সাদা চোখে ইসলামকে দেখার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিধান অফুরন্ত কল্যাণে ভরপুর। শুধু মনটাকে একটু স্থির করে, দৃষ্টিটাকে একটু স্বচ্ছ করে নিলেই শিক্ষিতা বোনদের কাছে সবকিছু স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, আল্লাহ পাকের বিধানের যারাই বিরোধিতা করেছে, যারাই আল্লাহর দেয়া নির্দিষ্ট বিধানের সীমা লঙ্ঘন করেছে, তারাই নিজেদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

রাণী বোয়াছিনিয়া, অলিম্পের জোয়ান আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এরা ছিলেন পাশ্চাত্য সমাজের ব্যতিক্রম। এদেরকে দিয়ে ঐ দেশের হাজারো মেয়ের বিচার করা চলে না। ঐ দেশের হাজারো মেয়ের অবস্থা। কি? আমাদের তাই দেখতে হবে, তার কারণ নির্ণয় করতে হবে।

www.pathagar.com

ঐসব মহীয়সী নারীরা প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। যেমন ইসলামের স্বর্ণযুগেও নারীরা প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে নেমে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে বিনা প্রয়োজনে সব মেয়েকে রান্নাঘর ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হবে পুরুষের পাশাপাশি, ঘেষাঘেষি করে পুরুষের সব কাজেই অংশিদার হতে হবে দেশের উন্নতির জন্য, পুরুষের সত্যিকার সহধর্মিণী সাজার জন্য, তাই-বা কেমন কথা? তাহলে স্বামী বেটারও তো মানবতার খাতিরে বা নারীর সত্যিকার সহকর্মী ও সহধর্মী প্রমাণ করার জন্য অন্ততঃ রান্নাঘরের কাজ অর্ধেক, সংসারের কাজ অর্ধেক তার স্ত্রীর সাথে ভাগ করে নেয়া উচিত। সন্তান গর্ভে ধারণ না হয় বেচারা পারে না, করবে কি? কিন্তু নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করে; দশ মাস দশ দিন বোঝা টেনেও না হয় স্বামীর সত্যিকার সোহাগী, সহকর্মীনী, সহধর্মিনী প্রমাণ করার জন্য বাইরে চাকরি বাকরি করে স্বামী বেটার বোঝা হালকা করল। দেশের উন্নতির জন্য কষ্ট করে কলকারখানায়, ক্ষেতে-খামারে নামল। কিন্তু বেচারী নারী আধামরা হয়ে, জীবন মরণের সম্মুখীন হয়ে সন্তান প্রসবের পর, সেই সন্তানের লালন পালনের ভারটাও যদি স্বামী বেটারা না নেয়-তো সেই বেটারাই বা কেমন তরো স্ত্রীর সহকর্মী ও সহধর্মী? এই বুঝি ন্যায় বিচার? তোমরাই সন্তান গর্ভে ধারণ কর, মরে তবে তোমরাই এ সন্তান প্রসব কর। এ সন্তানের তোমরা যখন মা, তাহলে তোমরাই রাতের ঘুম দিনের আরাম হারাম করে লালন-পালন কর। আর ঘর কন্যার কাজ কি পুরুষের মানায়? তা তোমাদেরই করা উচিত। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এলে যে নারী সুন্দর করে, যত্ন করে রান্নাবান্না করে না খাওয়াতে পারে, সেই বা কেমন তরো গৃহিণী? শুধু বি, এ/ এম, এ ,পাসই করেছে, রান্নাবান্না সংসারের কাজে একেবারেই আনাড়ি, কিছু জানে না- এও শুনবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে নারীকেই। হয়তো কোনো অসুখী স্বামী বলে বসবেন, আমি তো একজন স্ত্রী চেয়েছিলাম, বি, এ/ এম, এ, পাস তো চাইনি। এও নিজ কানে শুনতে হয়েছে। কিন্তু এতসব দায়িত্ব নারীর একা বহন করার পরও তাকে আবার এক স্বামী সোহাগী হয়ে ঘরে থাকলে চলবে না। তাকে চোখ ঝলসানো মেকআপ করে, মেকি সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে, হাজারো স্বামীর মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে, বাইরে পুরুষের কাছেও সমান অংশিদার হতে না পারলে সেই নারীকেই বা সোহাগ করে কোন্ স্বামী আজকের যুগে? হায়রে যুগের দাবী! যুগের দাবী মেটাতে মেটাতেই নারী উচ্ছন্নে গেলো।

www.pathagar.com

নারীকে আত্মসচেতন হতে হবে। নারীর সংসারে বহুমুখী দায়িত্বের মূল্য তাকে দিতে হবে। নারীকে নিয়ে ঘরে বাইরে টানা হেঁচড়া করলে নারীর মানুষ গড়ার মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

ঝাঁসীর রাণী, সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানা, অহল্যা বাই এরা সবাই প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা ও দ্বীন রক্ষার জন্য ইসলাম নারীকেও ঘর থেকে বেরিয়ে আসার অনুমতি দিয়েছে। প্রয়োজনে সে ট্রেনিংটা নারীকে আলাদাভাবেই দিতে হবে। তাই বলে তাকে যুবক সৈনিকদের সাথে একই কাতারে প্যারেড করিয়ে ট্রেনিং নিতে ইসলাম অনুমতি দেয় নাই। কারণ খুবই স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য সমাজে যেখানে ব্যভিচারকে কোনো অপরাধ বলেই গণ্য করা হয় না, ইসলাম সেখানে ব্যভিচারের কঠিন শাস্তির নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যভিচারের প্রতিরোধের যাবতীয় ব্যবস্থাও করেছে।

সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, মিসেস নেলী সেনগুপ্ত, ইন্দিরা গান্ধী এরা রাজনৈতিক জ্ঞানে কেউ পুরুষের চাইতে কম ছিলেন না ঠিক। কিন্তু এরা আমাদের আদর্শ তো ননই, ভারতের হিন্দু নারী সমাজেরও আদর্শ নন। তাই যদি হতেন তবে আজকের ভারতের হিন্দু নারী সমাজের এ দুর্গতি হতো না। গোল্ডামায়ার, বন্দর নায়েকে এরাইবা তাঁদের দেশের নারী সমাজের জন্য কি অবদান রেখেছেন?

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারী জাতিকে যে সম্মান মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে, নারীমুক্তির যে পথ নির্দেশ করেছে, সেই নির্দেশ মেনে নিয়েছে যারা, তারা দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর পরে আজও সেই ইসলাম প্রদত্ত সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে স্বামী-সন্তানের সোহাগ ও আদরের ভিতর দিয়েই জিন্দেগী যাপন করছে। তারা তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির জন্য সোচ্চার হচ্ছে না। তারা তথাকথিত আধুনিকা, শিক্ষিতা নারীদের নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির স্বরূপ দেখে ঘৃণায় নাক সিটকান, মুখ বিকৃত করেন, ধিক্কার দেন নারীজন্মকে, শঙ্কিত হন কন্যাকুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

মনে রাখতে হবে যে, আমরা মুসলিম নারী। মাঠে ময়দানে নেমে হাজারো পুরুষের মাঝে বক্তৃতা ঝেড়ে তাদের মনে চমক লাগিয়ে আমাদের রাজনীতি

www.pathagar.com

জ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে না। আমরা পর্দার অন্তরালে থেকেই কাব্য রচনা করেছি, সম্রাটের সাম্রাজ্য পরিচালনায় বুদ্ধি জোগিয়েছি, স্বামীর বিপদে যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করে স্বামীর জীবন রক্ষা করেছি। বিবি আয়শা নারী জাতি এমনকি পুরুষেরও শিক্ষক ছিলেন। পর্দার অন্তরালে থেকেই তিনি সাহাবীদের হাদীস শিক্ষা দিতেন। আজও আমরা পর্দার অন্তরালে থেকেই দুনিয়ার রাজনীতির খবরাখবর রাখছি। মুসলিম নারী সমাজের সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছি। এসবই বা কম গৌরবের কিসে?

আমরা আল্লাহর বিধান লংঘন না করে পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীর উপযোগী শিক্ষায় (যথা ডাক্তারী, নার্সিং, শিক্ষকতা, সমাজকল্যাণমূলক কাজ ইত্যাদি) নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই। অসহায় বিধবা মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে চাই, যাতে তারা ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা সহকারে কাজ করতে পারে। যেমন বর্তমান সৌদি আরবে রয়েছে। পরিশেষে আমরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিভ্রান্ত নারী মানসেরও পরিবর্তন আনতে চাই।

আসুন আমরা দেখি ইসলাম নারীকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে কিনা। যদি দিয়ে থাকে, আমরা সে বিধান লংঘন না করে বাইরের জগতে আমাদের কর্মক্ষেত্রকে কতখানি সম্প্রসারিত করতে পারি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক মুসলমানদের নিসংকোচে ও বেপরোয়াভাবে রাসূলে করিমের (সা.) ঘরে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন- "যদি ঘরের স্ত্রী লোকদের কাছ থেকে তোমাদের কোনো জিনিস নেবার প্রয়োজন হয়, তাহলে হিযাবের আড়াল থেকে চেয়ো।" হিযাব মানেই পর্দা। কুরআনের এই নির্দেশ থেকেই মুসলিম সমাজে পর্দার সূচনা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে - "নারীরা যেনো আপন মর্যাদা সহকারে আপন গৃহেই বসবাস করে এবং জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় বাইরে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। নামায কায়েম করে, যাকাত প্রতিষ্ঠিত করে, আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণ করে চলে" (সূরা আহযাব - আয়াত ঃ ৩৩)। তাদের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে আগেই যেনো একখানা বড় চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে নেয়, যেনো দুষ্ট লোকেরা তাদেরকে উত্যক্ত না করে - যেনো তারা বুঝতে পারে যে, তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা। এ সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে- "হে

www.pathagar.com

নবী আপনার বিবিদের, কন্যাদের এবং মোমেন নারীদের বলে দিন, তারা যেনো বাইরে গেলে নিজেদের বড় চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে। এতে তাদের চেনা যাবে। তাদের উত্যক্ত করা হবে না" (সূরা আহযাব- আয়াত ঃ ৫৯)। এবং ঝংকারদায়ক অলংকারাদি পরিধান করে যেনো তারা ঘরের বাইরে না যায়। ঘরের ভেতরও যেনো তারা মোহররম (যাদের সংগে বিয়ে নিষিদ্ধ) ও গায়ের মোহররম পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং ঘরের চাকরও মেয়েদের ব্যতিত অন্য কারো সামনে জাঁকজমক পোষাক পরে না বেরোয়।"(আল হাদীস)

তারপর মোহররম পুরুষদের সামনে বের হওয়া সম্পর্কে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে ঃ "তারা বেরোবার পূর্বে যেনো কাপড়ের আঁচল দ্বারা মাথাকে আবৃত করে নেয়, এবং নিজেদের 'সতর' লুকিয়ে রাখে।' অনুরূপভাবে পুরুষদেরও মা-বোনদের নিকট যাওয়ার পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেনো কোনো অসতর্ক মুহূর্তে মা-বোনদের দেহের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়তে না পারে। তাছাড়া তাদেরকে মোহররম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সাথে উঠা-বসা কিংবা ভ্রমণ করতেও রসূলে করিম (সা.) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। বলেছেন-"মুসলমান নারীর জন্য হালাল নয় যে, সে কোনো মোহররম পুরুষ ব্যতিত একরাত সফর করে" (আবু দাউদ)।

কেবল তাই নয়, রাসূলে করিম (সা.) মহিলাদের সুগন্ধি মেখে ঘরের বাইরে যেতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "যে নারী আতর ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে লোকের মধ্যে গমণ করে সে নারী ভ্রষ্টা" (তিরমিজি)। মহানবী (সা.) মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার উদ্দেশে মহিলাদের জন্যে পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। নারী-পুরুষকে একই কামরায়, একই স্থানে মিলিতভাবে নামায পড়তে তিনি কখনো অনুমতি প্রদান করেননি। এমনকি নামায শেষে মহিলাদেরকে নবী করিম (সা.) মসজিদ থেকে আগে বের হওয়ার সুযোগ করে দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলারা মসজিদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষরা তাদের কামরায় অপেক্ষা করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "নবী করিম (সা.) ফযর নামায এমন সময় শেষ করতেন যে, নামায শেষে নারীগণ যখন চাদর মুড়ি দিয়ে গৃহে ফিরতেন তখন অন্ধকারে তাঁদেরকে চিনতে পারা যেতো না" (তিরমিজি)।

এটা সর্বজনবিদিত যে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো নামায। সেই নামাযও নারীদের জন্য জামায়াতের সাথে পড়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আবু দাউদ

www.pathagar.com

থেকে বর্ণিত আছে, "তোমাদের স্ত্রীদিগকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। তবে তাঁদের গৃহই তাঁদের জন্য ভালো" (আবু দাউদ)।

জামায়াতের অধ্যায়ে নবী করিম (সা.) নারীদের জন্য এই পদ্ধতিই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, তারা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে না। তারা স্বামী-স্ত্রী অথবা মাতা-পুত্র হোকনা কেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ঃ 'একদা নবী করিম (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়ালে আমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম এবং হযরত আয়েশা (রা.) আমাদের পশ্চাতে দাঁড়ালেন' (নাসায়ী)।

হজ্ব ইসলামের চতুর্থ সমষ্টিগত ফরয। পুরুষদের ন্যায় তা নারীদের উপরও ফরয। বোখারী শরীফে আতা হতে বর্ণিত আছে যে, নবীর (সা.) যুগে পুরুষের সাথে নারীরা তাওয়াফ করতো। কিন্তু পরস্পর মিলিত হতো না। হযরত ওমর (রা.) একবার একজন পুরুষকে নারীদের সমাবেশে দেখলেন এবং তাকে ধরে বেত মারলেন। (ফতহুল কাদির)

এখানের কতিপয় দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলাম সামাজিক পরিবেশ ও তার আবহাওয়াকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে চায়।

হাদীসে আছে - পর্দার বিধান নাযিল হবার পূর্বে হযরত ওমর (রা.)-এর দাবী ছিলো, "হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের পর্দা করুন।" একবার উম্মুল মোমেনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা.) রাত্রিকালে ঘরের বার হলেন হযরত ওমর (রা.) তাঁকে চিনে ফেললেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, "সাওদা আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি।" তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের কোনো প্রকারে গৃহের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হোক। এরপর পর্দার আদেশ নাযিল হলে হযরত ওমর (রা.) সুযোগ পেলেন। তিনি মেয়েদের বাইরে যাতায়াতে কঠোরভাবে বাধা দিতে লাগলেন। পুনরায় হযরত সাওদার (রা.) পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তিনি ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই হযরত ওমর (রা.) বাধা দিলেন। হযরত সাওদা নবী করিম (সা.)-এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। নবী করিম (সা.) বললেন ঃ "আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে প্রয়োজন অনুসারে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন" (বোখারী, মুসলিম ইত্যাদি)।

www.pathagar.com

এ থেকে জানতে পারা যায় যে, "ওয়াক্বার না ফি বুয়ুতি কুন্নার" মর্ম এই নয় যে, মেয়েরা গৃহের সীমারেখার বাইরে মোটেই পা রাখবে না। প্রয়োজনে ইসলাম নারীকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু তা সীমাহীন বা শর্তহীন নয়। মেয়েদের জন্য যায়েয নয় যে, তারা যত্র তত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে এবং পুরুষদের সমাবেশে মিশে যাবে।

জুম্মার নামায সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তা নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় (আবু দাউদ)। দুই ঈদের জামায়াতও মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু যদি তারা ঈদের জামায়াতে যোগদান করতে চায়, তাহলে অন্য শর্তাবলী পালন করে ঈদের জামায়াতে যোগদান করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে - 'তিনি বলেন ঃ নবী করিম (সা.) স্বীয় সহধর্মিণী ও কন্যাসহ ঈদে গমন করতেন' (ইবনে মাজা)।

পুরুষদের জন্য জানাজায় অংশগ্রহণ ফরযে কিফায়া। কিন্তু নারীদিগকে জানাজায় যোগদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কঠোরভাবে নয়। এবনে মাজা এবং নাসায়ীতে বর্ণিত আছে - নবী করিম (সা.) এক জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সেখানে একজন নারীকে দেখতে পাওয়া গেল। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে তিরস্কার করলেন। তখন নবী করিম (সা.) বললেন, "ওমর, তাকে ছাড়ো।" মনে হয় স্ত্রীলোকটি মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়া ছিল।

কবর জিয়ারতের অবস্থাও অনুরূপ। নারীর কোমল হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের কবরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু নারীদের বেশী বেশী কবরে যাওয়া রাসূলে করিম (সা.) নিষিদ্ধ করেছেন।

আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত একখানা হাদীস থেকে জানা যায়, "নবী করিম (সা.) অধিক কবর জিয়ারতকারিনীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।"

এসকল নির্দেশ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা উচিত। নামায একটি পবিত্র ইবাদত। মসজিদ একটি পূণ্যস্থান। হজ্বে মানুষ পবিত্র চিন্তাধারা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়। জানাজা এবং কবরের পার্শ্বে প্রতিটি মানুষের মনে মরণের চিন্তা উদিত হয়। শোকে-দুঃখে মন অভিভূত হয়। এহেন অবস্থায় যৌন বাসনা একেবারেই লোপ পায় অথবা থাকলেও তা পবিত্র ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু তথাপিও এ সকল সমাবেশে মহানবী (সা.) নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ পছন্দ

www.pathagar.com

করেননি। উদ্দেশ্যের নির্মলতা এবং নারীদের ভাবাবেগ লুপ্ত করে নারীদের গৃহের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। এবং কোনো কোনো সময় স্বয়ং সংগে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পর্দার প্রতি এত বাধা-নিষেধ আরোপ করেছেন যে, অনাচার ও অমঙ্গলের ক্ষীণ আশংকাও আর বাকি রইল না। এরপর হজ্ব ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ঘোষণা করা হলো যে, নারীদের এ সকল কাজে অংশ না নেয়াই অধিকতর শ্রেয়।

যে আইনের এহেন প্রবণতা, তাতে আমরা কি আশা করতে পারি যে, তা স্কুল-কলেজ, অফিস-কারখানায়, পার্ক ও প্রমোদ কাননে, সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চে, কফি খানায় ও নৃত্যশালায় স্ত্রী-পুরুষের সংমিশ্রণ বা মিশ্র সমাবেশ পছন্দ করবে বা জায়েজ রাখবে?

ইসলামে নারীর কর্মক্ষেত্র

এতক্ষণ আমরা ইসলামী পর্দার কড়াকড়ি লক্ষ্য করলাম। এখন আসুন দেখা যাক কোথায়, কখন, কি কারণে সেটা লাঘব করা হয়েছে। মুসলমানগণ যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকেন তখন সেটা সর্বসাধারণের জন্যে এক বিপদসংকুল অবস্থা। তখন অবস্থারই স্বাভাবিক দাবী এই যে, জাতির সমগ্র শক্তি আত্মরক্ষায় ব্যয়িত হোক। এ অবস্থায় ইসলাম নারী জাতিকে সার্বজনীন অনুমতি দান করে যে, তারা সামরিক সেবায় অংশগ্রহণ করুক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, তাকে মা হবার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে মস্তক ছেদন বা রক্ত প্রবাহ বয়ে দেবার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। তার হাতে যুদ্ধাস্ত্র তুলে দেবার অর্থই হলো তার প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। আর এ জন্যেই ইসলাম নারীদের শুধু জীবন ও সম্ভ্রম-সতীত্ব রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্ত সাধারণভাবে নারীদের কাছ থেকে সৈনিকের কাজ নেয়া এবং তাদেরকে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করা ইসলামী নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে এতটুকু সেবা লওয়া যেতে পারে যে, তারা আহত সৈনিকদের ব্যান্ডেজ করবে, তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাবে; সৈনিকদের জন্যে রান্না করবে এবং সৈনিকদের পশ্চাতে তাদের ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এ সকল কাজের জন্যে পর্দার সীমারেখা চরমভাবে লাঘব করা হয়েছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী সহধর্মিণীগণ এবং অন্যান্য মুসলিম রমনীগণ নবী করিম (সা.)-এর সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন। তাঁরা তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের ব্যান্ডেজ করতেন। পর্দার আদেশ নাযিল হওয়ার পরও এ কাজ

www.pathagar.com

চলেছে (বোখারী)। তিরমিজি হাদীস গ্রন্থে আছে যে, উম্মে সুলায়েম ও অন্যান্য আনসার রমণীগণ প্রায় যুদ্ধে নবী করিম (সা.)-এর সহগামিনী হতেন।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমান মুজাহিরগণ বিপর্যস্থ হয়ে পড়লে হযরত আয়েশা (রা.) এবং উম্মে সুলায়েম কাঁধে পানির মশক বহন করে সৈনিকদের পানি পান করাতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তাদেরকে পায়জামা উত্তোলন করে এমনভাবে দৌড়ে যাতায়াত করতে দেখেছেন যে, তাদের পায়ের গোছার নিম্নাংশ অনাবৃত ছিল। এ যুদ্ধেই রুবাই বিনতে মুয়াওয়াজ এবং তাঁর সংগে একটি মহিলাদল আহতদের ব্যান্ডেজ করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরাই আহত সৈনিকদের বহন করে মদিনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন (বোখারী)। উম্মে আতিয়া সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেন। ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণ, সৈনিকদের জন্য আহার প্রস্তুত করা এবং আহত রোগীর পরিচর্যার দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল (ইবনে মাজা)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যেসব নারী যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা কার্যে অংশগ্রহণ করতেন, তাঁদেরকে গণিমতের মালের অংশ দেয়া হতো।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ইসলামী পর্দা কোনো জাহেলী প্রথার ন্যায় ছিল না যে, এতে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনানুযায়ী কম-বেশি করা যেতো না। প্রয়োজন হলে শুধু হাত, পা, মুখমন্ডল কেনো এর বেশিও উন্মুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন শেষে পর্দাকে তার যথার্থ সীমারেখায় প্রতিষ্ঠিত করা চাই যা সাধারণ অবস্থায় রয়েছে।

মুসলিম নারীর জন্য ইসলামী পর্দার যে সীমারেখা ও ধরন আমরা দেখলাম, এ থেকেই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, আমাদের কর্মক্ষেত্রকে আমরা কতোদূর সম্প্রসারিত করতে পারি এবং কখন আমরা ঘর ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে পারি। আমাদের বাইরে বেরুবার সীমারেখা এবং কাজের ধরন হবে নিম্নরূপ ঃ

১. বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে কোনো নারীর গৃহের বাইরে যত্রতত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা চলবে না।

২. নারীকে বাইরে বেরুতে হলে পর্দার সীমারেখা রক্ষা করে বাইরে বেরুতে হবে।

৩. নারী প্রয়োজনে বাইরের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে। কিন্তু নারীর কাজ তার দৈহিক আকার-আকৃতি, গঠন, প্রকৃতি ও মানসিক প্রবণতার সাথে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যশীল হওয়া চাই। যেমন- ডাক্তারী, নার্সিং, শিক্ষকতা, সমাজসেবামূলক কাজ, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজ নারী করতে পারে।

৪. নারীর কর্মক্ষেত্র হবে পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নারীর শিক্ষাক্ষেত্রও হবে পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কেউ যদি ইসলামী পর্দার ধরন ও সীমারেখা বুঝতে অক্ষম হন, তবে তাদের সামনে সৌদি আরবের নারী এবং বর্তমান ইরানের সমাজের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। প্রতিটি পরিবারের সুখ, শান্তি, কল্যাণই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। আমরা যদি প্রতিটি পরিবারে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি, আমরা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশকে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে চাই, আমরা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা ও পবিত্রতাকে ক্ষেত-খামার ও কল-কারখানার সামান্য উন্নতির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তবে অবশ্যই আমাদের ইসলামী শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকেই নারীকে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে। নারীর উপযোগী কাজ তাকে দিতে হবে। নারীর কর্মক্ষেত্র পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিতে হবে।

আজকে নারীকে যে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে, তাতে নারীর নৈতিক চরিত্র তো উচ্ছন্নে যাবেই ঐ বিভাগেও বিশৃংখলা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। এদের কারণে অনেক পুরুষ পুলিশ, আনসারের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হবে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। অনেক নারী পুলিশ, নারী আনসার চোর, ডাকাত, হাইজ্যাকার ও দুষ্ট ছেলেদের হাতে নাজেহাল হবে। অনেক নারী আনসার ও নারী পুলিশ সমাজকে কলুষিত করবে। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের সতীত্ব, সম্মান হারিয়ে চাকরিও খোয়াবে।

আমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখি তাহলে তাঁর দেয়া প্রতিটি বিধানের প্রতিও ঈমান ও আস্থা রাখতে হবে। তাঁর দেয়া প্রতিটি বিধান যে কল্যাণময় তা যেমন বিশ্বাস করতে হবে, তেমনি তাঁর দেয়া প্রতিটি বিধানকে বাস্তবায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তবেই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ।

www.pathagar.com

মুনাফেকী নীতি বর্জন করতে হবে

একদিকে আল্লাহর বাণীর প্রচার, অপরদিকে প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বিভাগে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ, আমাদের এ মুনাফেকী মনোভাব যতদিন ত্যাগ করতে না পারা যাবে, ততদিন ইসলামের সৌন্দর্য, ইসলামের কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করা যাবে না।

একটা ঘড়ির যন্ত্রের মাঝে কিছু সাইকেলের পার্টস, কিছু মোটর সাইকেলের পার্টস, কিছু সেলাই মেশিনের পার্টস সংযোজন করলে যেমন ঘড়িটি চলতে পারে না, তেমনি ইসলামের বিধিবিধানের সংগে কিছু সমাজবাদের বিধান, কিছু পুঁজিবাদের বিধান এনে সংযোজন করলেও ইসলাম অচলই থাকবে।

আজকে আমরা নিজকে মুসলমান বলে পরিচয় দেই সত্য, কিন্তু ইসলামী বিধান পুরোপুরি পালন করতে আমরা রাজি নই। অথচ তারাই ছিলো সত্যিকার মুসলমান যারা বিনা দ্বিধায়, বিনা চিন্তায় আল্লাহ পাকের দেয়া পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিধান মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলো। প্রতিটি বিধানের আনুগত্য করেছিলো এবং মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল।

আজকে আমরা ইসলামের সংগে খৃষ্টানিজম, কমিউনিজম, হিন্দুইজম এসব এনে যোগ করে একটা জগাখিচুড়ি ইসলাম বানিয়েছি। যে ইসলাম আজ অচল। যে ইসলামের কোনো সৌন্দর্য, কোনো কল্যাণকারিতা আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না।

আল্লাহপাক মুসলমানদের আদেশ করেছেন, "উদখুলু ফিস্‌সিলমে কাফ্‌ফাহ।" অর্থাৎ তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও। আমরা যেদিন আল্লাহর বিধানের আনুগত্যকারী সত্যিকার মুসলিম হতে পারবো, যেদিন আমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হবো, যেদিন পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা হবে, সেদিন আবার সেই ইসলামের স্বর্ণযুগের সূচনা হবে নিঃসন্দেহে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে মহিলাদের আইনগত মর্যাদা প্রসঙ্গে

বর্তমানে মহিলাদের স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের দাবীটি একটা বিরাট বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় মহিলা সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে কতোগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিলো মহিলাদের আইনগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা প্রসংগ। এ প্রসংগে বোন সালমা শহিদ চৌধুরী, মিসেস রাবেয়া ভূঁইয়া, ব্যারিষ্টার এট, ল' টি সি এল-এর যে নিবন্ধের উল্লেখ করেছেন এবং মেয়েদের সমতা ও অধিকার আদায়ের দাবীতে কুরআনে বর্ণিত পারিবারিক আইন পরিবর্তনের যে দাবী উত্থাপন করেছেন তাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য ও গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। সর্বজ্ঞানী আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের শুরুতেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, 'জালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহ।' অর্থাৎ "এই গ্রন্থ, এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।" (সূরা আলা বাকারা - আয়াত ঃ ১)

সূরা মুলকে আল্লাহপাক চ্যালেঞ্জ দিলেন, "তোমরা আমার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখ কোথাও এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু অসামঞ্জস্য তোমাদের চোখে পড়বে না, দ্বিতীয়বার ভালো করে তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে, তবুও কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য তোমাদের চোখে পরিলক্ষিত হবে না।" (সূরা মুলক - আয়াত ঃ ৩-৪)

বিজ্ঞান নিত্য-পরিবর্তনশীল। কিন্তু বিজ্ঞানময় কুরআন অপরিবর্তনীয়। সেই বিজ্ঞানময় কুরআন আজ মুসলমানদের কাছেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যুগে যুগে মানুষ এমনিভাবে নিজ ইচ্ছামত আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থকে পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং নিজেদের জীবনে দুঃখ-বিপর্যয় ডেকে এনেছে। পরিণামে আল্লাহর গজব ও অসন্তোষে পতিত হয়েছে।

অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নারীকে নিয়ে একটা 'টানা হেঁচড়ার ইতিহাসই' আমাদের চোখে পড়ে। কোনো সময় দেখতে পাই নারী পুরুষের চরম অত্যাচার, নির্যাতন, এমনকি হত্যার শিকার পর্যন্ত হচ্ছে। আবার দেখি নারীকে কন্যা, জায়া ও মাতা হিসেবে সংসারের গৃহিণীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। নারীকে গৃহের রাণী করা হয়েছে। এরপর দেখি আরও অগ্রসর হয়ে পুরুষ তার অর্ধাঙ্গিনী নারীকে পুরুষের সম অধিকারের নামে পুরুষের সকল কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং তাকে ব্যভিচার ও চরম উচ্ছৃংখলতায় নিমজ্জিত করা হয়েছে। এরপর যখন জাতির ধ্বংস ও অধঃপতন এসেছে, তখন সমস্ত দোষ চাপানো হয়েছে নারীর উপর। প্রাচীন রোম সভ্যতা ও গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস নারীর এ দুঃখজনক কলঙ্কেরই ইঙ্গিত বহন করে।

এই চৌদ্দশত বছর আগেও ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে আমরা দেখেছি, শুধু আরবেই নয়, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেও নারীর অবস্থা কতো করুণ ছিলো। কত ভয়াবহ শোচনীয় ছিলো নারীর জীবন। নারীর সম্মান মর্যাদা বলতে কিছু ছিল না। দুনিয়ায় সে যে কোনো অধিকার নিয়ে জন্মেছে, তা নারী ভুলেই গিয়েছিল। নারীর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েই গিয়েছিল যে, সে পুরুষের দাসী হিসেবেই জন্ম নিয়েছে। পুরুষের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করাই তার কর্তব্য। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ নারীকে আখ্যা দিয়েছে, "নরকের দ্বার" "যাবতীয় ধ্বংসের কারণ," "সমস্ত পাপের উৎস" "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণকারিণী" "পুরুষের ধ্বংস কারিণী" ইত্যাদি ইত্যাদি। নারীকে হাটে-বাজারে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করা হয়েছে। ইচ্ছামত পুরুষ যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করেছে, আবার ইচ্ছামত স্ত্রীদের ত্যাগ করেছে। নারীর ভালো খাদ্য গ্রহণেরও কোনো অধিকার ছিলো না। নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার ছিল কল্পনাতীত। অবহেলিত নারী পুরুষের একটুখানি কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্যে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে সাজ-সজ্জা পরে ঘুরে বেড়াত। যার ইঙ্গিত ইসলামোত্তরকালে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- "হে বিশ্বাসী নারীগণ, তোমরা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগের মেয়েদের ন্যায় নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়িয়ো না" (সূরা আহযাব-আয়াত ঃ ৩৩)। নারী যে দুনিয়ায় কোনো অধিকার নিয়ে জন্মেছে, এখানে যে তার কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, নারী হিসেবে তার যে একটা স্বতন্ত্র সম্মান মর্যাদা রয়েছে এ ধারণা নারীর মন থেকে মুছেই গিয়েছিল।

নারীর জীবনে যখন এমনি দুরবস্থা, নারীকে নিয়ে যখন পুরুষ এমনি ছিনিমিনি খেলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, "হে পুরুষ, তোমরা যেমন মানুষ নারীও ঠিক তেমনি মানুষ। নারীর যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তেমনি তার অধিকারও আছে" (সূরা বাকারাহ)।

www.pathagar.com

"তোমাদের আল্লাহ তায়ালা একটি মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (খোদার দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই) তাদের থেকেই দুনিয়ায় অসংখ্য নারী পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আন নিসা - আয়াত ঃ ১)

"নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, পুরুষ তার অর্থ সম্পদ (নারীর মোহর) ও ভরণ-পোষণে ব্যয় করে" (সূরা আন নিসা-আয়াত ঃ ৩৪)।

কিন্তু নারীর উপর পুরুষের কোন স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ ইসলাম রাখেনি। ইসলাম বলে "তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্পর্ককে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল করতে ভুলো না" (আল কুরআন)।

"তোমাদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উৎকৃষ্ট এবং যারা আপন পরিবার-পরিজনের সাথে স্নেহশীল ব্যবহার করে" (আল হাদীস)।

যে কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হতো, যে কন্যা সন্তান জন্মানো পিতার জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ ছিল, যে কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদে পিতার মুখ দুঃখে-রাগে কালো বর্ণ ধারণ করতো, সেই কন্যাই হলো পিতার পরকালের নাজাত বা মুক্তির কারণ।

ইসলাম ঘোষণা করলো, "যদি কোনো ব্যক্তি তার ১টি, দু'টি অথবা ৩টি কন্যা সন্তানকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করে, তা হলে সে ব্যক্তি এবং আমি কিয়ামতের দিন এমনভাবে একত্রে আগমন করব যেমন আমার দু'টি আংগুলি একত্রে আছে" (মুসলিম)।

"যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদের সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করে, তা হলে তারা তার জন্যে দোযখের প্রতিবন্ধক হবে" (মুসলিম)।

একমাত্র ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ই একথা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, খোদা ও রাসূলের পরে সবচেয়ে অধিক সম্মান, মর্যাদা এবং সদ্ব্যবহার পাবার যোগ্য মাতা।

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার নিকট হতে সদ্ব্যবহার পাবার সবচেয়ে বেশী অধিকার কার? রাসূল (সঃ) বললেন, "তোমার মাতার" সে ব্যক্তি বলল, তারপর কার? তিনি বললেন, "তোমার মাতার" সে বলল, "অতঃপর কার?" তিনি বললেন, "তোমার মাতার" সে বলল, "অতঃপর কার?" তিনি বললেন, "তোমার পিতার" (বোখারী)। "মাতার অবাধ্যতা ও অধিকার হরণ

www.pathagar.com

আল্লহতায়ালা তোমার জন্যে হারাম করে দিয়েছেন" (বোখারী)।

নারী মুক্তির দিশারী মহানবী (সাঃ) নারীদের এতবড় রক্ষক ছিলেন যে, তাদের প্রতি কণামাত্র অন্যায়-অবিচার হলে তৎক্ষণাৎ তারা নবীর নিকট নালিশ করতো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন, "যতদিন নবী (সঃ) জীবিত ছিলেন, আমরা আমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে বড় সাবধান হয়ে চলতাম যেনো আমাদের জন্যে হঠাৎ কোনো শাস্তিমূলক আদেশ অবতীর্ণ না হয়। নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমরা তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে লাগলাম" (বোখারী)।

মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা

ইসলামী সমাজে নারীকে এত উচ্চ মার্যাদা দেয়া হয়েছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নবী করিম (সঃ)ই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি নারী সম্পর্কে শুধু পুরুষের নয়, নারীরও মনোবৃত্তির পরিবর্তন এনেছেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি শুধু আধ্যাত্মিক সংস্কার সংশোধন করেই ক্ষান্ত হননি বরং আইনের সাহায্যে নারীর অধিকার রক্ষা এবং পুরুষের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করেছেন। উপরন্তু তিনি নারীদের মাঝে এতখানি চেতনার সঞ্চার করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বুঝতে পারে এবং তা সংরক্ষণের জন্যে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

আজকের শিক্ষিতা মুসলিম নারীরা কি করে এত তাড়াতাড়ি নারীর প্রতি ইসলামের সেই সুমহান অবদানের কথা ভুলে গেলেন আমরা ভাবতেই পারি না। আজ শিক্ষিতা মুসলিম নারীরা পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনকে বাংলার মুসলিম নারী সমাজের একমাত্র মুক্তির পথ বলে ধরে নিয়েছেন। তারা ভেবে দেখলেন না পাশ্চাত্য নারীরা কিজন্যে আন্দোলন করছে, আমরা কিজন্য আন্দোলন করবো? সত্যিকার মুসলিম নারীর জীবনে তার অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রয়োজন আছে কি?

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে আমরা দেখেছি, ইটালীতে দুই হাজার মহিলা ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করছে। পাশ্চাত্যে পুরুষরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরে ঠেলে দিয়েছে। বাইরে গিয়ে নারী পর পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে তারা আইনের কোনো বিচার

www.pathagar.com

পাচ্ছে না। তাই তারা আন্দোলন করছে। পাশ্চাত্যে স্বামীরা স্ত্রীদের বিশ্বাস করছে না। স্ত্রীদের বিশ্বাস করে নিজ উপার্জিত অর্থ স্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছে না। স্ত্রীও তার উপার্জিত অর্থ স্বামীকে বিশ্বাস করে তার হাতে দিচ্ছে না। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে পুরুষ তার ঘরের রক্ষিতা বা মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাথে স্ত্রীর মতোই মেলামেশা করছে। পাশ্চাত্য স্ত্রীকে তার নিজের ও সন্তানের ভরণ পোষণের জন্যে অর্থ উপার্জনে বাইরে বেরুতে হচ্ছে, আবার ঘর কন্যার কাজও সামাল দিতে হচ্ছে। আজ কোনো পাশ্চাত্য পুরুষ তার স্ত্রীকে ঘরে বসে খাওয়াতে রাজী নয়। ফলে পাশ্চাত্য নারীরা দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করে দিশেহারা হচ্ছে। তদুপরি তারা পুরুষের সমমজুরী পাচ্ছে না। তাই পাশ্চাত্য নারী সমাজ আজ অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করছে। পক্ষান্তরে ইসলাম মুসলিম পুরুষদের তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্তোতির ভরণ পোষণে বাধ্য করেছে। ইসলামের সেই মুসলিম নারীরা কোন্ অধিকার আদায়ের জন্যে আন্দোলন করবে?

পাশ্চাত্য পুরুষরা নারীদের সাথে অহরহ দায়িত্বহীন ব্যভিচার করছে, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ বিবাহে রাজি হচ্ছে না। তাই আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্য মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে না। অথচ ১২/১৩ বছরের মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। সেখানে প্রকৃত বিবাহ বলতে কিছু নেই। কয়েক বৎসর আগে ফ্রান্সের একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, আট হাজার পুরুষের মধ্যে মাত্র ৭/৮ জন বিয়ে করেছে। বাকি কেউ বিয়ে করেনি। ফ্রি-মিক্সিং-এর প্রতিটি দেশেই আজ একই অবস্থা বিরাজ করছে। পাশ্চাত্য সমাজে আজ তাই পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। পাশ্চাত্য নারীদের এই নারী স্বাধীনতাই কি বাংলার মুসলিম নারী সমাজের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার মহিলা পরিষদ, নারী পক্ষ, জাতীয় মহিলা সংস্থা এদেশে আমদানি করতে চান? আমাদের ভুললে চলবে না যে, ইসলামের সুমহান কল্যাণে এখনো আমরা (মুসলিম নারীরা) পাশ্চাত্য নারী সমাজের মতো এতো করুণ অবস্থার সম্মুখীন হইনি। আমাদের স্বামীরা এখনো ইসলামের কল্যাণে স্বেচ্ছায় স্ত্রী, সন্তান-সন্তোতির ভরণ পোষণ করে থাকেন সন্তুষ্টচিত্তে এবং নিজ কষ্টোপার্জিত অর্থ তার সংসার ও সন্তান সন্তোতির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী স্ত্রীর হাতে তুলে দেন সন্তুষ্টচিত্তে, পরম বিশ্বাস ও নির্ভরতার সংগে। পাশ্চাত্য নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি সেই বিশ্বাস হারিয়েছে। এটা তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ও সম অধিকারেরই ফসল।

"পাশ্চাত্য দেশগুলো নারীকে যা-কিছু দিয়েছে, তা নারী হিসাবে দেয়নি, নারীকে পুরুষ বানিয়ে ছেড়েছে পাশ্চাত্য পুরুষ সমাজ। নারী প্রকৃতপক্ষে আজও তাদের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে হেয়। গৃহের রাণী, সন্তানের মা, স্বামীর স্ত্রী, এক কথায় একটি প্রকৃত নারীর জন্য এখনো সেখানে কোনো মর্যাদা নেই। সম্মান মর্যাদা যদি থেকে থাকে, তবে তা ঐ স্ত্রীরূপী পুরুষের অথবা পুরুষরূপী স্ত্রীলোকের যে দৈহিক দিক দিয়ে নারী, কিন্তু মানসিকতার দিক দিয়ে পুরুষ এবং তমুদ্দন ও সমাজে পুরুষের ন্যায় কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে এটা নারীত্বের মর্যাদা নয়, পুরুষত্বেরই মর্যাদা। পাশ্চাত্য নারীর হীনমন্যতার (Inferiority Complex) মানসিক বৈকল্যের স্পষ্ট প্রমাণ, তারা গর্বসহকারে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। অথচ কোনো পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করে জনসাধারণ্যে বাইরে বের হওয়ার ধারণাও করতে পারে না। স্ত্রী হওয়া পাশ্চাত্য নারীদের নিকট অবমাননাকর। অথচ স্বামী হওয়া কোনো পুরুষের নিকট অবমাননাকর নয়। পুরুষোচিত কাজ করতে নারী সম্মানবোধ করে। অথচ গৃহিণীপনা ও সন্তান প্রতিপালনের ন্যায় নারীর কাজে কোনো পুরুষ সম্মানবোধ করে না। অতএব, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্য নারী জাতিকে নারী হিসেবে কোনো সম্মান দান করেনি। একাজ একমাত্র ইসলামই করেছে যে, নারীকে তার স্বাভাবিক স্থানে রেখে তমুদ্দন ও সমাজে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। (পর্দা ও ইসলাম - মাওলানা মওদূদী)

প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে। ইসলামী তমুদ্দন নারী এবং পুরুষের নিকট থেকে পৃথক পৃথকভাবে ঐ সকল কাজ গ্রহণ করে থাকে, যার জন্য প্রকৃতি তাদেরকে সৃষ্টি করেছে। অতঃপর প্রত্যেককে তার নিজ স্থানে রেখে সম্মান, উন্নতি ও সাফল্যের সমান সুযোগ দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ই মানবতার অপরিহার্য অংশ। তমুদ্দন গঠনে উভয়ের গুরুত্ব সমান। উভয়ে নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে থেকে যে সেবা কার্য করে, তা সমান কল্যাণকর, সমান মর্যাদার অধিকারী। না পুরুষত্বে কোনো আভিজাত্য আছে, না নারীত্বে কোনো অপমান। পুরুষ পুরুষোচিত কাজ করলে যেমন সম্মান, মর্যাদা ও সাফল্য লাভ হয়, তেমনি নারী নারীসুলভ কাজ করলে তাতেই তার সম্মান, মর্যাদা, উন্নতি ও সাফল্য লাভ হবে। একটি সৎ তমদ্দুনের কাজতো এই হবে যে, সে নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে রেখে পরিপূর্ণ মানবীয় অধিকার দান করবে, সম্মান ও শ্রদ্ধায় ভূষিত করবে, শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা তার প্রচ্ছন্ন প্রতিভার বিকাশ সাধন করবে এবং ঐ কর্মক্ষেত্র ও গন্ডির মধ্যেই তার উন্নতি ও সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। 'পর্দা ও ইসলাম'- লেখক মাওলানা মওদূদী (রহঃ)

www.pathagar.com

যুগে যুগে আদর্শ মাতা

আজকের নারী ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ হয়ে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের কাজ করে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে চায়, সমাজের উন্নতি বিধান করতে চায়। কিন্তু ইসলামের সেই পর্দানসীন নারীরা, যারা আবু আলি ইবনে সিনার মতো বিশ্ব বিশ্রুত রসায়নবিদ ও চিকিৎসকের, ইবনে খালদুনের মতো ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের, তারেক, মুসার মতো বীর সেনাপতিদের জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা কি সব অশিক্ষিত নারী ছিলেন? সেইসব মহীয়সী নারীরা তাঁদের মহান সন্তানদের জন্ম দিয়ে সমগ্র মানব জাতির জন্য যে বিরাট মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, আজকের ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ মায়েরা ক'জন আবু আলি ইবনে সিনার জন্ম দিয়েছেন? ক'জন ইবনে খালদুন, তারেক, মুসা, ফেরদৌসী, তুসীর জন্ম দিয়েছেন। নিজেরাই বা জাতির জন্য কি অবদান রেখে গেছেন? আজকের শিক্ষিতা নারী সমাজ তাঁদের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং দেশের নারী সমাজকেও তাঁদের প্রকৃতিদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। পুরুষের কাজ করে নারী তার অধিকার কোনোদিনই ফিরে পাবে না, বরং সব কিছু হারাবে।

আজকের শিক্ষিতা মেয়েরা এখন সুসন্তান জন্ম দেয়ার, সুসন্তান গড়ে তোলার চিন্তা করেন না। তাঁরা চিন্তা করেন সব কাজেই তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ হবেন। কোনো কাজে তাঁরা পুরুষের পেছনে পড়ে থাকবেন না। আজকের নারীরা তাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোনো সুসন্তান এবং সুনাগরিক উপহার দিতে পারছে না। তাই আজকের কিশোর সমাজ, আজকের যুব সমাজ উচ্ছৃংখল, দায়িত্বহীন, বেপরোয়া, পিতা-মাতার অবাধ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহী, আনুগত্যহীন, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সা.-এর প্রতি আনুগত্যহীন, পরকালের প্রতি আস্থাহীন। এর একমাত্র কারণ, আজকের শিক্ষিতা মায়েদের দায়িত্বহীনতা ও কর্তব্য পরায়ণতার এবং কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের অভাব। আজকে আমাদের নতুন করে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা মায়েরা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে আদর্শ, চরিত্রবান, সুনাগরিক গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করব, না পুরুষের কাজে অংশ নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান করবো। দু'টো দায়িত্বই একসংগে সঠিকভাবে পালন করা কারো পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

নারীকে যদি বিবাহিত জীবন-যাপন করতে হয় এবং সন্তান গর্ভে ধারণ করতেই হয়, একটি হোক, আর দু'টি হোক, নারীকে বিনা প্রয়োজনে বহির্মুখী করা চলবে না। একজন পুরুষ অর্থ উপার্জন করে ঘরে এসে বিশ্রাম ও আরাম আয়েশ করে। স্ত্রী তাঁকে আরাম আয়েশে সহায়তা করে। স্বামী বাইরের কঠোর পরিশ্রমের পর ঘরের এ আরাম আয়েশটুকুতে পরম সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। আবার বাইরে সে তার কঠোর পরিশ্রম করার জন্য মন-মানসিকতায় ও স্বাস্থ্যে প্রেরণা লাভ করে। একজন নারী বাইরে অর্থ উপার্জন করতে গেলে বা দেশের উৎপাদনের কাজে গেলে ঘরে এসে তাকে কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়? সন্তান তাকে জড়িয়ে ধরে, তার আবদার, তার কান্নাকাটি শুনতে হয়, তাকে ঠান্ডা করতে হয়, তাকে যত্ন নিতে হয়। স্বামী ঘরে এলে তার আরাম আয়েশের দিকে নজর দেবার মন-মানসিকতা থাকে না বা অবকাশ পায় না। ফলে স্বামী শান্তির অন্বেষায় ক্লাবে-পার্টিতে বা তার পাশের ফ্লাটের বা তার সহকর্মী মেয়ের কাছে সময় কাটাতে যায়। ফলে নারী, নারী-পুরুষের সমতার দাবীতে, অর্থ উপার্জনের বিনিময়ে পায় স্বামীর অবহেলা, উপেক্ষা, দ্বিগুণ পরিশ্রম, মানসিক অশান্তি পারিবারিক বিশৃংখলা ইত্যাদি। এসব অশান্তি ও বিশৃংখলায় নারীকে নিমজ্জিত না করে বরং সম্মান ও মর্যাদাসহকারে তার আসল দায়িত্ব ও কর্তব্যে উৎসাহিত করতে হবে। বর্তমান দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ, মানব সৃষ্ট দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নারীকে বাহিরমুখী হতে বাধ্য করছে। এমতাবস্থায় অসচ্ছল পরিবারে নারীদের এবং বেকার, বিধবা, অসহায় নারীদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র থাকবে। নারীদের উপযোগী কাজ নারীকে দিতে হবে, নারী যেনো বাইরে গিয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়, তাকে উচ্ছৃংখলতায় নিমজ্জিত হতে না হয়।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদ্বারা সমাজে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাদ্বারা সে তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল আইন-কানুন নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে এবং সমাজে নারীর দাসত্বের প্রধান কারণই হচ্ছে তার এই আর্থিক দুর্গতি। ইউরোপ এ অবস্থার অবসান করতে গিয়ে নারীকে উপার্জনশীল বানালো এবং এটা নারীর জীবনে আরো এক বিরাট অমঙ্গল ডেকে আনলো। ইসলাম এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে নারীকে উত্তরাধিকারের বিরাট অধিকার দান

www.pathagar.com

করলো। পিতা, স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়ের উত্তরাধিকার সে লাভ করে। উপরন্তু সে স্বামীর নিকট থেকে মোহর লাভ করে। এ সকল উপায়ে নারী যে সমস্ত ধনসম্পত্তি লাভ করে, তার উপর তার পূর্ণ মালিকানা ও স্বত্ব কায়েম হয় এবং তা ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার তার নিজের। এটা ব্যয় করার কোনো অধিকার স্বামী, পিতা, ভ্রাতা কারোরই নেই। উপরন্তু কোনো ব্যবসায়ে স্ত্রী মূলধন বিনিয়োগ করলে বা নিজ শ্রম দ্বারা কোনো অর্থ উপার্জন করলে তার মালিকানাও স্ত্রী পাবে। এতদসত্ত্বেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রী যতই ধনশালিনী হোক না কেনো, স্বামী তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। এভাবে ইসলামে নারীর আর্থিক অবস্থাকে এতো সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছে যে, অনেক সময় নারী, পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ভালো অবস্থায় থাকে। এ থেকেই ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের যৌক্তিকতা বুঝতে কষ্ট হয় না।

মুসলিম পারিবারিক আইনে ছেলে যা পাচ্ছে মেয়ে পাচ্ছে তার অর্ধেক। তার কারণ মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সম্পত্তির অংশিদারীত্ব লাভ করছে, স্বামীর দেয়া দেনমোহর লাভ করছে, পিতার সম্পত্তিতে অংশতো আছেই। তা সত্ত্বেও তাকে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের ভরণ-পোষণ করতে হচ্ছে না বরং স্বামী তার সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য থাকছে। পক্ষান্তরে একটি ছেলেকে বিয়ের পর তার স্ত্রীর দেনমোহর দিতে হচ্ছে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের ভরণ-পোষণ করতে হচ্ছে। তদুপরি স্ত্রী পিতার সম্পত্তির যে অংশ পাচ্ছে তা স্ত্রীরই। স্বামীর তাতে কোনো অধিকার নেই।

পক্ষান্তরে একটি মেয়ে যদি ছেলের সমান অংশিদারীত্ব লাভ করে, তাহলে ছেলে বাবা-মা, ভাই-বোনের ভরণ-পোষণ কিছুতেই একা বহন করতে চাইবে না। মেয়েকেও তার বাবা-মা, ভাই-বোনের ভরণ-পোষণ করতে হবে। স্বামীও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে চাইবে না স্ত্রী পিতার সম্পত্তি না আনা পর্যন্ত। দেনমোহরের তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কুরআনের আইনই যখন পরিবর্তন করা হচ্ছে তখন পুরুষও তার সুবিধামতো আইন পরিবর্তন করে নেবে। এ সমস্তই হলো বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও অপরিণামদর্শিতা। আল্লাহর বিধান সামঞ্জস্যশীল। এর মধ্যে কোনো বিপর্যয় বা বিশৃংখলা নেই।

মুসিলম পারিবারিক আইনে স্ত্রী মৃতঃ স্বামীর সম্পত্তির চার ভাগের এক অংশ পাচ্ছেন সন্তান না থাকলে। তার কারণ হয়তো এই যে, সন্তানহীনা বিধবার কাউকে ভরণ-পোষণ করার নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজে কোনো বিধবাই

www.pathagar.com

অসহায় নয়। পিতা, ভ্রাতা, সন্তান অথবা অন্যান্য আত্মীয় মুরব্বী তার ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য থাকবে।

সন্তান রেখে গেলে স্ত্রী পাবেন আট ভাগের এক অংশ। তার কারণ, নাবালক ছেলেমেয়েদের প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ পক্ষান্তরে সন্তানের মা-ই পাচ্ছেন, যা দিয়ে তিনি নিজের এবং সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে পারেন। সন্তান সাবালক হলে সন্তানই মার ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। কিন্তু যারা এক্ষেত্রে স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক স্ত্রী হওয়ার সুপারিশ করেন, ধৈর্য ধরে তাদের কথাটা একবার বিবেচনা করে দেখা যাক।

ইসলামী সমাজে বিধবা স্ত্রী তার সন্তান রেখেও তার নিজ ইচ্ছামতো স্বামী গ্রহণ করতে পারেন। তাকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। এক্ষেত্রে সন্তান থাকা না থাকা সর্বাবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন এবং তিনি যদি স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে, এতিম সন্তানদের ফেলে অন্য কাউকে বিয়ে করেন, তাহলে এতিম সন্তানদের কি অবস্থা হবে একবার তারা ভেবে দেখেছেন কি? বর্তমানে অতি আধুনিক এবং নিম্নশ্রেণীর সমাজে ছেলে-মেয়েদেরকে ফেলে রেখে এমনকি স্বামী রেখেও স্ত্রীদের চলে যাওয়ার নজির বিরল নয়। পাশ্চাত্য সমাজে তো এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের মতো এক রোখা নয়। ভুললে চলবে না যে, তিনি সর্বদ্রষ্টা! কাজেই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ পাকের বিধানে ক্ষুদ্রজ্ঞানী মানুষের হস্তক্ষেপ ধৃষ্টতারই নামান্তর হবে। যার পরিণাম কখনো মঙ্গলজনক হবে না।

বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন বিভিন্ন মুসলিম দেশে 'সিভিল ল' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে বোন সালমা শহিদ সুপারিশ করেছেন। তিনি কি মনে করেন, পারিবারিক আইনে গলদ রয়েছে বলে 'সিভিল ল' করা হয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রিয় বিভিন্ন দেশের মুসলিম নারীদের অবস্থাও পাশ্চাত্য মেয়েদের সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কাজেই তারা মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে 'সিভিল ল' দ্বারা পুরুষকে আটকানোর ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বোনদের জানা ভালো যে, কোনো পুরুষকে আইন দ্বারা আটকানো কোনো দিন সম্ভব নয়। বা তার মানসিক এবং চারিত্রিক সংশোধনও সম্ভব নয়। দুনিয়ার পুরুষ জাতকে সংযত, সুন্দর জীবন-যাপন করতে, স্ত্রী সন্তান-সন্ততির প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করতে এবং স্ত্রীর অধিকার যথাযথ আদায়ে বাধ্য করতে পারে একমাত্র খোদার ভয়ভীতি, ইসলামী

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থা ও কুরআন সুন্নার আইনের বাস্তব প্রয়োগ। একমাত্র খোদাভীতিই একজন পুরুষের জীবনকে সংযত সুন্দর করতে পারে। এই খোদাভীতি যে পুরুষের নেই, যে সমাজে খোদাভীতির শিক্ষা নেই, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোনো বাধা নেই, তদুপরি এহেন ফ্রি-মিক্সিং সমাজে যখন টেলিভিশনে, ভি সি আর-এ অশ্লীলতা ও নগ্নতার চিত্র প্রদর্শন করে পুরুষদের যৌন উস্কানী দেয়া হয় অহরহ, যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম সস্তা দরে হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া হয়, তখন সে সমাজে শত আইন করেও পুরুষকে তার দায়িত্ব যথাযথ পালনে বাধ্য করা যায় না বা স্বামীর উপর স্ত্রীর যে অধিকার রয়েছে তা সে পেতে পারে না, সম্পত্তির অধিকার হয়তো পেতে পারে।

আজকে নারীর মাঝে যে অধিকার আদায়ের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তার কারণ ইসলাম প্রদত্ত অধিকারই তারা পাচ্ছে না। বিবাহে দেন-মোহর লাখ টাকা ধার্য করা হচ্ছে সমাজকে দেখানোর জন্য। কার্যতঃ এক পয়সাও মেয়েকে দেয়া হচ্ছে না। অথচ ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেনমোহরের কিছু অংশ পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপনের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই দেখা যায়, ইসলামী সমাজে ছেলের পক্ষ মেয়েকে স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে দেন মোহরের কিছু অংশ উসুল করে থাকে। বাকী দেনমোহর সে বাকী জীবনে যে কোনো সময় পরিশোধ করতে স্ত্রীর নিকট বাধ্য থাকে। কোনো ছেলে যদি মনে করে যে, মুখে লাখ টাকা স্বীকার করতে দোষ কি? আমাকে তো আর দেনমোহর দিতে হবে না? তাহলে সে বিয়েই বৈধ হবে না। কাজেই মেয়ে পক্ষের ছেলের সঙ্গতি অনুযায়ী, যা সে মেয়েকে দিতে সমর্থ, সে অনুযায়ীই মোহর নির্ধারণ করা উচিত। আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, "যে বিয়েতে দেনমোহর কম, সে বিয়েই মঙ্গলজনক হয়"। মেয়ের পক্ষ ছেলের সঙ্গতি অনুযায়ী মোহর ধার্য করবে, ছেলেও সে মোহর আদায়ের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। এ হলো ইসলামী বিধান।

বর্তমান আধুনিক সমাজে আমরা দেখি ছেলের পক্ষ মেয়েকে বলতে গেলে কিছুই দিচ্ছে না, বরং মেয়ের পক্ষ ছেলেকে লাখ লাখ টাকা যৌতুক দিচ্ছে। ছেলে গাড়ী-বাড়ি, ফার্নিচার দাবি করছে অথচ ইসলামী বিধানে ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ের পক্ষের নিকট কিছু চাওয়া হারাম। এ সত্য কথাটিও আমাদের অনেক মা-বোনেরা হয়তো জানেন না। মেয়ের পক্ষ খুশী হয়ে যদি মেয়েকে কিছু দান করতে চায় তবে সে কথা সতন্ত্র। তবু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দেয়া যাবে না। আজকে ছেলের পক্ষ যেভাবে মেয়ের পক্ষের কাছে যৌতুক দাবী করছে,

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক সমাজের অজ্ঞতা এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকাই এর কারণ। স্বামীর উচিত দেনমোহরের একটা অংশ স্ত্রীকে পরিশোধ করে দেয়া, যা সে স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে। তাছাড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী অর্থ উপার্জন করবে, স্ত্রী সেই অর্থ দ্বারা সংসারের যাবতীয় ব্যয়-ভার সম্পাদন করবে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার না থাকার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাসই নারীকে অর্থ উপার্জনে বাধ্য করে। অনেকে মনে করেন, নারী অর্থ উপার্জন না করলে স্বামীর কাছে বা স্বামীর পরিবার-পরিজনের কাছে মর্যাদা পাওয়া যায় না। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং জাতি গড়ার দায়িত্ব যে নারী জাতির উপর ন্যস্ত রয়েছে, তাকে অবশ্যই সু-শিক্ষিতা হতে হবে। ইসলাম নারীর এ কঠিন দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা ফরজ করেছে। অর্থ উপার্জনের জন্য বা দেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য যেমন পুরুষের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি মানুষ গড়া তথা জাতি গড়ার দায়িত্ব যে নারীর উপর ন্যস্ত রয়েছে, তার শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশী। নারীকে নারীর উপযোগী সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। তদুপরি নারীকে হতে হবে তার প্রতি ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। শিক্ষিতা, ধার্মিক ও আত্মসচেতন নারী পুরুষের কাজ না করেও, পরিবারে ও সমাজে তার পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীকে ঐ প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন যে, সে একটা অবলম্বন ধরে বাঁচতে চায়, একটা আশ্রয় চায়। এটা তার প্রকৃতি। আর পুরুষও নারীর নির্ভরতাকে পছন্দ করে। পুরুষ চায় নারী তার উপর নির্ভর করুক; তার পৌরুষত্ব প্রকাশ পাক। পুরুষের কঠিন কাজ নারীকে করতে দেখে পুরুষ বিস্মিত হয় না; বিরক্ত হয়, তার পৌরুষে আঘাত লাগে। যেমন একটি মেয়ে পুরুষের মেয়েলিপনা কাজ পছন্দ করে না, বরং ঘৃণা করে ঠিক তেমনি। বরং নারীর সন্তান গর্ভে ধারণের কষ্ট, নারীর সন্তান জন্মদানের কষ্ট, সন্তান লালন-পালনের ধৈর্য-সহিষ্ণুতা স্বামীর ঔরষজাত সন্তানের প্রতি স্ত্রীর গভীর স্নেহ ও মমত্ববোধও স্বামীর অন্তরে সহানুভূতির সৃষ্টি করে। তদুপরি সংসারের যাবতীয় খুটিনাটি কাজ, মেহমানদারী, পরিবারের সদস্যদের পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য দান, সেবাযত্ন সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ এ কাজগুলো সম্পাদনে পুরুষ নিজকে নিতান্ত অসহায় মনে করে। স্ত্রীর দশ দিন সংসারে অনুপস্থিত থাকা স্বামী বেচারার জন্য

www.pathagar.com

হয় অসহনীয়। সংসার নিয়ে বেচারা হাবুডুবু খেতে শুরু করে। তখন স্বামী অনুভব করে স্ত্রীর কদর। কিন্তু নারী যদি তার মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে, বিবাহ না করে, স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করে স্বাধীনভাবে থাকতে চায়, তাহলেও সে থাকতে পারে না। পর পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হয়, নিগৃহীতা হয়।

মহিলাদের স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র

ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ পাকের দেয়া ইসলামে নারী-পুরুষের কর্মবন্টনের ব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত। নারী-পুরুষের এ কর্ম বন্টনে কোনো অশান্তি বা পারিবারিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেই। নারীর কর্মক্ষেত্র গৃহ, পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাহির। আল্লাহ পাকের দেয়া, রসূল (সা.) এর নির্দেশিত এ কর্মবন্টন ব্যবস্থাকে যারাই লঙ্ঘন করেছে, তারাই উচ্ছৃংখলতায়, চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত হয়েছে। নারীকে তার আসল দায়িত্বে ও কর্তব্যে সুষ্ঠুভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জাতি গড়ার মহান দায়িত্ব নারীর। কোনো মা কতোজন সুসন্তান, আদর্শ চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও শিক্ষিতা সুনাগরিক জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত। এভাবে মায়েদের সুসন্তান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা উচিত। তবে শিক্ষিতা মায়েরা যারা বাইরে কাজ করতে চান, যাদের সময় ও সুযোগ রয়েছে বা যারা বিধবা, অসহায়, যাদের কাজের প্রয়োজন তাদের কর্মক্ষেত্র পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে। প্রাইমারী স্কুলসমূহে শিক্ষকতা, সরকারি বেসরকারি গার্লস স্কুল ও কলেজসমূহে শিক্ষকতা নারীর জন্য নির্ধারিত থাকা উচিত। এসব ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। নারী-পুরুষের হাসপাতাল পৃথক করে দেয়া উচিত এবং মেয়ে হাসপাতালে মেয়ে ডাক্তার এবং নার্সদের নিয়োগ করা যেতে পারে। অশিক্ষিত অসহায় মেয়েদের যাদের কাজের প্রয়োজন, তাদের জন্য হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মেট্রোপলিটন পুলিশ ও আনসার বিভাগ থেকে মেয়েদের অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

আজকের নারী পুরুষ কর্তৃক যেভাবে নিগৃহীতা ও নির্যাতীতা হচ্ছে, সামান্য যৌতুকের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শারিরিক নির্যাতন, তালাক, হত্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে যে কোনো সচেতন নারী পুরুষ মাত্রেই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। এর প্রতিকারার্থে আল্লাহর রসূলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী আমাদেরকে নারী নির্যাতনের ও হত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং নারী হত্যা, নারী

www.pathagar.com

নির্যাতন বন্ধে সচেষ্ট হতে হবে। নারী উত্তরাধিকার আইনটিও ইসলামী সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। দুঃখের বিষয়, ইসলামী সমাজব্যবস্থা চালু না থাকার কারণে নারী তার কোনো অধিকারই ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না। আজকে আমাদের সমাজে বিধবা, এতিমদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কুরআন-সুন্নার আইনে, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় কোনো শ্বশুর, দেবর, ভাসুর, বিধবা নারী বা এতিম সন্তানদের বঞ্চিত করার কোনো চিন্তাই করতে পারে না। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে রাষ্ট্রই এসব লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং রাষ্ট্রই এমনসব অসহায় এতিম বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। আল্লাহর দেয়া বিধান পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ প্রবর্তিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানব জীবনের জন্য এবং এসব এতিম বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যারা স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুপারিশ করেন এবং ছেলেমেয়ের সমান অধিকার দাবী করেন, তারা একথাটা লক্ষ্য করেন না যে, এসব সমস্যার এ জাতীয় সমাধান ইসলাম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে।

মুসলিম নারী-পুরুষ সবার দায়িত্ব আল্লাহর দেয়া আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা, আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা আল্লাহর রসূল (সা.) কায়েম করেছিলেন, তা কায়েম করেই সকলের অধিকার, বিশেষ করে নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এ ব্যবস্থায় যে কেবল নারীর অর্থনৈতিক অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হবে তা নয়, বরং নারী-পুরুষ সবার যাবতীয় সমস্যারই সমাধান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় রয়েছে। আর যে সমস্ত অনৈসলামি সমাজের অনুকরণ করে আমরা নারী অধিকারের নামে সমাজকে পঙ্কিলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি, তার পরিবর্তে সমাজ গঠনের জন্য নবীর দেয়া সুন্দর আদর্শ আমরা কেনো গ্রহণ করতে পারি না? এ দায়িত্ব কিন্তু মূলতঃ সরকারের।

www.pathagar.com

ইসলামের আলোকে বাংলাদেশে মহিলাদের কর্মসংস্থান

খবরের কাগজে দেখলাম আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট নারী সমাজের কাছে আহ্বান রেখেছেন সমাজের সর্বস্তরে মহিলাদের এগিয়ে আসার। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ দেয়া হবে। গ্রাম রক্ষীবাহিনীতে নারীদের নেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীতেও নেয়া হবে। বর্তমান সংবিধানেও জাতীয় সমস্ত কর্মকান্ডে নারীর সমান অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসা (১) দেশে কি বেকার যুবক সংখ্যার কমতি পড়েছে? যার জন্য পুরুষদের কাজে মেয়েদের নিয়োগ করা হচ্ছে? (২) মেয়েরা কি ঘরে বসে খায়? উচ্চপদস্থ অফিসারদের গৃহিণীদের বা মুষ্টিমেয় বিলাসপ্রিয় বিত্তশালী নারীদের দিয়ে সারা দেশের নারী সমাজের বিচার করা চলে না। এ দেশের দরিদ্র শ্রেণী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পর্যন্ত প্রতিটি মহিলা স্বামী, সন্তান, সংসার, মেহমানদারী ও প্রতিটি সদস্যের রান্না খাওয়া ইত্যাদি খুটিনাটি কাজে ভোর থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর যারা তারা ধান বানা, ধান ঝাড়া, হাঁস মুরগি, গরু-ছাগলের পরিচর্যা, পরিবারের সদস্যদের আহার যোগাড় করা, বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সন্তানদের গোসল খাওয়া, কাপড়-চোপড় ধোয়া সমস্ত কাজগুলো এককভাবে করে থাকে, তাদের আয়া বা চাকরাণী রাখার মতো সংগতি নেই। আমার প্রশ্ন ঃ কোনো পুরুষ বাইরে কাজ করে ঘরে এসে থালা-বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার, ছেলে-মেয়েদের গোসল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, রান্না-বান্নার কাজ এগুলো করবে কি? আর করাটাই বা শোভন হবে কি? মেয়েরা এমনিতেই নাকি অবলা, তাদের উপর এই ডবল খাটুনির জুলুম কেন? এই হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিতে ন্যায় বিচারের প্রশ্ন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ পাশাপাশি কাজ করা মোটেই জায়েয নয়। আল্লাহপাক নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছেন। সমাজের শৃংখলা

www.pathagar.com

বিধানের নিমিত্তে আল্লাহপাক নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক করতে চান। একাজ যেমনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি, তেমনি আমাদের সংবিধানেরও পরিপন্থি। আল্লাহপাক বলেছেন, "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক, কাফির, জালিম"।(সুরা আল মায়েদা - আয়াত ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

একটা পরিবার মানুষ গড়ার তথা জাতি গড়ার কারখানা। এ কারখানা থেকেই বেরিয়ে আসে সমাজের ভবিষ্যত নাগরিক। আজকের মায়েরা কল-কারখানায়, রক্ষীবাহিনীতে, সেনাবাহিনীতে কাজ করলে তার ঘর, সংসার, স্বামী, সন্তান সামাল দেবে কে? আর এ কারখানার সুষ্ঠু পরিচালনার উপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত। এ কারখানা জিনিস তৈরির কারখানা নয়। যে মেশিন ঘুরালেই সন্তান বেরিয়ে আসবে। সন্তান গড়ার দায়িত্ব মায়ের। সন্তানকে আদর দিতে হয়, সঙ্গ দিতে হয়। তার সাথে কথা বলতে হয়, তার মন বুঝে আচার-আচরণ করতে হয়, তার যত্ন নিতে হয়। সৈনিক বা রক্ষীবাহিনীর মা এ কাজের আঞ্জাম কিভাবে দেবেন? তারা যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, মায়েদের লাইগেশন করিয়ে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে কল-কারখানায়, রক্ষীবাহিনীতে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেই দেশে উন্নতির সয়লাব বয়ে যাবে, তবে তারা একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন। আমাদের মতে সে জাতির বিলুপ্তি ঘটতে বেশী দিন সময় লাগবে না। আমি জানি এর খেসারত তখন নারী জাতিকেই দিতে হবে। তখন আবার কোনো নতুন হিটলার এসে যেনো সব মেয়েদের রান্না ঘরে ঠেলে না দেন। মানুষের মনগড়া মতবাদে মানুষের সার্বিক কল্যাণ কোনোকালে সম্ভব নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা একটি সমস্যার সমাধান করতে যদি দশটি সমস্যার উদ্ভব হয়, তবে তা কোনো অবস্থাতেই সুস্থ পরিকল্পনা নয়। এছাড়া যেসব মেয়েরা রক্ষীবাহিনীতে, সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন তাদের সম্মান, ইজ্জত, সতিত্বের ও জীবনের কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? এমন কোনো অঘটন ঘটবে না, এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারেন কি? তা যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, এ ইচ্ছার লাইসেন্সটা কি সরকার নিজ হাতে ছেড়ে দিলেন? এর জন্যে কি তাদের আল্লাহর কাছে কোনোই জবাবদিহি করতে হবে না?

আমরা বার বার বলছি মেয়েদেরকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে কাজ দিতে হলে মেয়েদের উপযোগী কাজ দেয়া হোক। মেয়েদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা

www.pathagar.com

হোক। আমরা দেখছি উন্নত পাশ্চাত্য সভ্য নামের দেশগুলিতে নারীকে নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলা চলছে। নারীর নিরাপত্তার প্রচন্ড অভাব সেখানে। সেখানে প্রতি তিন মিনিটে একটি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ১০ বছর পার হতেই মেয়েরা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ধর্ষণের শিকার হয়। সকল ছেলে-মেয়েদের অবাধ যৌন আচরণের ফলে অনেক স্কুল শিক্ষক অভিভাবকদের চিঠি দিয়ে তাদের স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সে দেশের শতকরা ৬০টি যুবক সিফিলিস রোগে আক্রান্ত। আমেরিকার মতো সভ্য দেশে ৫ লক্ষ নারী বেশ্যাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যাভিচারের পথ সহজ হবার কারণে বিবাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। বিবাহ করে ঘর বাধার মনমানসিকতা পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষ হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে বছরে যতোগুলো বিবাহ সংগঠিত হয় প্রায় ততোগুলো তালাক সংগঠিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে বস্তুর প্রাচুর্য দেখে আমরা ভাবি, না জানি তারা কতো সুখে আছে। কিন্তু তাদের অন্তরে প্রতিনিয়ত জ্বলছে অশান্তির আগুন। স্বামী স্ত্রীকে ঘরে রেখে কতো মেয়ের সাথে রাত কাটিয়ে আসছে। স্ত্রী বেচারার বলার কিছু নেই। স্ত্রীও স্বামীর অবর্তমানে তার ছেলে বন্ধু নিয়ে Call house, Assaination house এ ঘুরে আসলে তাতেই বা দোষ কি? এ সমস্ত অপকর্মের মূল কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং সমাজ ব্যবস্থা। আমরা এখনো যতোটুকু শৃংখলাপূর্ণ জীবন-যাপন করছি, তা কিছুটা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার অবদান।

আজকে মেয়েদের বিবাহ সমস্যা, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, মেয়ে হাইজ্যাক এ সমস্তের মূলে রয়েছে ফ্রি মিক্সিং সমাজ ব্যবস্থা। নিহার বানু হত্যা, শেফালী হত্যা, রীনা হত্যা, আরও অসংখ্য নারী হত্যা, এ সমস্ত হত্যার মূলে ফ্রি মিক্সিং এর পাশাপাশি সহশিক্ষা ব্যবস্থাকেও দায়ী করা যেতে পারে। ছেলেদের বখাটেপনা, উচ্ছৃংখলতা, শিক্ষকের অবাধ্যতা, পড়ালেখায় বিমুখতা ইত্যাদি সব কিছুর মূলে রয়েছে সহশিক্ষা এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও পর্দাহীনতা।

ফ্রি মিক্সিং সমাজে মেয়েরা ছেলেদের কাছে সহজলভ্য হয়ে যায়। তখন সেখানে যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে বা পরিবারে ধর্মীয় মজবুত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ছেলেমেয়েরা বিয়ে অর্থহীন ভাবতে শুরু করে। তখন ছেলেরা দায়িত্বপূর্ণ বিয়েতে অনিহা প্রকাশ করে এবং দায়িত্বহীন ব্যভিচারের সুযোগ পায়। তখন যদি একান্ত বিয়ে করতেই হয় তাহলে মেয়ের পক্ষ কি দেবে তা নিয়ে দর

www.pathagar.com

কষাকষি শুরু হয়ে যায়। তারপর মা বাবা বহু কষ্ট করে যদিও বা কোনো রকমে যৌতুকের ব্যবস্থা করে মেয়ে বিয়ে দেন, কিন্তু তারপরও ফ্রি মিক্সিং সমাজে ছেলেরা বিভিন্ন অশালীন কর্মকান্ডের সংস্পর্শে এসে যেমন, সিনেমা, ভি.সি.আর, ব্লু ফিল্মে নায়িকাদের নিত্য নতুন ফ্যাশন, উলঙ্গ নাচ ও Sexual কীর্তি কলাপ দেখে ঘরের স্ত্রী নায়িকার মতো সুন্দরী নয় বলে তার প্রতি চালায় জুলুম নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত হত্যাও সংগঠিত হয়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

আজকের ফ্রি মিক্সিং সমাজে ছেলেমেয়েদের প্রেম করে বিয়ে করার রেওয়াজ বেড়েছে। বিয়ের আগেই তারা মেলামেশা শুরু করে। এ মেলামেশার পর কোনো কোনো সময় ছেলেরা মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়, আবার কখনো কখনো বিয়ে করতে রাজি হয় না। ফলে মেয়েটার জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ বোঝাস্বরূপ, বিকারগ্রস্থ অথবা দুঃখময়। এভাবে আমার জানামতে এ সমস্ত কারণে বহু ছেলে মেয়েকে বর্তমান সমাজে অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে দেখা যায়। অনেক ছেলেও কোনো কোনো মেয়ের জন্য আত্মাহুতি দিচ্ছে। সব কিছুর ক্ষেত্রে একটিই কারণ বর্তমান, আর তা হচ্ছে স্রষ্টার বিধানের অবাধ্যতা। স্রষ্টার দেয়া নারী পুরুষের কর্মবন্টন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও শরিয়ত সম্মত পর্দার প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা।

বর্তমানে নারীর উপর নির্যাতন, হত্যা, অত্যাচারের মূল কারণ হচ্ছে- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল সিনেমা, টিভি, অশালীন সাহিত্য ও পত্রিকা, বিজ্ঞাপনে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা। এসব কিছু পুরুষের চরিত্রকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান নারী-পুরুষকে আত্মসুখ সর্বস্ব স্বার্থপর করে তুলছে। তদুপরি ফ্রি মিক্সিং সমাজে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। আজকাল প্রায় পরিবারেই অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাক, নির্যাতন, হত্যা সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত নির্যাতন ও হত্যার কারণে নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল নয় বলে যে ধারণা করা হচ্ছে তা সঠিক নয় এবং এ ধারণা করাটা মারাত্মক ভুল। আমাদের দাদী, নানী, মা, চাচীরা কোনোদিন বাইরে কাজ করতেন না। তারা সাজসজ্জা করে মেকী প্রসাধনী করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও বেড়াতেন না। তাই বলে কি তারা পরিবারে অবহেলিত হয়েছেন? বরং তাদের কোনো বিয়ে সমস্যাও হয়নি। শ্বশুর পরিবার তাদেরকে সম্মান করেই নিয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নির্ভয়, পরকালের প্রতি অবিশ্বাস, ধর্মীয় ও নৈতিক

www.pathagar.com

শিক্ষার অভাব, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা চরিত্রহীনতা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক প্রচার প্রসারই আজকের সমাজে নারী নির্যাতন, অত্যাচার ও হত্যার জন্য দায়ী।

আমরা নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য নারীকে স্বাবলম্বী করতে এমন পথ বেছে নেবো না যা দ্বারা সমস্যার নিরসন না হয়ে সমস্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

আল্লাহর কুরআনে কারীমে, রসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শে পুরুষের সাথে মেয়েদের মিলেমিশে কাজ করার কোনো নজির নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন- জীবন রক্ষার প্রশ্নে পুরুষ ডাক্তারের কাছে মহিলা রোগি যেতে পারে চিকিৎসার জন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ও Emergency-র সময় যেসব মহিলা সাহাবীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার উদারহরণ আমরা দেখতে পাই, তাদের দায়িত্ব ছিল Camp রক্ষণাবেক্ষণ, রান্না করা, আহতদের সেবাযত্ন করা, তাদের পানি পান করানো। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের মেয়ে সাহাবীরা কাঁধে করে মদিনায় নিয়েছেন। এরাই আবার সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসব সৈনিকদের সাথে পর্দা করেছেন। এখন কেউ যদি ভাবেন মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছে, তাহলে আমরা কেন সমাজে অবাধে পুরুষের সাথে মিশতে পারব না? এখানেই আল্লাহর বিধানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের বুঝতে হবে। তা না হলে এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসা স্বাভাবিক।

ইসলামী পর্দা নারীর হেফাজতের গ্যারান্টি

ইসলামী পর্দা গোড়ামী নয়। ইসলামী পর্দা নারীর জন্য অবরোধও নয়। ইসলামী পর্দা প্রগতির প্রতিবন্ধকও নয়। ইসলামী পর্দা নারীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি। সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতীক। পর্দা রক্ষা করে নারী যতো উচ্চ শিক্ষা নিতে চায় বা যে কোনো বৈধ কাজই করতে চায় ইসলাম তার প্রতিবন্ধক হবে না।

আমরা বারবার বলেছি, মেয়েদের উপযোগী কাজ মেয়েদের দেয়া হোক, মেয়েদের কর্মক্ষেত্র পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়া হোক। প্রাইমারি স্কুল, গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজ সম্পূর্ণ মেয়েদের জন্য রিজার্ভ রাখা হোক, মেয়েদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা হোক। মহিলা মেডিকেল কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলে সেখানেও উচ্চ শিক্ষিত ও ডাক্তার মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। মহিলাদের জন্য মহিলা হাসপাতাল পৃথক করা হলে সেখানে মহিলা ডাক্তার, মহিলা নার্স, মহিলা মেট্রন, মহিলা আয়া, মহিলা

www.pathagar.com

বাবুর্চী নিয়োগ করে মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পুরুষদের হাসপাতালে পুরুষ বাবুর্চী, পুরুষ শ্রমিক, পুরুষ সৈন্য, পুরুষ নার্সদের নিয়োগ করা যেতে পারে। দেশের সমস্ত বেকার যুবকদের পুলিশ বাহিনীতে, সেনাবাহিনীতে ও কলকারখানায় নিয়োগ করা হলে দেশের বেকার সমস্যারও সমাধান হবে।

আমরা মুসলিম নারী। আমরা নাস্তিক, কমিউনিস্ট রাশিয়া, চীনের বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের অনুকরণ করতে পারি না। আমাদের নিজস্ব ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতাও সংস্কৃতি রয়েছে। সেগুলোর মূল্যায়ন করেই আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির চিন্তা করতে হবে, নারীর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে ব্যক্তি বা জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব স্বকীয়তা বলতে কিছু থাকে না, যে জাতি অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত, সে জাতি কখনো একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারে না।

সভ্য নামক আজকের এই আধুনিক অসভ্য সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী নীহারবানু হত্যা, স্কুল ছাত্রী অপহরণ, সালেহা হত্যা, শেফালী হত্যা, রীমা হত্যা, অসংখ্য তরুণী, যুবতী হত্যা, যুবতী ধর্ষণ, মায়ের রিকশা থেকে মেয়ে ছিনতাই, চরিত্রহীন স্বামীকর্তৃক স্ত্রী খুন, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী খুন, শহরে বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে পতিতাদের অবাধ বিচরণ, ক্লাবে, বারে, হোটেলে কল গার্লদের সস্তা পণ্য হিসেবে ভীড়, এসব কিছুই সহশিক্ষা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল। এসব ভয়াবহ সমস্যা আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও আজকে সেই নারীকে তার শান্তির নীড় থেকে বাইরে টেনে এনে সমাজের সকল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানের যে শ্লোগান দেয়া হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যত পরিণতি হবে দেশের জন্য আরও মারাত্মক। বাংলাদেশের মুসলিম নারী সমাজের পরিণতি যে চরম লাঞ্ছনার প্রতিমূর্ত্তি হবে তা দিবালোকের মতোই আমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হচ্ছে।

দেশবাসীর জন্য বা নারী সমাজের জন্য যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা মুসলিম, আমাদের দেশ মুসলিম দেশ। আমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আদর্শে বিশ্বাসী। আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের আদর্শের অনুসারী। আল্লাহর কিতাব বা রসূলের সুন্নাতে কোথাও নজির নেই মেয়েদের এভাবে পুরুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করার। এমনকি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় ছাড়া এবং ফযরের ও এশার নামায ছাড়া মেয়েরা দিনের বেলায়

www.pathagar.com

কোনো নামাযের জামায়াতে সামিল হতেন না। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়েও নারী-পুরুষের পাশাপাশি কাজ করার শ্লোগান তুলেই গ্রাম রক্ষীবাহিনীতে ৩৫ লাখ নারী নেয়া হয়েছে। সেনা বাহিনীতেও মেয়েদের নেয়া হচ্ছে। এসব ঘটনাবলী সচেতন বিবেককে কতোটুকু নাড়া দিচ্ছে জানিনা। এর প্রতিকারের কতোটুকু চেষ্টা করা হয়েছে তার নজির বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। তদুপরি যদি এখন আবার মুসলিম নারীদের গ্রাম রক্ষীবাহিনীতে যোগদান করতে বলা হয় তাহলে সচেতন নারী সমাজ এর বিরুদ্ধে অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে।

৩৫ লাখ মেয়েকে গ্রাম রক্ষীবাহিনীতে নেয়া হয়েছে। আবার সেনা বাহিনীতেও নেয়া হচ্ছে। মেয়েদের সামরিক বা গ্রামরক্ষী বাহিনীতে থাকা ভালো যাতে প্রয়োজনের সময় তারা অংশ নিতে পারে। তবে তাদের ট্রেনিং হতে হবে মেয়েদের দ্বারা।

স্ত্রী স্বামীর সহযোগী শক্তি

ইসলাম চায় প্রতিটি নারী পুরুষের কল্যাণ। কোনো অবস্থাতেই নারী পুরুষ দুটি শ্রেণীর মাঝে অশান্তি বা ক্লেশ সৃষ্টি হোক, ইসলাম তা চায় না। এ জন্যেই ইসলাম নারী-পুরুষের জন্য অবাধ মেলামেশা যেমন হারাম করে দিয়েছে, তেমনি কর্মবন্টন করে দিয়েছে। বাইরে যেতে হলে নারীকে পর্দা রক্ষা করে যেতে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের এসব মূলনীতির ভিত্তিতেই মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে পরিবারে বা সমাজে যেমন অশান্তি সৃষ্টি হবে না তেমনি কর্মক্ষেত্রেও কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না এবং সুষ্ঠু উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হবে।

যে পরিবারের গৃহিনী অধিক সময় বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তার পক্ষে কর্মক্লান্ত স্বামীকে নিবিড় সঙ্গ দিয়ে, বিপদে সান্ত্বনা দিয়ে, ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে আবার বাইরের কাজে উপযোগী করে তোলা খুবই কষ্টকর। ফলে কর্মক্লান্ত পুরুষ স্ত্রী, সন্তানের ও সংসারের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং ধীরে ধীরে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদাসীন হয়ে পড়ে। অনেক নারীও বাইরে ভিন্ন পুরুষের পাশাপাশি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে স্বামীর সন্দেহের মুখোমুখি হন ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব কলহ এবং অশান্তির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও আক্রোশের শিকারে পরিণত হয়। ফলে পরিবারে অত্যাচার নির্যাতন, এমনকি হত্যাকান্ড

www.pathagar.com

পর্যন্ত ঘটে যায়। যা আজকাল অহরহ খবরের কাগজে দেখা যায়। ইসলামের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক হতে হবে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামের আলোকে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনায়েসে করা যায়। এ ব্যাপারে আমি অনেক আগেই পরামর্শ দিয়েছি আমার বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যের মাধ্যমে।

ইসলামের আলোকে মহিলাদের কর্মসংস্থান করতে হলে ঃ

১. প্রাইমারি স্কুল, কে, জি স্কুলগুলো মহিলাদের হাতে দিয়ে দেয়া যায়। যেখানে কোনো পুরুষের চাকুরী হবে না, বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া। যেমন, দাড়োয়ান, পিয়ন, প্রশাসনিক, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজের জন্য পুরুষ নিয়োগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে কয়েক হাজার প্রাইমারি স্কুল, কে.জি. স্কুল রয়েছে। যেখানে হাজার হাজার মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে অনায়াশে। এসব কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। তারা এসব কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে, নিরাপদে, নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবে। এসব কর্মক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির অবকাশ থাকবে না। ফলে পরিবারে অশান্তির কোনো কারণও ঘটবে না।

২. এরপর গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজগুলোতে শিক্ষিতা মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে ইসলাম তার প্রতিবন্ধক হবে না। এসব ক্ষেত্রেও কোনো বিশেষ অবস্থা ছাড়া কোনো পুরুষ নিয়োগ করা যাবে না। যদি একান্তই দরকার হয়, তবে বয়স্ক এবং ধার্মিক লোকের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যুবক বয়সী ছেলেদের এসব ক্ষেত্রে নিয়োগ ইসলাম অনুমোদন করবে না।

৩. দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে ছেলে-মেয়েদের জন্য এগুলো পৃথক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। ইসলাম কোনোদিন যুবক-যুবতী ছেলেমেয়েদের একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করা অনুমোদন করে না। যুবক যুবতী ছেলেমেয়েদের একত্রে কাজ ও পড়াশুনা তাদের জীবনে বিপত্তি সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং তাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মিতা হত্যা, নীহার বানু হত্যা সহশিক্ষারই পরিণতি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রগুলিতে

www.pathagar.com

যুবক-যুবতীরা যে একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করছে, এতে প্রতিমুহূর্তে গুনাহ হচ্ছে। যেটা মানুষের জন্য ক্ষতিকর, সেটাই আল্লাহপাক গুনাহের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। আজকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলেই ছেলেরা এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত হিরোইন, গাজা ইত্যাদি সেবন করে। নিজেদেরকে সংযত রাখতে অপারগ হয়েই তারা এ পথ বেছে নেয়। এ জন্যেই ইসলাম একত্রে নারী-পুরুষের কাজ ও সহশিক্ষা অনুমোদন করে না।

ইসলামের আলোকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যানুপাতে যদি মেয়েদের জন্য পৃথক করে দেয়া হয়, তাহলেও সেখানে দেশের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের কর্মসংস্থান অনায়াসে হতে পারে।

৪. এমনিভাবে মেয়েদের পৃথক হাসপাতাল হলে সেখানে মহিলা নার্স, মহিলা ডাক্তার, আয়া, প্রভৃতি অনেক শিক্ষিতা অশিক্ষিতা মহিলাদের কর্মসংস্থান হতে পারে। এছাড়া মেয়েরা যদি গার্মেন্টসে কাজ করতে চায়, যেমন এখন করছে। বর্তমানে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করে কাজ করতে গিয়ে অনেক অসহায়া মেয়ে দুষ্টলোকের প্রলোভনের শিকার হচ্ছে। মহিলাদের ইজ্জত ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ইসলামের আলোকে গার্মেন্টসে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে ছেলে-মেয়েদের কর্মক্ষেত্র অবশ্যই পৃথক করে দিতে হবে। মেয়েদের সম্মানজনক যাতায়াতের জন্য ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের যাতায়াতের জন্য পৃথক প্যাসেজ থাকতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে তদারকীর জন্য পুরুষ নিয়োগ করা যেতে পারে, বয়স্ক এবং ধার্মিক লোক দেখে নিয়োগ করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে এভাবেই সম্মানজনকভাবে মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সংসার ও সন্তানের বহুমূখী দায়িত্ব পালনের কারণে ইসলাম মেয়েদের উপর অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব চাপায়নি। কিন্তু কোনো পরিবারে যদি মেয়েদের অর্থ উপার্জন জরুরি হয়ে যায়, তবে তাদের কাজের ধরন এবং সময়ের পার্থক্য থাকা উচিৎ। মেয়েদের কাজের সময়সীমা পুরুষের চেয়ে বেশি হওয়া উচিৎ নয়। কারণ ঘরে কোনো মহিলার ছোট শিশু থাকতে পারে। সে হয়ত দুধের জন্য চিৎকার করবে। এজন্যে মহিলাদের কাজের ফাঁকে এক ঘন্টা হলেও সময় দিতে হবে যেনো মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে কোনো শিশু মায়ের

www.pathagar.com

সঙ্গ ও শিক্ষা হতে বঞ্চিত না হয়। সে দিকে সরকার এবং মালিক পক্ষের নজর দিতে হবে। পুরুষের কাজের সময়সীমা যদি ৮ ঘন্টা হয় তবে মেয়েদের ৮ ঘন্টার বেশী হতে পারবে না। অধিক মুনাফা বা পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে মহিলাদের ১০/১২ ঘন্টা পরিবার থেকে দূরে রাখা হলে, তাদের পরিবার অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্ত্রীর সঙ্গ লাভের অভাবে স্বামী পরস্ত্রীর প্রতি বা পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে। সন্তান মায়ের সংগ ও শিক্ষা লাভের অভাবে কুশিক্ষা ও কুসঙ্গ লাভে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যার ফলে পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

গার্মেন্টসে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সাথে সাথে তাদের কাজের সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। তাদের কাজের সময় হবে সকাল ৮-১টা, আবার বিকাল ৩-৬টা। এভাবে মহিলাদের কাজের সুযোগ দিলে পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, আর পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ না হলে ইসলাম তার প্রতিবন্ধক হবে না।

শ্রমজীবি মহিলাদের দিয়ে যারা ইট ভাঙ্গানোর কাজ করায় তাদেরকে একটা বাউন্ডারীর মধ্যে কাজ করাতে হবে। রাস্তার পাশে নয়। ইট, পাথর ট্রাকে করে বাউন্ডারীর মধ্যে ঢেলে দিয়ে যাবে। মহিলারা ইট পাথর ভেঙ্গে রাখবে। একজন বয়স্ক পুরুষ বা মহিলার দ্বারা শ্রমজীবী মহিলাদের পারিশ্রমিক আদায় করতে হবে। পর্দা রক্ষা করে যে কাজ মহিলারা করতে পারেন, সে কাজই মহিলাদের দিয়ে করানো উচিৎ। যে কাজে পর্দা রক্ষা হয় না এমন কোনো কাজের অনুমতি ইসলাম কখনই দেবে না। ইসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মতোই মেয়েদের জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে তাদের ইজ্জত, সম্মান ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসাবে।

ইসলামের এই মূলনীতি এবং সীমা রক্ষা করে মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে, সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তা সম্মান, ইজ্জত যেমন বিঘ্নিত হবে না তেমনি নারী নির্যাতনজনিত ঘটনা, দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে তা গ্যারান্টি দিয়েই বলা চলে।

www.pathagar.com

মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ প্রসঙ্গ

ইদানীং জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী সমাজ নিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাঁরা আজকের বাংলার নারীকে বেকার, পরাশ্রিত ও পরিবারের বোঝাস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে নারী জাতির জন্য অবমাননাকর।

আমাদের সমাজে আগের দিনে উঁচুস্তরের কিছুসংখ্যক আধুনিক শিক্ষিতা বেকার নারী ছিলেন, বর্তমানে এরা সভা, সমিতি, মিটিং, মিছিল করে সময় কাটান। কিন্তু এদের দিয়েতো দেশের শতকরা ৯০ জন নারী সমাজের বিচার করা চলে না। প্রকৃতই কি বাংলার নারী সমাজ বেকার?

না, বাংলার নারী সমাজ বেকার নয়। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করেই যাচ্ছেন এবং তাঁরা যে কঠোর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন, তাতে তাঁরা সমাজের পুরো অর্ধেক কাজেরই আঞ্জাম দিচ্ছেন। এরপরও নারীর উপর পুরুষের দায়িত্ব চাপানো হলে তা শাকের উপর বোঝার আঁটি চাপানোরই নামান্তর হবে তাতে সন্দেহ নেই। এটা নারী সমাজের প্রতি রীতিমতো জুলুম বৈ কিছুই নয়। আমাদের সমাজে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে থাকেন। আয়া, চাকর-চাকরাণীর উপর সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আরামে বেকার বসে খাওয়ার সামর্থ বাংলাদেশে শতকরা ৯০টি পরিবারের গৃহিণীদেরই নেই। তাদের সংসারের যাবতীয় কাজ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে নিজ হাতে সম্পন্ন করতে হয়। সন্তান লালন-পালন, এদের দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান, স্বামীর পরিচর্যা, রান্না-বান্না, ঘর-গোছানো, পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সন্তানের ক্লাসের পড়া ঠিক করে দেয়া, আতিথ্য বা মেহমানদারি, নিজের ব্যক্তিগত পড়াশুনা বা কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো কাজ একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে নিজ হাতে, নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করে থাকে। আর আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী ঘরের মেয়ে, বৌরা গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ যেমন , ঘরদোর ঝাড় দেয়া, লেপ দেয়া, ধান সিদ্ধ করা, ধান বানা, কাপড়-চোপড়

www.pathagar.com

ধোয়া, রান্না-বান্না করা, হাঁস-মুরগি লালন-পালন, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়া, সংসারের সমস্ত লোকের ঘরোয়া কাজ সবকিছু নিজ হাতে সম্পন্ন করে থাকে। এরপর তাদের বাইরে কাজ করার অবকাশ কোথায়? বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারীকে পরাশ্রিত বা স্বামী বা পিতার সংসারে বোঝাস্বরূপ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। এ ধারণা নিতান্তই ভুল। সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসব, সন্তানকে দায়িত্বানুভূতি সহকারে মানুষ করা, সন্তানকে সচ্চরিত্র ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য নারীকে পরিশ্রম করতে হয়। সন্তানের প্রতি মায়ের সদা সতর্ক দৃষ্টি, নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ছাড়া শিশু সন্তানের আদর্শ ও চরিত্রবান সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শিশু সন্তানকে গড়ে তোলার এ কঠিন দায়িত্বের প্রতি নারী জাতির অবহেলা এবং সরকারের উদাসীনতা জাতির জন্য এক মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর, ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলা, একমাত্র সুশিক্ষিত সন্তান, পালনে সুনিপুণা গৃহিণীদের পক্ষেই সম্ভব। বাহির্মুখী নারীদের দ্বারা (তারা মুন্সেফ হোন, আর ম্যাজিস্ট্রেট হোন) সন্তান গড়ার এ কঠিন দায়িত্ব সম্পাদন কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই নারী বেকার নয়।

নারী সর্বস্তরে সম্মানিতা

নারী পরাশ্রিত নয়। তারা স্নেহধন্য পিতা, ভ্রাতা, প্রাণপ্রিয় স্বামীর অধীনে আছে। এ অধীনতা তাদের জন্য কোনো হীনতা নয়। এ হীনমন্যতা নারীর মন থেকে মুছে দিতে হবে, মুছে দিয়েছে ইসলাম সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্যে থাকা যেমন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাতে যেমন কোনো হীনতা নেই, তেমনি পরিবার নামক রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম সংগঠনটির শান্তি, শৃংখলা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যও এ অধীনতার প্রয়োজন আছে। এতেও তাদের কোনো হীনতা নেই। বরং পরিবারে নারী-পুরুষকে আল্লাহতালাই স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের উপর যার যার দাবী ও কর্তব্য বন্টন করে তার কর্মক্ষেত্রও নির্দেশ করে দিয়েছেন। ইসলামী সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, সহযোগী। কেউ কারো অধীন নয়, কেউ কারো প্রতিযোগী নয়। স্বামীর প্রতি যেমন স্ত্রীর কর্তব্য রয়েছে, তেমনি স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কর্তব্য রয়েছে। এটাই ইসলামী বিধান।

www.pathagar.com

নারী স্বামী বা পিতার পরিবারে বোঝা স্বরূপ নয়। স্বামীর, স্বামীর সন্তানের, স্বামীর সংসারের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে না রাখলে স্বামী বেচারার একদিনও চলে না। পিতার পরিবারেও কন্যা তদ্রুপ। কাজেই নারী বেকার, নারী পরাশ্রিত বা বোঝাস্বরূপ নয়। এ হীন ধারণা তথাকথিত আধুনিকাবাদীদের এবং কতিপয় খৃষ্টান এনজিওদের বুলি। তবে আধুনিক নারী সমাজ যে ধরনের স্বাবলম্বী, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন, তাতে এ ধরনের আখ্যায়িত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের মুক্তিই তাদের কাম্য। যারা সন্তান গর্ভে ধারণ করে মা হওয়ায় গর্ববোধ করে না, গর্ববোধ করে পুরুষের বিলাস সঙ্গিনী হতে; যারা সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হতে গর্ববোধ করে না, গর্ববোধ করে পুরুষ সেজে, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের কাজ করতে, তারা নিশ্চয়ই বেকার, পরাশ্রিত ও সমাজের বোঝাস্বরূপ। হায় মুর্খ নারী সমাজ! আবার তোমরা সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে পদার্পণ করছো। তোমাদের ভাগ্যে আবার সেই লাঞ্ছনা, অপমান ছাড়া আর কিছু জুটবে না। কিন্তু যেসব মুসলিম নারী আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁরা তাঁদের মুক্তি সনদ, তাদের মুক্তিদূত পেয়ারা নবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সংগে সংগেই পেয়ে গেছেন। ইসলাম নারীকে কন্যা হিসেবে, জায়া হিসেবে, মাতা হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার যে উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করিয়ে রেখে গেছে, আজও বিশ্বাসী মুসলিম নারী বিশ্বনবী ঘোষিত সেই মুক্তি সনদ অনুযায়ী স্বামী পুত্র নিয়ে শান্তিতে নিশ্চিন্তে নিরাপদে, নৈতিকতার মান অক্ষুণ্ন রেখে পরিবারে, সমাজে বসবাস করছে। রসূলের (সা.) আদর্শে বিশ্বাসিনী মুসলিম নারীদের জন্য নূতন কোনো মুক্তি-সনদের প্রয়োজন নেই। নূতন মুক্তি সনদ তাদের জন্য প্রয়োজন, বিশ্বনারী দর্শন তাদের জন্য ঘোষিত হয়েছে, যারা বা যেসব তথাকথিত আধুনিক নারী বিশ্বনবীর (সা.) আদর্শে, বিশ্বনবীর মুক্তি সনদে বিশ্বাসী নয়। যারা স্বামীর অধীন, পিতার অধীন থাকাটাকে পরাশ্রিতা মনে করে, নিজেদেরকে বেকার মনে করে, নিজেদেরকে পরিবারের বোঝাস্বরূপ মনে করে। বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষিতা নারী সমাজের এ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো দরকার। পবিত্র কুরআনের আলোকে তাদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিতা নারী সমাজ যতোদিন সচেতন না হবেন ততদিন সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া তাদের সত্যিকার কোনো মুক্তি নেই।

www.pathagar.com

নারী কোনোদিন বেকার নয়

বাংলাদেশের নারী সমাজ বেকার নয়। বেকার পুরুষ সমাজ। বাংলাদেশে এমনিতেই বেকার সমস্যা প্রকট। তদুপরি যদি নারী সমাজ পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে, তাহলে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। সমাজে বিশৃংখলা তো দেখা দেবেই, নৈতিক পবিত্রতাও বিনষ্ট হবে। বর্তমানে বিনষ্ট হচ্ছে। নারীর জন্য যে কর্মখালি করা হচ্ছে তা বেকার পুরুষদেরই দেয়া হোক। সরকার আগে বেকার পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। পুরুষের কর্মসংস্থান হলেই নারীর অন্নসংস্থান হবে। নারী-পুরুষ থেকে আলাদা নয়। নারী-পুরুষ মিলেই পরিবার। একজন পুরুষকে এমন ভাতা দেয়া হোক যাতে স্বামী-স্ত্রী মিলে সংসার নির্বাহ করা যায়। এ ব্যাপারে বরং সরকার নারী জাতিকে মিতব্যয়ী হওয়ার উপদেশ দিতে পারেন। স্ত্রীকে অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরে থাকতে হলে সংসারে বিশৃংখলা দেখা দেবেই। যদিও বা আয়া-চাকর-চাকরানি দিয়ে সংসারকে সুশৃংখল রাখার চেষ্টা করা হয়, তবুও স্ত্রী যা আয় করেন, আয়া-চাকরের-চাকরানির পেছনে ততখানি খরচ হয়। তদুপরি সন্তান-সন্ততি তো উচ্ছৃংখল হয়ই, স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও দিন দিন প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন শিথিল হতে থাকে। স্ত্রী বাইরে থাকার কারণে একে অপরের প্রতি সন্দিহান মনোভাব পোষণ করে, একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে না। ফলে একে অপরের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। তখন প্রত্যেকে অন্যত্র শান্তির অন্বেষণ করে। এভাবেই পারিবারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়, ভাঙ্গন দেখা দেয়। নারীকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য করা হলে উপরের সমস্যাবলীর একটা না একটা সৃষ্টি হবেই। কাজেই আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং শিক্ষিত নারী সমাজের এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই সচেতন হওয়া দরকার। অসহায়, বিধবা নারীদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে তাদের ভাতা বা সাহায্য দেয়ার জন্য এমন সব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা দরকার (যেমন বালিকা স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা, হাসপাতালের মহিলা এবং শিশু ওয়ার্ডে নার্সিং বা মহিলা ক্লিনিকে নার্সিং) যাতে তারা নিশ্চিন্তে, নিরাপদে নিজেদের অন্ন সংস্থান করে যেতে পারে।

তাছাড়া সময় যতোই পাল্টিয়ে যাক বা পরিবর্তন হোক না কেনো, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির যেমন কোনো পরিবর্তন নেই, তেমনি তাঁর বিধানেরও কোনো

www.pathagar.com

পরিবর্তন নেই, আর কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হবেও না। আমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা ও শেষ বিচার দিনের একচ্ছত্র মালিক বলে বিশ্বাস করি, পবিত্র কুরআন যদি বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান হয়ে থাকে, তবে আমাদের নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী করা উচিত। পবিত্র কুরআনে বিশ্বমানবের জন্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। শুধু খুঁজে নেয়ার অভাব। অন্বেষার অভাব। আমাদের মুসলিম শাসকরাই যদি যাবতীয় সমস্যার সমাধানে কুরআনের বিধান অন্বেষণ না করেন, তাহলে বিশ্বের অন্যান্য অমুসলিম জাতি কি করে সঠিক পথের সন্ধান পাবে?

আল্লাহ তায়ালাই জানেন, নারীর উপর যে ধরনের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, নারীকে যে দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, তাকে মানসিক দিক দিয়ে যে ধরনের কোমলতা দান করা হয়েছে তার সবই স্বামী, সন্তান, সংসার পরিচালনার উপযোগী। একে যদি পুরুষের কঠিন কর্কশ পরিবেশে ছেড়ে দেয়া হয় বা তাকে কঠিন কাজে নিয়োজিত করা হয়, তাহলে তার প্রকৃতিদত্ত গুণাবলী সবই বিনষ্ট হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সে তার নিজস্ব গুণাবলী বিসর্জন দিতে বাধ্য হবে।

বিশ্বমানবতা আজ শুধু একটি মাত্র পথের জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান। এ বিধান যতদিন পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবর্তিত না হবে, ততদিন বিশ্বমানবতার কল্যাণ নেই। ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান, যা কোনো বিশেষ ধর্ম, গোত্র বা বিশেষ কোনো জাতির জন্য আসেনি। এসেছে সমগ্র মানব জাতির জন্য, যার প্রতিটি বিধান সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর।

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই রাষ্ট্রের সকল কাজের মূলনীতি বলে সংবিধানে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর মেজরিটি জনগণ মুসলিম। কাজেই এর আইন-কানুন, বিধি-বিধান ন্যায়সংগতভাবেই ইসলামী হওয়া উচিত। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও প্রতিটি লোকের ধর্মপালনের অধিকার রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সামরিক আইন প্রশাসক মুসলিম ব্যক্তি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও তাঁদের ধর্ম পালনে কেউ তাঁদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে পারে না। জনগণকে ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখা,

www.pathagar.com

জনগণের নৈতিক চরিত্র মজবুত ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য রাষ্ট্রিয় দায়িত্বে নামায প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থের সুষম বন্টনের জন্য যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা, অমুসলিমদের জান, মাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, এর সব ক'টাই ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন মুসলিম শাসকের ধর্ম। তিনি যদি তাঁর ধর্ম পুরোপুরি পালন না করতে পারেন, তবে আল্লাহর দরবারে তাঁকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালার বিধানে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক চরিত্রই একজন মুসলিম শাসক ও সৈনিকের আসল শক্তি। নৈতিক চরিত্রহীন জাতিকে আল্লাহ তায়ালা কখনো সাহায্য করেন না বরং তাদের বিপর্যয় ও ধ্বংস অনিবার্য। আমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'মুমিনের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য'। কাজেই আমাদিগকে শুধু মুমিনের চরিত্র অর্জন করতে হবে। তবেই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অবধারিত। আর আল্লাহ তায়ালার সাহায্য যে জাতি পেয়েছে তার সার্বিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। 'ওয়া আখেরু দাওয়া না আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন'।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন ঃ বুদ্ধিভিত্তিক পর্যালোচনা

প্রাচীন ইতিহাসে নারীর অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। ইতিহাসের বর্বর যুগে শুধু নয়, তথাকথিত সভ্যতাগর্বিত যুগেও এমন কোনো অসৎ আচরণ ছিলো না যা নারীর সঙ্গে করা হয়নি। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ধর্মীয় নেতা পর্যন্ত জোর দিয়ে বলেছে, নারী অত্যন্ত দুর্বল, অতি নিকৃষ্ট। নারীর আদপেই আত্মা আছে কিনা এ নিয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত হতো।

এ সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা- আগুনে পুড়ে গেলে বা সাপে দংশন করলে চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু নারীর অনিষ্টের চিকিৎসা সম্ভব নয়।

সক্রেটিস বলেন ঃ নারীর চেয়ে বেশি বিপর্যয়ের জিনিস দুনিয়ায় আর নেই।

প্লেটো বলেন ঃ যেসব পুরুষ অত্যাচারী, নীচ, তারাই পরিণামে নারী হয়ে জন্মায়। এ হচ্ছে নারী সম্পর্কে প্রাচীন বিজ্ঞ দার্শনিকদের ধারণা।

নারী সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারণা ছিলো আরও কঠিন।

কেডিম বার্ণার বলেন ঃ নারী হচ্ছে শয়তানের হাতিয়ার। ইউহেন্নো দামেসকী বলেন ঃ নারী নিরাপত্তার শত্রু। বাইবেলে হযরত ঈশা আ. তাঁর মাকে ধমক দিয়েছিলেন।

ইউরোপে রোম ছিলো খৃষ্টবাদের কেন্দ্রস্থল। সেখানে নারীর অবস্থা ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলো। জন্তু-জানোয়ারের মতো তাদের সাথে ব্যবহার করা হতো। সামান্য অপরাধে তাদের জবাই করা হতো। আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো।

বর্তমান সভ্য যুগে মানুষ আকাশ জয় করছে, সমুদ্র তলদেশে অবাধে বিচরণ করছে, চারদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। বিশেষ করে আজ পুরুষের সমকক্ষ হবার প্রতিযোগিতায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, বৈমানিক, ব্যবসায়ী, উকিল, জজ, ব্যারিস্টার, ইউএনও, চেয়ারম্যান, কমিশনার ইত্যাদি কোনো পদ মেয়েদের জন্য বাকি নেই। যেখানে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি দেশেও নারী প্রধানমন্ত্রী, নারী বিরোধী দলীয় নেত্রী, নারীরা সংসদ সদস্যের পদ অলংকৃত করছেন। পাশ্চাত্যে যেখানে নারীরা হোয়াইট হাউজের সিনেট থেকে শুরু করে,

www.pathagar.com

ডাক্তার, নার্স ইঞ্জিনিয়ার, বৈমানিক, দোকানদার, পিওন, দরজী, হকার। যেখানে সবক্ষেত্রে নারীদের অবাধ বিচরণ, স্বাধীনতার সকল দুয়ার নারীর জন্য অবাধে খুলে দেয়া হয়েছে, সেখানে আজ নারী নির্যাতনের ওপরে লিখতে হচ্ছে, ভাবতেও অবাক লাগে। নারী আজ বিশ্বজুড়ে নির্যাতনের শিকার। শুধু অনুন্নত দেশেই নয়, উন্নত সভ্য দেশের নারীরাও আজ চরমভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত নিষ্পেষিত।

নারী নির্যাতনের ধরন

১. উন্নত বিশ্বে তালাকের হার ঃ নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসীর পপুলেশন কাউন্সিল পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তালাকের হার দ্বিগুণ হয়েছে।

নারী স্বাধীনতার নামে নারীর ওপরে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব বর্তানোর ফলে পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ায় তালাকের হার পাশ্চাত্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার ৬০ ভাগ বিয়ে ভেঙ্গে গেছে তালাকের কারণে।

এ জন্যেই ইসলাম নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র বন্টন করে দিয়েছে। নারীর ওপর গৃহ পরিচর্যার, সন্তানের লালন-পালনের ও শিক্ষাদিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর পুরুষের ওপর অর্পণ করেছে সংসার, সন্তান, স্ত্রীর এবং পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ, শিক্ষাদিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব। এভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে এবং ইসলামী শিক্ষার ফলে, মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে।

তালাক সবচেয়ে ঘৃণিত জায়েজ কাজ

'তালাক' হচ্ছে ইসলামী শরিয়তে সবচেয়ে ঘৃণিত, সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি জায়েজ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন তালাক সংঘটিত হয় তখন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন ঃ

'হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারি হয়ে বসা তোমাদের জন্য মোটেই হালাল নয়। আর তাদেরকে আটকে রেখো না এ জন্যে যে, তোমরা তাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নেবে। তবে তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে (তবে সে কথা আলাদা)।

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতেই চাও এবং তাদের একজনকে যদি প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে থাক তবে তা থেকে কানাকড়িও ফেরত

www.pathagar.com

নেবে না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্যে গোণাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে? তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার? অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করেছ এবং নারীরা তোমাদের কাছে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।" (সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ২০-২২)

এখানে আল্লাহপাক তালাককে যে অপছন্দ করেছেন তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমে ঈমানদার মুসলিম স্বামী স্ত্রীকে সৎভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর সম্পদ জোরপূর্বক আত্মসাৎ করা হারাম করে দিয়েছেন। স্ত্রীর সম্পদ হচ্ছে ঃ পিতার সম্পত্তি যদি পিতা কন্যাকে দিয়ে থাকেন, স্বামীর দেয়া দেনমোহরের টাকা, যা স্ত্রী বিয়ের সময় স্বামীর নিকট থেকে পেয়ে থাকে, অর্থ সম্পদের মালিকানা হিসাবে বা স্ত্রী যদি কোনো ব্যবসায়ী হয়ে থাকে বা কোনো চাকুরি করে বেতন ভাতা পান, কোনো কিছুতেই স্বামী জোরপূর্বক অধিকার বসাতে পারেন না। আল্লাহপাক সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন স্ত্রীর সম্পদ জোরপূর্বক আত্মসাৎ করতে। তারপরও স্ত্রী সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ইসলাম স্বামীর ওপর ন্যস্ত করেছে। এ দায়িত্ব থেকে স্বামী অব্যাহতি পেতে পারেন না।

স্ত্রী যদি অপছন্দ হয়, আল্লাহ বলেছেন, অপছন্দ হলেও স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকতে পারে যা স্বামীর জন্য কল্যাণকর হতে পারে। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'লা স্বামী-স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদকে অপছন্দ করেছেন। আর যদি একান্ত স্ত্রীকে তালাক দিতেই হয়, তাহলে বলেছেন স্ত্রীকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, দেনমোহর, শাড়ী, গয়না, টাকা পয়সা, জমি বাড়িও যদি দিয়ে থাকো তার কানাকড়িও ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। এভাবে ইসলাম মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অথচ ইসলাম বিদ্বেষী অথবা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বামপন্থী এবং কতিপয় খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠী প্রচার করে বেড়ায় ইসলামই মেয়েদেরকে হেয় করেছে। ইসলামই ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। পিতামাতার সম্পত্তি ছেলেরা যা পায়, মেয়েরা পায় তার অর্ধেক। কিন্তু একথা তারা জানে যে, ইসলাম ছেলেদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তিয়েছে মেয়েদের ওপর তার কোনোটাই বর্তায়নি। এমনকি স্ত্রীর ভরণ-পোষণও ইসলাম স্বামীর ওপর বর্তিয়েছে মেয়েদের ওপর তার কোনোটাই বর্তায়নি। তারপরও মেয়ের অর্থনৈতিক অধিকার সু-সংহত করার জন্য ছেলের অর্ধেক সম্পদ মেয়েকে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মুসলমান মেয়েরা স্বামীর পক্ষ থেকে বিয়ের সময় দেনমোহর পায়, যা ছেলেরা পায় না। স্বামীর সম্পদেও স্ত্রীর

www.pathagar.com

অংশ থাকে। এভাবে ইসলামী সমাজে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক ভাল অবস্থায় থাকে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে বর্তমানে মুসলিম মেয়েরা কেনো তালাকের শিকার হচ্ছে? কেনো যৌতুকের শিকার হচ্ছে? কেনো মেয়েরা পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাচ্ছে না? কেনো মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর পাচ্ছে না?

এর জবাব যারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাদের কাছে পরিষ্কার। প্রথম জবাব হচ্ছে, ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। বর্তমান মুসলিম মেয়েরা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে পারছে না বা চলছে না। বিশেষ করে খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠী দারিদ্র্য বিমোচনের নাম করে ধোঁকা দিয়ে মুসলমান মেয়েদের পুরুষের কর্মক্ষেত্রে বাহির করে এনে মেয়েদেরকে পুরুষের কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছে। মেয়েরা প্রয়োজনে বাইরের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে হলে, ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে করা হলে এবং মেয়েদের উপযোগী কাজ মেয়েদেরকে দেয়া হলে মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হতো না।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন, "ওয়াক্বারনা ফী বুয়ুতিকুন্না, ওয়ালা তাবাররাযন; তাবারুযাল জাহেলিয়াতিল উলা" বলা হয়েছে, (মুসলিম মেয়েদেরকে) তোমরা মর্যাদা সহকারে গৃহে অবস্থান কর। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের মেয়েদের মতো সাজ সজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িয়োনা। (সূরা আহযাব-আয়াত ঃ ৩৩)

এখানে মেয়েদের স্থান গৃহে নির্ধারণ করা হয়েছে। আসলে গৃহে মেয়েদের এতো কাজ আঞ্জাম দিতে হয় যে, একটা মেয়ের পক্ষে ঘরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে বাইরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সংসারের সদস্যদের খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বান্না, সংসারের যাবতীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মেহমানদারী, সন্তানের লালন-পালন, সংগদান, শিক্ষা-দীক্ষা - এসমস্ত কাজগুলো একজন নারীকে সম্পাদন করতে হয়, যে কাজগুলো করতে পুরুষ অপারগ। সংসারের এ সমস্ত বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে পুরুষ অপরাগ বলেই পুরুষ নারীর মুখাপেক্ষী হয়। একজন সংসারের যাবতীয় দায়িত্বপালনকারী স্ত্রী সংসারে ১০ দিন না থাকলেই স্বামী চক্ষে সর্ষেফুল দেখেন। সেই স্ত্রীরা যখন সংসার, স্বামী সন্তানের দায়িত্ব অবহেলা করে বাইরে পুরুষের কাজে বা পুরুষের মতো অর্থ উপার্জনের জন্য চাকুরী করতে বা কোনো কলকারখানায় চাকুরী করতে যান তখন সে স্ত্রীর প্রয়োজন স্বামী-সন্তানের কাছে

www.pathagar.com

গৌন হয়ে পড়ে। যদি বা স্ত্রী দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করতে পুরুষের চাইতে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন, যা ইসলাম নারীর ওপর বর্তায়নি, এসব নারীরা নারীর সৌন্দর্য, কোমলতা, কমনীয়তা, স্বাস্থ্য সবকিছু হারান। এমন স্ত্রী স্বামীর কাছে আকর্ষণহীন। অথচ একজন স্বামী সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ঘরে ফেরেন স্ত্রী/সন্তানের আকর্ষণে। এটা বাস্তব সত্য। এভাবে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ দিন দিন কমে যায়। সারাদিন ঘরে-বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে স্বামী সন্তানকে একটু সংগ দেয়া অনেক স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না যা স্বামী, স্ত্রীর কাছে আশা করে। আর বাইরে স্ত্রী সারাদিন অন্য পুরুষদের সংগে কাটিয়ে যখন ঘরে ফিরেন, আর স্বামীও যখন তার কলিগ মহিলাদের সংগে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে ঘরে ফিরেন (যা বর্তমান সরকার এবং খৃস্টান এনজিওগোষ্ঠী নারী স্বাধীনতার নামে প্রচলন করছে) তখন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ থাকার কথা ছিল তা আর থাকে না। বরং তখন পরস্পরের প্রতি সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে, যা পরিণামে তালাক, বিচ্ছেদে রূপ নেয়। এমন কি নির্যাতন ও হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ হচ্ছে ইসলামের অনুশাসন অমান্য করে, নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র গৃহ থেকে তাকে বাইরে টেনে এনে নারী স্বাধীকারের নামে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের কাজ নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার এবং নারী পুরুষ পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নতি করার গালভরা বুলির ফসল।

মেয়েরা যে সমাজে পুরুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে পড়ে এবং যে সমাজে ব্যভিচার সহজ হয়, সে সমাজে বিবাহ কঠিন হবেই। আজ মেয়েদেরকে তার নিভৃত শান্তির গৃহকোণ থেকে বাইরে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে পুরুষের কাছে সহজলভ্য এবং সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে বামপন্থি, লিভ টু-গেদারে অ. স্থ কতিপয় চরিত্রহীন বুদ্ধিজীবী নামের বুদ্ধিহীনেরা। তাদের প্রচারিত টিভিতে তারা মেয়েদেরকে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে, নাটকে, গানে নৃত্যে পর-পুরুষের কণ্ঠলগ্ন করে নারীকে পুরুষের কাছে সস্তা ভোগ্য পণ্যে পরিণত করেছে। এর যোগান দিচ্ছে কতিপয় খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠী।

তাছাড়া এসব চরিত্রহীন লোকেরা যখন জাতির মাথা হয়ে বসে, তখন সেই মাথা থেকে সমাজ কোনো ভাল কিছুই আশা করতে পারে না। ইসলামে ব্যভিচার হারাম করেছে এবং এ ব্যভিচারের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে, যাতে সমাজে দায়িত্বপূর্ণ বিবাহ সহজ হয়। সেখানে এসব

www.pathagar.com

চরিত্রহীন, খোদাদ্রোহী বামপন্থীরা খোদার বিধান অমান্য করে, একদিকে নিজেদের জাহান্নামের পথ খোলাসা করছে, অপরদিকে যুব সমাজকে দায়িত্বহীন ব্যভিচার ও লিভ টু গেদারের তালিম দিচ্ছে। ফলে সমাজে দায়িত্বপূর্ণ বিবাহে ইসলামের নৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ যুবকেরা অনিহা প্রকাশ করছে। ফলে মেয়েদের বিয়ে দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বিয়ে দিতে হলে এখন মেয়ের বাবা ছেলেকে যৌতুক দিতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষের কাছে যৌতুক চাওয়া ইসলাম হারাম করেছে। এভাবে অনৈসলামিক সমাজে দিন দিন বিয়ে কঠিন হওয়ার ফলে, মেয়েরা দালালদের খপ্পড়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। আর খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠী বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদেরকে যৌনকর্মী আখ্যা দিয়ে ঘৃণ্য, যৌনব্যাধিজনিত আখড়া এবং এইড্‌স এর সূতিকাগার পতিতালয়ে মুসলমান মেয়েদের ঠেলে দিচ্ছে, পাশ্চাত্যের মতো মুসলিম দেশগুলোতেও মরণ ব্যাধি এইড্‌স্ বিস্তারের জন্য, মুসলমান যুবসমাজকে উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন এবং মুসলমানদের মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরানোর জন্য।

খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মে নারীর চরম অবমূল্যায়ন

এই হচ্ছে এদেশের কতিপয় খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠীর সুগভীর চক্রান্তের ফসল। বিশেষ করে মুসলমানদের মজবুত পারিবারিক ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরাবার জন্যই এ চক্রান্ত। পতিতা মেয়েদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তাদেরকে পুনরায় ঘৃণ্য পতিতালয়ে ঠেলে দেয়া নারী নির্যাতনের আর এক ঘৃণ্য রূপ। একজন নারীকে অবৈধভাবে তার কোনো দায়িত্ব না নিয়ে, তার সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব না নিয়ে যতো ইচ্ছা ততো পুরুষ শুধু পয়সা দিয়ে যৌনসম্ভোগ করে যাবে আর সমাজে রোগব্যাধি ছড়াবে, এ ব্যবস্থাকে যারা বৈধ করতে চায়, তাদের স্ত্রীদের মেয়েদের সবার আগে পতিতালয়ে পাঠানো উচিত যৌনকর্মী হিসাবে, তাহলেই তারা টের পাবে কতো সুখের আর সম্মানের যৌনকর্ম জীবিকা। পতিতাবৃত্তি বিশ্বের নারী সমাজের জন্য সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে লজ্জাকর অপমানজনক লাঞ্ছিত জীবনের একরূপ। একে যারা বৈধ করতে চায়, তাদের মগজে আসলেই ভালো কিছু নেই। জাতিকে দেবার মতো কোনো মূলধনই তাদের কাছে নেই। এরাই হচ্ছে সমাজের ফেৎনা। এসব ফেৎনা যতক্ষণ সমাজ থেকে দূর না হবে, ততক্ষণ সমাজে নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ, হত্যা, এসিড নিক্ষেপ চলতেই থাকবে। এসব ফেৎনাকেই আগে সমাজ থেকে

www.pathagar.com

নির্মূল করা উচিত। দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরীন এবং এদের মতো আরো যারা সমাজের ফেৎনা তারা যতোদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে ততোদিন তারা সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করতেই থাকবে। এ সমাজকে ভালো কিছু দেবার ক্ষমতাই তাদের নেই। এদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক বলেন ঃ 'আল ফিৎনাত আসাদু মিনাল কাওলী।' অর্থাৎ ফেৎনা হত্যার চেয়েও কঠিন। সমাজের এসব ফেৎনার কারণেই নারী আজ সবচেয়ে দুর্গতির সম্মুখীন। খৃষ্টীয় ইউরোপে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল, "নারী সকল পাপের উৎস", "নারী নরকের দ্বার।" "মানবের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট নারী থেকেই হয়েছে"। Tertulian নামে খৃষ্টধর্মের ধর্মগুরু নারী সম্পর্কে বলেন, "নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা।"

খৃষ্টধর্মের ধর্মগুরুদের নারী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি খৃষ্টসমাজে নারীদের চরম দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতনের শিকার বানায়। বিলেতে এক সময় কোনো মেয়েকে ডাইনী বলে সন্দেহ করা হলে তাকে পুড়িয়ে মারা হতো। খৃষ্টগুরু অষ্টম পোপ এ আইন করেন। বিলেতে ১৭১৬ সালে সর্বশেষ ডাইনী হিসাবে পুড়িয়ে মারা হয় হিক্স নামেএকজন মহিলা এবং তার নয় বছরের কন্যাকে।

ইসলামে নারীর প্রতি এ ধররের বর্বরতার কোনো স্থান নেই। যে খৃষ্টধর্ম মেয়েদেরকে এভাবে জবাই করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে (খৃষ্টজগত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপরাধে ৯০ হাজার মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে) সেই খৃষ্টান এনজিওরা আজ নারী দরদী সেজে মুসলিম দরিদ্র দেশের মেয়েদের দারিদ্র সমস্যার সমাধানের নামে পুরুষের নির্যাতনের, ধর্ষণের শিকার বানাচ্ছে। এসব কতিপয় খৃষ্টান এনজিওর খপ্পর থেকে দেশের দরিদ্র মুসলমান মেয়েদের রক্ষার জন্য আবার ইসলামের, ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমান নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে এর জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তৎসঙ্গে ইসলাম বিরোধী, ইসলামী শিক্ষা বিরোধী, মুসলমানদের সম্মানিত আলেমদের চরিত্র বিকৃতকারী, সম্মানিত আলেমদের ফতোয়াবাজ বলার ধৃষ্টতাকারী, মুলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মাদ্রাসার শিক্ষার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এবং কতিপয় খৃষ্টান বামপন্থী এনজিওদের বিরুদ্ধে এবং তাদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

যে খৃষ্টধর্ম মেয়েদেরকে সবচেয়ে হেয়, নীচ করেছে, তাদের ধর্মগুরুরাই নারীদেরকে মানুষ বলে গণ্য করেনি, যেখানে খৃষ্টগুরু অষ্টম পোপ কোনো

www.pathagar.com

মেয়েকে ডাইনি বলে সন্দেহ হলে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে বিলাতে ২০০ বছর আগেও মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলো, সেখানে ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে মেয়েদেরকে শুধু শিক্ষার সুযোগই দেয়নি বরং মুসলমান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা ফরয করে দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোয়ালাবুল ইলমে ফারিদ্বোয়াতান আলাকুল্লি মুসলিমিউ ওয়া মুসলিমাতুন অর্থাৎ- জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরয।" (আল হাদীস)

খৃষ্টধর্মেই শুধু নারীদের প্রতি চরম অবিচার ও নির্যাতন করা হয়নি বরং বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় ধর্মেও নারীর প্রতি, মেয়ে সন্তানের প্রতি চরম অবিচার, অবহেলা, নির্যাতন করা হয়েছে। একমাত্র ইসলাম তার ব্যতিক্রম।

ইসলাম সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মের জাহেলী যুগে নারীর প্রতি চরম অবহেলা, অবমাননা, নির্যাতন, দুঃখ দুর্দশা, হত্যার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা দেয়, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" এভাবে নারীজাতিকে সমগ্র মানব জাতির উর্ধে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে ইসলাম।

যখন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মে এবং আরবের জাহেলী সমাজে নারী ছিলো পুরুষের সেবাদাসী, পুরুষের ভোগের সামগ্রী, নারীর সঙ্গে পুরুষ যথেচ্ছাচার করতো, নারীকে হাটে বাজারে স্বামী ইচ্ছামতো বিক্রি করে দিতো তখন ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে "হে পুরুষ সমাজ তোমরা যেমন মানুষ নারীও তেমনি মানুষ। তোমরা যা খাবে পরবে, নারীকেও তা খাওয়াবে পরাবে। তোমাদের ভালোমন্দের গ্যারান্টি দেবে তোমাদের স্ত্রীগণ। যে স্ত্রী তাঁর স্বামীকে উত্তম বলে ঘোষণা দিবে, সেই স্বামীই আল্লাহ এবং তার রাসূলের কাছ উত্তম বলে বিবেচিত হবে (আল হাদীস)। এভাবে ইসলামই স্বামীর ভালো-মন্দের গ্যারান্টি বানিয়েছে স্ত্রীকে। এভাবে স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে সর্বপ্রথম ইসলাম। যে কন্যাসন্তানকে জাহেলী যুগে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, কন্যা সম্পর্কে নারী দরদী মহানবী (সা.) বলেন, "যে পিতা তার একটি, দুটি, তিনটি কন্যাসন্তান সন্তুষ্টচিত্তে লালন পালন করে, সুশিক্ষা দিয়ে, বিয়ে শাদী দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে সে পিতা এবং আমি জান্নাতে একভাবে পাশাপাশি গমন করব" বলে তিনি তার দুটি আঙ্গুল পাশাপাশি একত্র করে দেখালেন। এভাবে চিরকালের লাঞ্ছনা, অপমান থেকে এবং কন্যা সন্তানের হত্যার বর্বর অভিশাপ থেকে মেয়েদের

www.pathagar.com

জীবন রক্ষা করেন, মানবতার নবী, নারী দরদী, নারী মুক্তির দিশারী মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)।

ইসলাম শুধু নারীদের মা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং কন্যা হিসাবে, পরিবারে, সমাজে তার সম্মান মর্যাদাই প্রতিষ্ঠিত করেনি, তার অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই নারীকে দিয়েছে শিক্ষার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক সমমর্যাদা ও ধর্মীয় অধিকার। শিক্ষা, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই এসব অধিকার ইসলামী যুগে নারীরা পূর্ণভাবে ভোগ করেছে।

আজ সেই ইসলামের অনুসারী মুসলিম নারীরাও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারীদের মতো বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কারণ আজকের মুসলিম ঘরের নারীরা ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। খৃষ্টধর্মের মতো হিন্দুধর্মেও নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অপমান ও হত্যার শিকার হয়েছে, আজ এই যুগেও হচ্ছে। এই উপমহাদেশে হিন্দু সমাজে বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হতো।

১৮১৮ সাল থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে প্রতি বছর ছয়শতের বেশি বিধবাকে সহমরণে যেতে হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রকার মনু বিধান দিয়েছে, "মেয়েরা বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে ছেলের অধিনে থাকবে। মেয়েরা কখনো স্বাধীনতার যোগ্য নয়।"

নারী সম্পর্কে বেদের ভাষ্য

বেদের ভাষ্যকার সংকরাচার্য্য মেয়েদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ নারী নরকের দ্বার। প্রাচীন ব্যবিলনে আসতারের মন্দিরে মেয়েদের হতে হয়েছে দেবদাসী। হিন্দু ভারতেও দেবদাসী (মন্দিরের পুরোহিতদের বেশ্যা) প্রথা আজও চালু রয়েছে। ভারতের একজন মহিলা মন্ত্রী (কয়েক বছর আগের ঘটনা) বলেন, এ বছর ভারতে ৬০০০ দেবদাসীকে বলি দেয়া হয়েছে। এখনো প্রতি বছর ভারতে ১ হাজার থেকে দেড় হাজার দেবদাসী ধর্মের নামে বলি দেয়া হয়। এ খবর ভারতের সেবাদাস বামপন্থিরা এবং ইসলামের দুশমন নারীবাদী এনজিওগোষ্ঠি কোনোদিন প্রচার করে না। এসব নির্যাতিত মেয়েরা যতোদিন ইসলামের ছায়াতলে না আসবে ততোদিন তাদের জীবন এভাবেই মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত ধর্মের নিষ্পেষণে বলি হতে থাকবে।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে সারা বিশ্ব আজ সোচ্চার। নারী নির্যাতনের অবসানে এবং নারীর সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতিসংঘ ঘোষিত নারী দশক পালিত হয়ে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশেও নারীর সমতা ও উন্নয়নের জন্য, নারীর জন্য চাকুরির কোটা, শিক্ষার কোটা বাড়ানো হয়েছে।

বিদেশী খৃষ্টান এনজিও নারীবাদী সংগঠনগুলো যখন নারীদের নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে "কিসের ঘর, কিসের বর, ঘরে শুধু মারধর।" আর নারীদের নিয়ে বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল র‍্যালী করে রাজধানীর শহর প্রদক্ষিণ করছে, রাত বারটার পর পতিতা মেয়েদের নিয়ে বিজয় মিছিল করছে, রাতের বেলায়ও মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দিতে হবে মর্মে শ্লোগান দিচ্ছে, মেয়েদের নিয়ে মিনা বাজার করছে, মেলা বসাচ্ছে, ৭ দিন ব্যাপী সরকারি উদ্যোগে যুবক-যুবতীদের একত্রে যুব উৎসব করছে, নৃত্য দিবস পালন করছে, মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় হিন্দুদের রাধাকৃষ্ণের মিছিল করে, নববর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবক-যুবতীরা স্বাধীনভাবে লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে, পরস্পর পরস্পরের মাথায়, কপালে, বুকে ফুল-চন্দন, তিলক এঁকে দিচ্ছে। প্রকাশ্যে রাস্তায় রাস্তায় মদ খেয়ে যুবক-যুবতীরা থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যালেন্টাইনস্ ডে পালন করে নারী স্বাধীনতার, চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে, নারীর সম্মান, মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গলদঘর্ম হচ্ছে, প্রাণপণ কোশেশ চালাচ্ছে, সেই মুহূর্তে দেশ বিদেশে প্রতিদিন নারী দৈহিক নির্যাতন থেকে শুরু করে যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হচ্ছে। নারী নির্যাতনের মাত্রা এত কিছুর পরেও বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং দিন দিন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য এবং নারীর অধিকার আদায়ের জন্য এসব খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠি ছাড়াও দেশে ডজনে ডজনে নারীবাদী সংগঠন রয়েছে। সরকারী আইন রয়েছে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি রয়েছে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, যৌতুকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে মানবাধিকার সংস্থা রয়েছে। তারপরও নারী প্রতিদিন হত্যা, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এর প্রতিকার, প্রতিবিধানের কোনো ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয়নি অর্থাৎ নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা সরকার, এনজিও নারীবাদী সংগঠন, বামপন্থি নারী সংগঠন, সরকারী

www.pathagar.com

দলের নারী সংগঠনসহ ডজনে ডজনে নারী সংগঠন, দারিদ্র বিমোচনের নামে দেশে গজিয়ে উঠা শত শত এনজিও সংগঠন কেউ করতে পারেনি, পারছে না, কোনোকালে পারবেও না। কারণ এদের কাছে প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই নেই। সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে নারীকে যদি চিরকালের লাঞ্ছনা অপমান থেকে মুক্তি দিয়ে তার সম্মান মর্যাদা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে থাকে ইসলাম, আজও নারীর মর্যাদা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এসব নারীবাদী সংগঠনগুলোকে ইসলামের বিধিবিধানের দিকেই ফিরে আসতে হবে। এছাড়া বিকল্প আর কোনো পথ নেই।

ইসলাম আইয়ামে জাহেলিয়াতের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য নারীর প্রতি যেসব অনুশাসন জারি করেছে, সেগুলো নারীকে মেনে চলতে হবে এবং ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার দিয়েছে সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীবাদী সংগঠনগুলোকে আন্দোলন করতে হবে। তবেই একদিকে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে অপরদিকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু ইসলামকে অবজ্ঞা করে, ইসলাম প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে তারা যতো সভা সম্মেলন করুক সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ ইসলাম মানুষের স্রষ্টার দেয়া জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোন ভুল নেই।

বেইজিংয়ে তথাকথিত নারী সম্মেলন

নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য এবং নারী উন্নয়ন ও সমতা বিধানের জন্য সর্বশেষ যে সম্মেলন হয়ে গেল তা হচ্ছে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে ১৯৯৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বনারী সম্মেলন। ১৮৫টি দেশে ৩০ হাজার মহিলা প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করে। এই সম্মেলনে চীন ৭০ কোটি উয়াম অর্থাৎ ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয় করে।

এ সম্মেলনে, প্রস্তাবিত খসড়া দলিল, যা 'দ্যা প্লাটফরম ফর একশন' নামে পরিচিত। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন নারী শারীরিকভাবে নির্যাতিত এবং প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। এতে আরও উল্লেখ আছে যে, ভারতে প্রতিদিন যৌতুক সংক্রান্ত বিবাদে ৫ জন মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাপুয়া নিউগিনিতে ৭৬% মহিলা দাম্পত্য কলহের শিকার হচ্ছে।

চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ চীনের নারীর অবস্থা আরো করুণ। চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ বহু পুরাতন। চীনে কন্যাসন্তানসহ নারী

www.pathagar.com

বেচাকেনার অনেক কথাই আজ বিশ্ববাসীর জানা আছে। চীনে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা হয়, যাতে সে মারা যায়। এ যেনো ইসলামপূর্ব সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের আরবে আইয়ামে জাহেলিয়াতের কন্যাসন্তান হত্যার জীবন্ত নব্যসংস্করণ। অথচ সেই সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে কন্যাসন্তান সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "কন্যাসন্তান হবে পিতামাতার জন্য জান্নাতের উসিলা, জাহান্নামের প্রতিবন্ধক।" এ সুসংবাদে মুসলমান পিতা ও ভাই এত খুশি হয় যে, কন্যাসন্তান লালন পালনে পিতা, ভাইয়েরা অত্যন্ত যত্নশীল হয়। একজন যুবক মোহাজের সাহাবী মদিনায় একজন বিবাহিত আনসার মহিলাকে বিবাহ করেন। আল্লাহর রাসূল জানতে চাইলেন, তুমি বিবাহিত মেয়ে বিয়ে করলে কেন? তুমিতো অবিবাহিত মেয়ে বিয়ে করতে পারতে। তখন সাহাবী বললেন, আমার মাতা আমার ৬টি বোন রেখে মারা যান তাদের দেখাশোনার জন্য আমি বিবাহিত বয়স্ক মহিলা বিবাহ করেছি সে যেনো আমার বোনদের আদরযত্ন এবং স্নেহ করে। ইসলামপূর্ব যুগে যে কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হতো, ইসলাম পরবর্তী যুগে এভাবে কন্যাসন্তানের জীবন রক্ষা পায় এবং কন্যাসন্তান অত্যন্ত স্নেহযত্নে লালিত হতে থাকে ইসলামের মহান নৈতিক শিক্ষার ফলে।

যে চীন বিশ্বনারী সম্মেলনের জন্য ৭০ কোটি উয়ান অর্থাৎ ৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয় করল, সেই চীনের কন্যাসন্তান এবং মহিলাদের এ দুর্গতি।

নারীপুরুষ উভয়ই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াতে বেঁচে থাকার অধিকার সকলের সমান। আল্লাহ উভয়ের মর্যাদাও সমান দিয়েছেন। নারীপুরুষ বৈষম্য সৃষ্টি করা, নারীকে অধিকার বঞ্চিত করা হলে আল্লাহর কাছে একদিন তার জবাবদিহি করতে হবে। এ শিক্ষা যতোদিন চীনের সরকার এবং জনগণ না বুঝবে ততোদিন কোনোভাবেই নারী নির্যাতন বন্ধ হবে না।

আল্লাহ বলেন ঃ "যে খারাপ কাজ করবে, তার শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে সৎকর্মশীল হবে, নেক আমল করবে, সে নারী হোক আর পুরুষ হোক, এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং তথায় তাদের বেহিসাবে রিযিক দেয়া হবে"(সূরা - আয়াত ঃ ৪০)। ইসলাম ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করেনি।

শুধু চীনে নয়, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেও নারী এবং কন্যাসন্তানের একই দুর্গতি। পত্রিকান্তরে প্রকাশ ভারতের বিহার রাজ্যে কোনো কৃষকের ঘরে কোনো শিশু

www.pathagar.com

জন্ম নিলে ধাত্রী লিঙ্গ পরীক্ষা করে দেখে। নবজাতক যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে ধাত্রী সাথে সাথেই কৌশলের সঙ্গে শিশুর কোমরে এমনভাবে চাপ দেয় যে, সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। ভারতের কন্যাসন্তান হত্যার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ যৌতুক প্রথা।

ভারতের বিহারে মেরুদন্ড ভেঙ্গে, মধ্য প্রদেশে তামাক পাতার রস খাইয়ে এবং রাজস্থানে জীবন্ত পুঁতে কন্যাসন্তান মেরে ফেলা হয়।

১৯৭৩ সালে চীনে আইন করা হয়, শহরে ১টি সন্তান এবং গ্রামে ২টি সন্তান জন্ম দেয়া যাবে। এর কারণে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে এমনভাবে ফেলে রাখা হয়, যাতে সে মারা যায়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিঃসন্তান দম্পতিরা দলে দলে চীনে আসছে কন্যা সন্তান দত্তক নিতে। চীন সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিলে কন্যাসন্তান দত্তক নেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কন্যাসন্তান রপ্তানী করে চীন প্রতিবছর ১৫০ কোটি ডলার আয় করে থাকে। এছাড়া নারী নির্যাতনতো আছেই। এ ব্যাপারে জাতিসংঘসহ কোনো মানবাধিকার সংস্থাই তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে নিশ্চুপ। আসলে জাতিসংঘই হোক আর মানবাধিকার সংস্থাই হোক, সরকার এবং জনগণের মধ্যে যতোদিন আল্লাহ ও আখিরাতের বিশ্বাস এবং আল্লাহর দুনিয়ায় ভালো-মন্দ কাজের প্রতিফল প্রতিটি নারী-পুরুষকে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে পেতে হবে, এ বিশ্বাস যতোদিন মানুষের মনে বদ্ধমূল করা না যাবে ততোদিন কোনো সংস্থা বা কোনো সরকার নারীর মর্যাদা ও অধিকার দিতে পারে না, দেবেনা। আল্লাহর ভয় এবং আখিরাতের বিশ্বাসই সমাজে ন্যায় , ইনসাফ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং তখন নারী পাবে তার অধিকার, মর্যাদা।

১৯৯৫ সালে কোটি কোটি টাকা খরচ করে চীনের বেইজিং-এ বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। কতোকিছু প্রস্তাব পাশ করা হলো। বিশ্ব এনজিওরাই ছিল এ সম্মেলনের হোতা। কিন্তু প্রস্তাব পাশ করে কি হলো? সারা দুনিয়া জুড়ে নারী বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছেই।

১৯৯৫ সালের পর এখন ২০০০ সাল। এ সময়ের মধ্যে নারীর ভাগ্যের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে কি? হয়নি।

২০০০ সালে বাংলাদেশের ১ দিনের দৈনিকের খবর ঃ

৪ মাসে খুন হয়েছে ৫২৪ জন। ধর্ষণ ১৯৮ জন, অপহরণ ১২৪, নারী-শিশু

www.pathagar.com

পাচার হয়েছে ২৪৫ জন। খবর ঃ দৈনিক ইনকিলাব ১০ মে, বুধবার, ২০০০ সাল।

সারা দেশে এপ্রিল মাসে খুন হয়েছে ২৬৫ জন। ধর্ষিতা হয়েছে ৭০ জন, আত্মহত্যা করেছে ২৫৭ জন। পরিসংখ্যান থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নারীদের সভাসমিতি, সম্মেলন, বাইসাইকেল করে র‍্যালী, মোটর সাইকেল র‍্যালী, শহর প্রদক্ষিণ, দেশে বিদেশে ভ্রমণ, চাকুরির কোটা বাড়ানো, শিক্ষার কোটা বাড়ানো, নারী নির্যাতন বিরোধী, যৌতুক বিরোধি আইন প্রণয়ন করেও যখন নারীর দুর্গতি দূর করা সম্ভব হয়নি, তাহলে বুঝতে হবে এসবই হচ্ছে নিরেট ভ্রান্ত পদক্ষেপ। হবু চন্দ্র রাজার গবু চন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্যের ধুলা দূর করার ব্যবস্থা।

নারী নির্যাতন নির্মূল করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী জাতিকে তথা মানবজাতিকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। ইসলামিক ল, ইসলামিক বিধিবিধানের দিকে মানবজাতিকে ফিরে আসতে হবে। নারী নির্যাতন দূর করতে হলে, আগে নির্যাতনের কারণ নির্ণয় করতে হবে। কারণগুলো দূর করতে যখন নারীরা এবং সমাজপতিরা এগিয়ে আসবেন, সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবেন তখন নারী নির্যাতন ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে আসবে ইনশাল্লাহ।

নারী নির্যাতনের কারণ

১. কুরআন সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানের অভাব।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

৩. মেয়েদের ইসলামী ফরয পর্দার বিধান মেনে না চলা।

৪. সিনেমা টিভিতে অশ্লীল ছায়াছবি, অশ্লীল গান, অশ্লীল নৃত্য, অশ্লীল এডভারটাইজমেন্টের ছড়াছড়ি, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, নভেল-নাটক, যুবসমাজকে সর্বক্ষণ যৌন উসকানি দিচ্ছে। ফলে সমাজে তালাক বিচ্ছেদ হত্যা ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে।

৫. নারী-পুরুষেরা পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে, জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো বাইরে সাজসজ্জা করে পুরুষ সমাবেশে ঘুরে বেড়ানো, একই কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা এবং একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবক-যুবতী মেয়েদের সহশিক্ষার প্রচলন।

সমাধান

১. সহশিক্ষা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম করেছে।

www.pathagar.com

২. যে কোনো অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

৩. নারী-পুরুষের একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে হলে ইসলামী পর্দা রক্ষা করে তার কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ইরানে মেয়েরা পর্দা করে সব কাজ করছে।

৪. সিনেমা টিভিতে অশ্লীল ছায়াছবি, নাটক, অশ্লীল গান, নারী-পুরুষের একত্রে নৃত্যের ঢলাঢলি, এডভারটাইজমেন্টে ছেলেমেয়েদের বিদেশী কায়দায় অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি বন্ধ করে রুচিশীল, জাতিগঠনমূলক, শিক্ষামূলক, নির্মল আনন্দদায়ক নাটক, গান, ছায়াছবি প্রদর্শন করতে হবে।

৫. কুরআন সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার করতে হবে। স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, জেলখানায়, হাসপাতালে মসজিদে, মহল্লায়, সমস্ত সংগঠন, সংস্থায়, সপ্তাহে অন্ততঃ ১ দিন কুরআন সুন্নাহর নৈতিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

বর্তমান সরকার আমার তথা জনগণের প্রস্তাবগুলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় যদি চালু করতে পারেন তবেই শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে, নারী তার সম্মান মর্যাদা পুনরায় ফিরে পাবে।

একটি ইসলামী সরকার অবশ্যই এ ব্যবস্থাগুলো সমাজে, রাষ্ট্রে কার্যকর করেই নারী নির্যাতনসহ সমাজের যাবতীয় অন্যায় অনাচার দূর করতে সচেষ্ট হবে।

কাজেই মুসলিম দেশের জনগণের উচিৎ ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন এবং কুরআন সুন্নাহর শিক্ষার প্রতিফলন জীবনে আছে এবং তাদের পরিবারেও কুরআন সুন্নাহর শিক্ষার বাস্তব নমুনা আছে, এমন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনে বিজয়ী করে পার্লামেন্টে পাঠানো।

ইসলামী সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রতিষ্ঠা করে একদিকে জনগণের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করবে, অপরদিকে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবদের মাঝে বিলি বন্টন করে দেশের দারিদ্র বেকারত্ব দূরীকরণে সচেষ্ট হবে। তাহলেই যাবতীয় অন্যায় অনাচার, অবিচার নির্যাতন সমাজ থেকে দূরীভূত হবে, নারী নির্যাতন বন্ধ হবে, নারী তার সম্মান মর্যাদা ফিরে পাবে ইনশাল্লাহ।

www.pathagar.com

তানিয়া ধর্ষণ বনাম আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগান

বিগত ৮ মার্চ, ১৯৯৮ সাল ছিলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯৮৪ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘ দিবসটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃত দান করে। আমরা জানি, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আর তা হচ্ছে ১৯৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের এক সেলাই কারখানায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় নারী শ্রমিকরা। এর তিন বছর পর ১৯৬০ সালে ৮ মার্চ নারী শ্রমিকদের এক মিছিলে গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে যে ইউনিয়ন গঠিত হয়, তা নারী শ্রমিকদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দেয়। এর পূর্বে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মান নারী নেত্রী ক্লারাজেটকিন প্রস্তাব করেন, ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণার। এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শুরুতে এ আন্দোলন ছিলো মূলত নারী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলন। তাছাড়া শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ-আমেরিকার কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষ শ্রমিকদের সাথে নারী শ্রমিকদের বেতন–ভাতার বৈষম্যই সেদিন এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নারী শ্রমিকদের প্রতি শোষণ পাশ্চাত্যে নারী ভোগের পণ্য বৈ আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য সমাজে এবং তাদের খৃষ্টধর্মে নারীকে যে কতোটা হেয়, কতোটা নীচ প্রতিপন্ন করেছে, তার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমি নারী সমাজকে বিশেষ করে নারীপক্ষ মহিলা পরিষদ - এ ধরনের নারী সংগঠনের নেতৃত্বের অনুরোধ করবো - বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা শরৎ রচনাবলীর একটি প্রবন্ধ 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি পড়ার জন্য।

যাহোক, ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ যখন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, তখন থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নারী

www.pathagar.com

সংগঠনগুলোর সভা, সেমিনার এবং সম্মেলনের মাধ্যমে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো 'বিবাহ রেজিস্ট্রেশন'। তবে বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলোর এই দিবসটির শ্লোগান নির্ধারণ করেছিল, 'নারীর স্বাধীন চলাফেরার অধিকার চাই'। বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো এ দিবসটি যথাযোগ্য আড়ম্বরের সংগে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে এবং নতুন নতুন শ্লোগান নিয়ে দিবসটি উদযাপন করে থাকে। গতবারে তাদের এ দিবসের শ্লোগান ছিলো, 'কিসের বর, কিসের ঘর, ঘরে শুধু মারধর'। এসব শ্লোগান যে এদেশের ৯০% মুসলমান নারীদের জীবন, আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয় এবং এসব শ্লোগানের পেছনে কোনো একটি শ্রেণীর যে গভীর চক্রান্ত এবং দুরভিসন্ধি রয়েছে তা এদেশের সচেতন নারী সমাজ মাত্রেরই বুঝতে এতটুকু বাকি নেই। যার জন্য এসব নারী সংগঠনগুলো যাদেরকে খুশী করার জন্য, যাদের পয়সায়, যাদের সহযোগিতায় এসব মুখরোচক শ্লোগান দেয়, মিছিল করে, মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল র‍্যালি করে - এদের পেছনে দেশের বৃহত্তর নারী সমাজের মোটেও সমর্থন নেই। কারণ এসব নারীদের মিথ্যা শ্লোগান, বাগাড়ম্বর করে মোটর সাইকেল র‍্যালি করে শহর প্রদক্ষিণ করে এদেশের নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশার এতোটুকু লাঘব করতে পারেনি। বরং সেই ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণার পর থেকে আজ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত নারীর ভাগ্যের যে খতিয়ান নেয়া হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ২ জন মহিলা ক্ষমতায় থাকাকালীন ৫ বছরের খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশে শুধু নারী ধর্ষণের ঘটনাই ঘটেছে ৩৪০৯টি। আর বর্তমান সরকারের আমলে যার প্রধানমন্ত্রীও একজন মহিলা। তার দেড় বছরের আমলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৭৪৩টি। তাহলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শুধু নারীর ক্ষমতায়নে নারীর দুর্গতি দূর হবে না। বর্তমান সংসদে নারী নির্যাতন নিয়ে তুমুল বাক-বিতন্ডা চলছে। এ বাক-বিতন্ডাকালে বিএনপি'র এমপি জনাব মশিউর রহমান বলেন, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ছাত্রলীগের নেতা একজন ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে।

এর জবাবে জনাব সেলিম বলেন, বিএনপি'র এক এমপি সংসদে পতিতা নিয়ে এসে ধর্ষণ করেছিলেন। পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমীন ধর্ষণের পর হত্যার কাহিনী দেশবাসীর চোখের সামনেই ঘটেছে। বিএনপির এমপি জয়নাল আবেদীন ফারুক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চান মিরপুরে আওয়ামী লীগের এমপি একজন

www.pathagar.com

মহিলাকে বিয়ে না করেই দীর্ঘদিন যাবত অবৈধভাবে ঘর-সংসার করছেন। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের প্রশাসনসহ আমাদের ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতা, এমপি এবং ছাত্র নেতাদের কাহিনী। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আজ নারীর ইজ্জত, সম্মান, মূল্যবোধ চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কি হবে এরপর আমাদের নারী সংগঠনগুলোর মুখরোচক শ্লোগানে, মোটর সাইকেল র‍্যালি করে? এই যদি হয় দেশের নেতাদের চরিত্র, তাহলে সারাদেশের সাধারণ মানুষের চরিত্র কতো ভয়াবহ হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্প্রতিককালের নারী নির্যাতনের কয়েকটি খবর

প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা খুললেই ২/৪টি শিশু, কিশোরী, যুবতী, নারী ধর্ষণের ঘটনা চোখে পড়বেই। তারপর রয়েছে হত্যা-নির্যাতনের কাহিনী। কয়েকটি খবরের পাতা দেখলেই বুঝা যাবে নারী নির্যাতন কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। খবর দৈনিক ইনকিলাব ঃ ৬ মার্চ, ১৯৯৮।

১ নং খবর ঃ সিরাজগঞ্জে ২ মহিলাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা। একই দিনের ২ নং খবর ঃ স্ত্রী হত্যার অভিযোগে স্বামীর ফাঁসির আদেশ। একই দিনে ৩ নং খবর ঃ দায়ের কোপে গৃহবধু খুন। একই দিন ৪ নং খবর ঃ খুলনায় বিধবাকে উপর্যুপরি ধর্ষণের পর বেধড়ক মারপিট। ৫ নং খবর ঃ একই দিনে রোজি বেগমের উপর চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের হামলায় খুলনায় বিএনপি'র নিন্দা। দৈনিক জনকণ্ঠের খবর ঃ ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর ভারতে সতীদাহ প্রথা বেড়েছে। গত বছর ১০টি সতীদাহের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯০ সালে ৫০টিরও বেশি সতীদাহের ঘটনা রেকর্ড করা হয়।

দেবদাসীর ছদ্মাবরণে নারী হত্যা

এছাড়া ভারতে প্রতিবছর ধর্মের নামে হাজার হাজার দেবদাসী (হিন্দু পুরোহিতদের বেশ্যা) বলি দেয়া হয়। কয়েক বছর আগের খবর - কোনো একটি খবরের কাগজে আমি নিজে পড়েছি ভারতীয় একজন মহিলা মন্ত্রী (তার নামটি স্মরণ করতে পারছি না) বলেছেন, ঐ বছর ভারতে ৬ হাজার দেবদাসীকে বলি দেয়া হয়েছে এবং প্রতিবছর ভারতে এক-দেড় হাজার করে দেবদাসী বলির শিকার হচ্ছে। এসব খবর আমাদের দেশের নারীবাদী এনজিও মহিলাদের মুখে কোনোদিন শুনি না বা নারী সংগঠনগুলো এসব খবর রাখেন বলে মনেই হয় না।

www.pathagar.com

অথচ বাংলাদেশের কোথায় কোন্ অজপাড়াগায়ে একটা মেয়েকে ব্যভিচার করার অপরাধে কোন্ মুন্সি - মৌলভি তাকে বেত্রাঘাত করেছে বা পাথর মেরেছে, সে খবর যেভাবে সিনেমা-টিভিতে, দেশ-বিদেশে প্রতিদিন ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, আর মৌলভি, মৌলবাদী, ফতোয়াবাজদের ঠেকানোর জন্য যে তৎপরতা নারীবাদী এনজিওদের দেখা যায় তাতে স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়, এদের লক্ষ্য নারীর, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা নয় বরং এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলাম এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধের গোড়ায় কুঠারাঘাত করা। নইলে এসব এনজিও নারীবাদীরা হিন্দু ভারতের বলির শিকার মেয়েদের ব্যাপারে নিশ্চুপ কেন? ভারতে হিন্দু রমণীদের স্বামীর সাথে সহমরণের ব্যাপারে এরা মুখ খুলেনা কেন?

কারা এ দেবদাসী?

এ দেবদাসী কারা? ভারতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মেয়েদেরকে ১০ বছর বয়স থেকে মাথায় চিরুনী দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে এদের মাথায় জটা বাঁধে। এ জটাধারী তরুণীরা ধর্মীয় পুরোহিতদের পূজা-পার্বণের যাবতীয় কাজের যোগান দিয়ে থাকে। এদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। ধর্মীয় পুরোহিতরা এদের ভোগ করে থাকে। ভোগের বয়স শেষ হয়ে গেলেই স্বর্গে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে এদেরকে মূর্তির সামনে বলি দেয়া হয়। আজকের এ সভ্য দুনিয়ার সামনে পশুবলির মতো মেয়ে বলি কারও চোখে পড়ে না? ধর্মনিরপেক্ষ নামে ভারতে (আমাদের প্রতিবেশী দেশ) প্রতিবছর এভাবে নারী হত্যাযজ্ঞ হচ্ছে। এসব খবর নারীবাদী এনজিওরা বা নারীপক্ষ মহিলা পরিষদের কেউ রাখেন না? তারা খবর রাখেন শুধু মৌলবাদীরা অর্থাৎ মৌলভি-মৌলানারা কে কোথায় কি করেন। আর ফতোয়াবাজদের কিভাবে ঠেকানো যায় সে চিন্তায় তাদের ঘুম নেই।

খবর ঃ ভারতের বিহারে মেয়ে শিশুর জন্ম হলে তাদের কোমরের হাড় ধাত্রী এমনভাবে ভেঙ্গে দেয় যে সংগে সংগে শিশুটি মারা যায়। এই সেদিনের খবর - বিহারে ডাইনী মনে করে ১৭/১৮টি মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে। হিন্দু মেয়েরা আজ পর্যন্ত পিতা, স্বামী বা ছেলের সম্পত্তিতে কোনো অংশীদারিত্ব অর্জন করতে পারেনি। তারা সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না। পিতা যতই কোটিপতি হোক। পক্ষান্তরে ইসলামে মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে, স্বামীর সম্পত্তিতে এবং মৃত ছেলের সম্পত্তিতে বৃদ্ধ মায়ের অংশ নির্ধারণ করেছে। এছাড়া দেনমোহর তো রয়েছেই যা ছেলেদের নেই। এরপরও এসব নারীবাদীরা

www.pathagar.com

অবিরাম চেচাচ্ছে ছেলের অর্ধেক সম্পত্তি কেনো মেয়ে পাবে। ইসলামে ছেলেমেয়েকে কেনো সম্পত্তির সমান অংশ দেয়া হলো না? ইসলামই মেয়েদের হেয় করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আগেই বলেছি, এদের চক্রান্ত সুদূরপ্রসারি।

১৯৯৭ সালের জনকণ্ঠের খবর ঃ ১ ডিসেম্বর। টাঙ্গাইলে স্কুল ছাত্রীকে রাতভর ধর্ষণ করেছে ৫ জন নরপশু। এর মধ্যে সীমা ধর্ষণের ঘটনাও দেশব্যাপী কম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি।

এদিকে ইনকিলাবের খবর ঃ ২০ মার্চ যশোরে সালমার ধর্ষণকারীকে পুলিশ চিহ্নিত করতে পারেনি। ১১ মার্চ ১৯৯৮। সিএমএম কোর্টের পাশে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ৫ বছরের শিশু তানিয়া ধর্ষণের ঘটনা দেশের সচেতন মানুষকে হতবাক করেছে। কি ঘটছে দেশে? আমরা কোথায় চলেছি? কোন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছি? অপর দিকে জাতিসংঘ ১৯৮৪ সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েই বিশ্বের নারীকূলের প্রতি এত বিরাট বিশাল করুণা করেছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশসহ বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো এ দিবসটি ধুমধাম করে, ঘটা করে মহিলাদের মোটর সাইকেল র‍্যালি, বাইসাইকেল র‍্যালি করে খুব করে দেখিয়ে দেন নারীদের দাপট।

কিন্তু বাস্তবে কি ঘটছে? এনজিও নারীবাদীরা এবং আমাদের নারী সংগঠনগুলোর নেত্রীরা কি করছেন এসব অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিকারার্থে। আসলে একটা, দুটা মিটিং-মিছিলের শো ছাড়া আর কিছুই করছেন না নারী সংগঠনের নেত্রীরা। এরা মোটেই জানেন না বা জেনেও না জানার ভান করেন যে, এসব ধর্ষণ, নারী নির্যাতন কেনো ঘটছে কি এর প্রতিকার?

এই সেদিন বলতে গেলে চীনে বেইজিং সম্মেলন হয়ে গেল। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নারী সংগঠনগুলো কতো ঢাকঢোল পিটিয়ে কোটি কোটি টাকা পানিতে ভাসিয়ে কতো কি না দাবী পাস করিয়ে আনলেন বেইজিং সম্মেলন থেকে। তাদের এ দাবী-দাওয়াগুলো কার্যকর করার জন্য আদাপানি খেয়ে নেমেছিলেন এদেশের নারী সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সরকারকে বাধ্য করতে। সরকার তাদের এসব দাবী-দাওয়ার যৌক্তিকতা কতোটুকু উপলব্ধি করেছে এবং কতোখানি তাদের দাবী পূরণ করেছে আমি জানি না। কিন্তু আমি যতদূর জানি বেইজিং সম্মেলনে পাস করা মহিলাদের দাবী-দাওয়াগুলো কোনোটাই ইসলামের সংগে

www.pathagar.com

সংগতিপূর্ণ ছিলো না। ফলে বাংলাদেশ থেকে কোনো ইসলামী নারী সংগঠনের সদস্যাদের বেইজিং সম্মেলনে যোগদান না করলেও বিশ্বের বুকে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র ইরানের ইসলামী নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা বেইজিং সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তারা বেইজিং নারী সম্মেলনে নারী অধিকার সম্বলিত যা কিছু পাঠ করা হয়েছে, তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, 'বেইজিং সম্মেলনে নারীদের জন্য যা কিছু পাস করা হয়েছে, সবই ইসলাম বিরোধী বিধায় আমাদের ইরান সরকার এর কোনোটাই কার্যকর করবে না।

আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে, আল্লাহপাক বিশ্বের বুকে এমন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র দান করেছেন, যেখানে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে ইরানের নারী সমাজ তাদের প্রকৃত মর্যাদা, সম্মান এবং অধিকার ফিরে পেয়েছে। সে দেশে নারী নির্যাতন বলে কিছু নেই। সে দেশে নারীরা পুরুষের সস্তা ভোগের সামগ্রী নয়। সে দেশে পুরুষরা নারীদের সম্মান দিতে শিখেছে। সে দেশে নারীরা সম্মানের সাথে সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে, সে দেশ ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরান। সেদিন আমি এ খবর পড়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলাম এই ভেবে যে, বিশ্বের বুকে আল্লাহপাক এমন একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র দান করছেন যে, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গড়ে উঠা কিছু ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতা মহিলা বেইজিং সম্মেলনে যোগদান করে সেখানে বাস্তব সত্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে আন্তর্জাতিক একটি নারী সম্মেলন, বিশ্বের নারী সমাজের জন্য কি অবদান রেখেছে? যদি বলি বিশ্বের নারী সমাজের জন্য একটি অশ্বডিম্ব প্রসব করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি, তাহলে কি খুব একটা ভুল বা অযৌক্তিক কিছু বলা হবে? মোটেই ভুল বলা হবে না। কারণ এত বড় সম্মেলনের পরও বাস্তবে বিশ্বের নারীজাতির (বাংলাদেশসহ) ভাগ্যের একবিন্দু পরিবর্তন হয়নি। বরং তারা পূর্বের চাইতে আরও অধিক হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েই চলেছে।

তাহলে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৪ সালের ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস ঘোষণা দিয়ে কি লাভ হলো? আর প্রতিবছর ঘটা করে এদেশের এক শ্রেণীর এনজিও নারী সংগঠনসহ বিভিন্ন নারী সংগঠনের তৎপরতা, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য, সমাজের

www.pathagar.com

সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের জন্য মানবাধিকার সংস্থা গঠন, মহিলা আইনজীবী সমিতি গঠন, মিটিং-মিছিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন ইত্যাদি এতোকিছু করেও নারী সংগঠনের নেত্রীরা নারীর ভাগ্যের এতোটুকু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হননি, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা তো দূরের কথা। বরং নারী আগের চাইতে অধিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

তাহলে জাতিসংঘসহ আমাদের নারী সংগঠনের নেত্রীদের অবশ্যই উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, তারা নারীদের জন্য যা কিছু করছেন, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই ভুল কার্যক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এসব ভুল পদক্ষেপ নারীর সমস্যার কোনো সমাধান তো দিতে পারছেই না বরং তাদের এসব ভুল কার্যক্রমের ফলে নারীর জন্য পরিবারে এবং সমাজে আরও নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজে যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে, আগে সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে। সমস্যার কারণ নির্ণয় না করে বা সমস্যার কারণ অনুসন্ধান না করে শুধু সমস্যা সমাধানের জন্য চিৎকার করে মিছিল করে কোনো সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে এখন ধর্ষণের জোয়ার বইছে। খবর ইনকিলাবের উপহার। তানিয়া ধর্ষণকারীকে আজও চিহ্নিত করা সম্ভব তো হয়ইনি বরং শিশু ধর্ষণ নাকি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তানিয়া ধর্ষণকারীকে চিহ্নিত করে হয়তো শাস্তি দেয়া যাবে কিন্তু যে কারণে সমাজে ধর্ষণ সংঘটিত হচ্ছে সেকারণগুলো কারও অজানা থাকার কথা নয়। সে কারণগুলো নির্মূল করার সদিচ্ছা যদি সমাজের কর্তা-ব্যক্তিদের না থাকে, তাহলে শাস্তি দিয়ে, কতক পুলিশকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে এ অনাচার কোনোকালে বন্ধ করা যাবে না। আমি কারণগুলো নারী সংগঠনের নেত্রীদের সামনে এবং দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছি যাতে তারা সদিচ্ছা নিয়ে সমস্যা দূর করার চিন্তা-ভাবনা করেন।

নারী নির্যাতনের ১ নং কারণ হচ্ছে - আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব। আমরা লক্ষ্য করেছি, মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত পিতা, ভাই, স্বামী বা ছেলেদের হাতে নারীরা এক দশমাংশও নির্যাতিত হয় না।

কাজেই নারী নির্যাতন, হত্যা ধর্ষণ বন্ধ করতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে। ডঃ কুদরত-ই খোদা শিক্ষা কমিশনের ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের দ্বিতীয় কারণ, বলতে গেলে প্রধান কারণ টেলিভিশন, সিনেমায়, বিজ্ঞাপনে, যৌন উদ্দীপক নাচ-গান, যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচানাচি, ঢলাঢলি। এছাড়া প্রতিবেশী দেশ থেকে যেভাবে প্রতিমাসে সুন্দরী নর্তকী আমদানি করে আমাদের মুসলমান যুবকদের সংগে যেভাবে নাচের ঢলাঢলির কসরত চলছে- মমতা কুলকার্নির মতো বেশ্যা নর্তকীদের যেভাবে উলঙ্গভাবে হোটেল সোনারগাঁয়ে, উইন্টার গার্ডেনে যুবকদের সাথে নাচানো হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে এরপর কোনো তরুণ, কোনো যুবক, কোনো পুরুষের যৌন উত্তেজনা দেখা দেবে না এটা কি বাস্তবতা? প্রতিমাসে নর্তকী আমদানি করা হচ্ছে। আর কতিপয় যুবকদের সঙ্গে সুন্দরী উলঙ্গ নর্তকীদের নাচানো হচ্ছে মাথায় তুলে। দেশের বাদ বাকি যুবকদের কি অবস্থা? এসব যুবক, তরুণদের, অধিকাংশ অবিবাহিত। এসব অবিবাহিত তরুণ-যুবকদের যৌন উস্কানিমূলক নাচগান দেখানো হচ্ছে। কাজেই এসব যুবকরা পথে-ঘাটে তরুণী, কিশোরি, শিশু যাকে পায় তাকেই ধর্ষণের শিকার বানায়। এটাই বাস্তবতা, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই।

www.pathagar.com

কতিপয় এনজিওদের সহযোগিতায় পতিতা সম্মেলন

দরিদ্র বাংলাদেশে বিদেশী এনজিওরা এসেছিলো বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের জন্য। এদেশে এনজিওরা কবে প্রবেশ করেছিলো তার সঠিক দিন তারিখ আমার মনে নেই। তবে বহু বছর ধরে যে বিদেশী এনজিওরা দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এদেশে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলো, একটি একটি করে শত শত ব্যাঙের ছাতার মতো এনজিওর সংখ্যা গড়ে উঠলেও এদেশের দরিদ্র জনগণের দুঃখ দুর্দশা এতটুকু লাঘব হয়নি। বরং যে সুদ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, মুসলমানদের পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বর্জন কর। লোকদেরকে কর্জে হাসানা দাও" (সূরা আন নিসা)। ধনী সম্প্রদায়কে দরিদ্রের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুদহীন ঋণদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণের জন্য তাগাদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যদি তোমার মুসলিম ভাই তোমার ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়, আর তুমি তোমার ভাইকে মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহও ক্ষমাশীল অর্থাৎ আল্লাহও তোমাকে মাফ করে দেবেন। এভাবে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষ পরস্পরের কল্যাণকামী হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র না থাকায় বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতির বদলে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকায় দেশের জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। এই সুযোগে বিদেশী এনজিওগুলো মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো দারিদ্র্য বিমোচনের নামে গ্রামে গ্রামে সুদী গ্রামীণ ব্যাংক চালু করে, গরীবের অর্থ ঋণদানের নামে, শাইলকের মতো, রক্ত চোষোর মতো শুষে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে। শুধু তাই নয়, যে সুদ মুসলমানের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে, সেই সুদ মুসলমান দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে খেতে এবং দিতে বাধ্য করছে এসব এনজিও। ঋণদানের নামে গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক খুলে চুটিয়ে ব্যবসা করছে এসব বিদেশী এনজিওরা। তাইতো রাতারাতি দেশে শত শত বিদেশী এনজিও গজিয়ে উঠেছে। বিনা লাভেই কি এরা এদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের ফাঁদ পেতেছে?

www.pathagar.com

দারিদ্র বিমোচনের নামে

দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এদেশে জেঁকে বসে এখন এসব এনজিওরা যা করছে তা হচ্ছে, দরিদ্র হিন্দু মুসলমান জনগোষ্ঠীকে খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। শোনা যায়, বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে এসব ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এনজিওগোষ্ঠী। অথচ এরা কিন্তু প্রথমে খৃস্টধর্ম প্রচারের নাম করে এদেশে আসেনি। এরা এঁসেছিল দরিদ্র জনগণের বন্ধু সেজে। এখন তারা প্রভু সেজে দরিদ্র জনগণকে বাধ্য করছে ধর্মান্তরিত হতে। এদেশের বাকি জনগোষ্ঠী এবং সরকার এসব বিদেশী এনজিওদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন থাকায় তাদের এই সাহস দেদার বেড়ে গেছে।

আর আমাদের সরকার সবসময়ই বিদেশী সাহায্য নির্ভর সরকার । কাজেই বিশ্বব্যাংক, এডিবি আজ বাংলাদেশকে যে ঋণ সাহায্য দিচ্ছে তাতে এ শর্ত জুড়ে দিচ্ছে যে, দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড এনজিওদের দ্বারা করাতে হবে । আমি সংসদে থাকাকালীন বাজেটে এনজিওদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হয়েছে সরকারকে। এভাবে সরকার ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এনজিওদের জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। দেশে খৃষ্টানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জনগণকে অবশ্যই খৃষ্টান এনজিওদের ব্যাপারে সজাগ সতর্ক হতে হবে। নইলে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের মতো এদেশেও মুসলমানদের অবস্থা হতে সময় লাগবেনা।

এনজিওদের এসব চক্রান্তমূলক কাজে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ইসলাম। আর এ জন্যে এনজিওদের আর এক চক্রান্ত হচ্ছে, দেশের কোথাও কোন অঘটন ঘটিয়ে আলেম ওলামাদেরকে ফতোয়াবাজ আখ্যায়িত করে দেশের আলেম সমাজের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা । এ জন্য তারা সরকারী দেশী বিদেশী সমস্ত মিডিয়া ব্যবহার করছে। অথচ বাংলাদেশের মুসলিম সরকার ৯০% মুসলমানের দেশে ইসলামী কোনো দলের অনুষ্ঠান সরকারী মিডিয়া রেডিও, টিভিতে প্রচার করতে দিতে নারাজ । কিন্তু সরকারের প্রভু খৃষ্টান বাবা এনজিওরা যা করতে চায় তাই করতে দেয় বাবাদের ভয়ে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেশের ৯০% মুসলমানের ঈমান আকীদার প্রতিফলন ঘটে এমন কোন অনুষ্ঠান প্রচার করতে দেয়া হয় না ।

এনজিওদের সাজানো নাটক

কোথায় কোন অজপাড়াগাঁয়ে সিলেটে কোনো মেয়েকে ব্যভিচারের অপরাধে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এনজিওগোষ্ঠী নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

তাদের কোন ভাড়া করা মুন্সি মৌলভী দিয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে , বাংলাদেশের আলেম ওলামাদের ফতোয়াবাজ আখ্যায়িত করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলাবার জন্য। নইলে বাংলাদেশ কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয় এবং আলেম ওলামারা সবাই জানেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া কুরআনের কোন আইন কার্যকর করা আলেমদের কাজ নয় । সেখানে এমন একটি ঘটনা ঘটলো কিভাবে? ঘটালো কারা? এ ঘটনার খবর দেশবাসী জানার আগেই এনজিওরা জানে কিভাবে? আর এনজিওগোষ্ঠী সেই ঘটনাকে দেশ বিদেশের মিডিয়ায় প্রচারে এতো ব্যস্ত কেন? এত উৎসাহী কেন? প্রতিদিন খবরের কাগজে যে শত শত নারী , কিশোরী, যুবতী, ধর্ষিতা হচ্ছে, হত্যার শিকার হচ্ছে, এ হত্যা, ধর্ষণ কোন্ ফোতোয়াবাজরা করে? প্রতিদিনের নারী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণের বিরুদ্ধে এনজিওগোষ্ঠী সোচ্চার নয় কেন? তাহলে একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, সিলেটে ব্যভিচারী মেয়েকে পাথর মেরে হত্যার ঘটনা এনজিওরাই ঘটিয়েছে। প্রায়ই টিভিতে প্রচার করা হয়, গ্রাম্য সালিসিতে সামান্য কারণে মুসলমান পরিবারে মেয়েকে স্বামী তালাক দিয়ে দিচ্ছে, আর এ ব্যাপারে কোনো মৌলভী, মুন্সি সাজিয়ে ফতোয়া দেয়ার নাটক করাচ্ছে। এসব এনজিওগোষ্ঠীর সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এসব নাটক সাজানো হচ্ছে, ইসলাম ও আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য। আলেমদেরকে ফতোয়াবাজ আখ্যায়িত করে ইসলাম ও ধর্মীয় ব্যাক্তিত্বদের সম্মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য। সর্বোপরি ইসলামকে ধ্বংস করে মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত খৃষ্টবাদের প্রচার ও প্রয়াস ঘটিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে এদেশে আবার পাশ্চাত্য খৃষ্টানিজমের আধিপত্য বিস্তার করা।

এই সেদিন সারাদেশে খৃষ্টানরা সংসদের দোরগোড়ায় তাদের সম্মেলন করে সরকার এবং দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে এদেশের খৃষ্টানিজমের বিস্তার এবং ক্ষমতা বর্তমানে কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর যদি সরকার এবং দেশবাসী কতিপয় এনজিওদের চক্রান্ত সম্পর্কে সময়োচিত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে জাতীয় জীবনে চরম দুর্যোগ নেমে আসতে পারে । পূর্ব তিমুরের অবস্থা বাংলাদেশেও ঘটতে পারে।

এবার এনজিওগোষ্ঠীরা ৯০% মুসলমানের দেশে বসে মুসলমানের ধর্মীয় আকীদা, বিশ্বাস এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নতুন নতুন চক্রান্ত সৃষ্টি করছে।

খবরে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার ৩০ জুন ১৯৯৮ রাজধানীর পতিতা পল্লী-কান্দুপট্টি থেকে উচ্ছেদকৃত পতিতারা "ধানমন্ডি উইমেন ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন

www.pathagar.com

মিলনায়তনে" এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সরকারের কাছে কান্দুপট্টি ফেরত চেয়েছে। ইতিমধ্যে তারা একটি পতিতা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছে। এই সংগঠনের ব্যানারে তারা কান্দুপট্টি ফেরত পাওয়ার সংগ্রাম করছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পতিতা নেত্রীরা কান্দুপট্টিতে তাদের ফেরত যাওয়ার পাশাপাশি কান্দুপট্টি উচ্ছেদের নায়ক জনৈক আলী হোসেন মোল্লার নিকট তাদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে।

তারা আরও হুমকি দিয়েছে যে, তাদের দাবী মেনে নেয়া না হলে, তারা পরবর্তী পর্যায়ে রাস্তায় এমনভাবে মিছিল করবে যা দেখে সরকার এবং জনগণ লজ্জা পায়।

এসব ঘৃণ্য কর্মকান্ডের পেছনে মদদদাতা যে এদেশের কতিপয় খৃস্টান এনজিও তা আর নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পতিতাবৃত্তি ইসলামী সমাজে একটি জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধ। ঘৃণ্য কাজ। পতিতা একটি মেয়েকে প্রতিদিন যতো ইচ্ছা তত খদ্দেরকে দেহ দান করে পতিতা সর্দারনীকে পয়সা দিতে হয়। যা একটি মেয়ের জন্য দৈহিক নির্যাতন বৈ অন্য কিছু নয়। তা না হলে কান্দুপট্টিতে থাকতে পারে না। থাকলেও সর্দারনীর ইচ্ছামতো টাকা যোগাড় করে দিতে না পারলে পতিতাদের দৈহিক নির্যাতনও করা হয়। এই কান্দুপট্টি থেকেই 'শবমেহের' নামের কিশোরীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করতে ব্যর্থ হয়ে পতিতা সর্দারনী তার উপর এমন কঠিন দৈহিক নির্যাতন চালায়, যাতে কিশোরী শবমেহের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ নিয়ে প্রতি বছর শবমেহের দিবস পালিত হয়ে আসছে। রাজধানির এ কান্দুপট্টিতে শত শত ১০/১২/১৩ বছরের কিশোরী মেয়েদের দেশের আনাচে কানাচে থেকে অপহরণ করে এনে জোর করে, দৈহিক নির্যাতন করে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করে পতিতা সর্দারনীরা। পতিতাবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেদার পয়সা উপার্জন করে থাকে। এই পতিতালয় থেকে কান্দুপট্টির মতো দেশে-বিদেশে, এবং দেশের আনাচে কানাচে পতিতালয় আছে বলেই দেশে প্রতিদিন শিশু কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতি অপহরণের সংখ্যা দেদার বেড়ে গেছে। যা বাংলাদেশের অভিভাবক মহলে বিরাট আতংকের সৃষ্টি করেছে। পতিতালয়ে যখনই সাংবাদিকরা গিয়েছে পতিতাদের তথ্য নিতে, তখন ফটো তোলার সময় অধিকাংশ পতিতা লজ্জায় মুখ কাপড় দিয়ে, হাত দিয়ে ঢেকে রাখে। পতিতারা কেউ স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে আসে না। পেটের দায়ে, অর্থের অভাবে, সামাজিক

www.pathagar.com

নানা অবস্থার চাপে পড়ে, কেউ স্বামীর নির্যাতনে, কেউ বাপ-ভাইয়ের নির্যাতনে, কেউ প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এ ঘৃণ্য, অন্ধকার পথে পা বাড়ায়। কিন্তু যত পতিতা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তারা এ পথ থেকে স্বাভাবিক জীবনে যাবার সুযোগ থাকলে ফিরে যাবে কি না। সবাই বলেছে, তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। সেই পতিতারা কাদের প্রলোভনে, কাদের চক্রান্তে পড়ে, কাদের স্বার্থে লজ্জা, শরম, ঘৃণা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে জনসমক্ষে বেরিয়ে এসেছে? সাধারণ পতিতারা কোনোদিন চাইবে না আবার কান্দুপট্টিতে ফিরে যেতে।

এর পেছনে রয়েছে দেশের খৃষ্টান এনজিও গোষ্ঠী। আর রয়েছে পতিতা ব্যবসায়ী সমাজের কিছু মাথাওয়ালা লোক, যারা প্রশাসনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদের সহযোগিতা করছে পতিতা সর্দারনীরা। পতিতা সর্দারনীদের অত্যাচারের ভয়ে, এনজিওদের হুমকিতে এসব সাধারণ পতিতারা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে প্রেসক্লাবে সমবেত হতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ করে যে পতিতাবৃত্তি ইসলামে ঘৃণ্য অপরাধ, সেই পতিতাবৃত্তিকে বৈধ করে দেশের ৯০% মুসলমানের ধর্মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো এবং আলেম সমাজ পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছু বললে তাদের 'ফতোয়াবাজ' বলে প্রচার করা এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যেই এনজিওগোষ্ঠী আবার নূতন করে তৎপর হয়ে উঠেছে। এদেরকে যে কোনো মূল্যে ঠেকাতেই হবে। এসব বিদেশী খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠী মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে। এদের এসব ঘৃণ্য ইসলাম বিরোধী, মুসলমানদের ধর্ম বিরোধী, ঈমান-আকীদা বিরোধী কার্যক্রম শক্ত হাতে সংঘবদ্ধভাবে বন্ধ করতে হবে। এনজিও গোষ্ঠী পতিতাদের বের করে এনছে প্রেসক্লাবে নিজেদের স্বার্থেই। পতিতাদের স্বার্থে মোটেই নয়।

পতিতাবৃত্তি কোনো নারীর কাম্য হতে পারে না

পতিতাবৃত্তি যদি এমন সুখকর হয়, তাহলে তাসলিমা নাসরিনের মতো এনজিও মহিলারা নিজেরাই পতিতালয়ে আশ্রয় নিয়ে, নিজেদের মেয়েদেরকে পতিতালয়ে দিয়ে যৌন কর্মী হিসেবে কাজ করিয়ে পয়সা উপার্জন করতে পারে। কি সুন্দর নাম দিয়েছেন আবার "যৌন কর্মী"। মনে হয় যেন কত সুন্দর কাজ! কি সুন্দর নাম দিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে পতিতাদের। আবার হুমকি দিয়েছে, তাদেরকে কান্দুপট্টিতে 'পতিতালয়ে' পতিতাবৃত্তিতে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করার সুযোগ

www.pathagar.com

না দিলে পরবর্তীতে তারা রাস্তায় এমনভাবে মিছিল করবে যা দেখে সরকার এবং জনগণ লজ্জা পায়। অর্থাৎ যারা নেংটা হয়ে হাঁটবে তাদের লজ্জা নেই, যারা দেখবে তাদের লজ্জা। কত বড় দুঃসাহস! কত বড় নির্লজ্জ নোটি!

এনজিওগোষ্ঠী কি মনে করে এ দেশে মুসলমানরা সব মরে গেছে? মুসলমান যুবকরা কেউ নেই এদের ঠেকাতে? আমি দেশের ইসলামী সচেতন যুব সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছি, এ ধরনের যদি আর পতিতা সম্মেলন, বা পতিতাদের নির্লজ্জভাবে মিছিলে বের করা হয়, পতিতাদের নয়, যেখানে যেখানে যতো খৃষ্টান এনজিওগোষ্ঠী আছে সবগুলোকে পিটিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য। সরকারের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা সরকারই বা কেমন করে প্রেসক্লাবে পতিতাদের নিয়ে সম্মেলন করার পারমিশন দেয় খৃস্টান এনজিওগোষ্ঠীকে? মুসলমানদের ধর্ম, ধর্মীয় চেতনা, ঈমান, আকীদা বা পবিত্র কুরআনের কোথাও আছে পতিতাদের পতিতাবৃত্তিতে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ? সরকার এ দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার কোনো ধারই ধারে না মনে হয়। এনজিওরা যা করতে চায়, তাই পারমিশন দিয়ে দিতে হবে সরকারের? এ ধরনের ধর্মীয় চেতনার পরিপন্থী কোনো কাজ করার, কোনো মিছিল মিটিং করার পারমিশন সরকার এর পরে কোনো এনজিওকে যদি দেয়, তাহলে সে সম্পর্কে আগেই আমরা সাবধান করে দিচ্ছি। এরপর কোনো কিছু ঘটলে সরকারই এর জন্য দায়ী থাকবে।

রাসূলে করিম সা.-এর সময়ে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে কোনো পতিতালয় বা পতিতাবৃত্তি বলে কিছু ছিলো না। একটা ইসলামী রাষ্ট্রে সবাই ছিল সম্মানিতা মহিলা, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের জননী, ভাইয়ের ভগ্নী, পিতার স্নেহময়ী কন্যা হিসেবে। বর্তমানে কুরআনের আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় মেয়েরা এই অসহায় এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

এসব বিদেশী এনজিওদের দারিদ্র বিমোচন যেমন ধাপ্পাবাজি এবং ধোকা দিয়ে দরিদ্র বাংলাদেশের অর্থ সুদের মাধ্যমে শোষণ করে বিদেশে পাচার করছে, তেমনি বিদেশী খৃষ্টান এনজিওরা এ দেশের দরিদ্র জনগণকে খৃষ্টান করা ছাড়া দেশের নারী সমাজের দারিদ্র, দুর্গতি এতটুকু বিমোচন করতে পারেনি। তেমনি এ পতিতা সম্মেলন করে পতিতা নারী ও শিশুদের ভাগ্যের এতটুকু পরিবর্তন তো আসবেই না বরং এসব কুচক্রী এনজিওরা চাচ্ছে মুসলিম বাংলাদেশে পতিতা সম্মেলন করে দরিদ্র অসহায় নারী সমাজের লজ্জা শরম ভেঙ্গে দিয়ে তাদের

www.pathagar.com

সরকারীভাবে স্বীকৃতি দান করাতে যাতে সমাজে পতিতাদের সংখ্যা ও পরিচয়হীন জারজ সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশের সামাজিক অবস্থাকে আরও ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া যায় এবং যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করে, বাংলাদেশে এইডসের বিস্তার ঘটাতে যাতে দেশ পুরো এনজিওনির্ভর হয়ে পড়ে। সর্বোপরি মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমূলে উৎপাটিত করতে। দেশের আলেম সমাজ এবং জনগণকে সময় থাকতে এদের রুখে দাঁড়ানো উচিত।

এসব এনজিও নারী সংগঠনগুলো পতিতাবৃত্তির পক্ষে খোড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছে যে, পতিতালয় না থাকার কারণেই ধর্ষণ, নারী নির্যাতন সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে আমেরিকার মতো সভ্য উন্নত দেশে লাখ লাখ মেয়ে পতিতাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে কেন এবং সেখানে প্রতি মিনিটে একটি করে মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে কেন? আর পাশ্চাত্যে মেয়েদের পতিতালয়ে যাওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের ফ্রি মিক্সিং ফলে সেখানে মেয়েরা সহজলভ্য। পাশ্চাত্য ছেলেরা এতো সস্তায় মেয়ে যেখানে সেখানে পায়, ফলে ছেলেরা দায়িত্বপূর্ণ বিয়ে করতে মোটেই রাজি হয় না। ফলে পাশ্চাত্যে মেয়েরা যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য ১৫ বছর বয়স থেকে ৩০/৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত পতিতালয়ে জীবন কাটায়। যৌবন যখন ফুরিয়ে যায় তখন তারা পতিতালয় ছেড়ে আবার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসে। যা কোন মুসলিম দেশের পর্দানশীন মেয়েরা চিন্তাই করতে পারে না। একমাত্র ইসলামই মেয়েদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করছে, ভবিষ্যতে করবে। কাজেই বিশ্ব নারী সমাজের সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা , ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। তবেই নারীর সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে। মেয়েদের ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তি করে জীবন নির্বাহ করতে হবে না।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের ঢাকাস্থ তথ্যকেন্দ্রের সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রসঙ্গে

কার্টুন প্রদর্শনীর অন্তরালে

জাতিসংঘের ঢাকাস্থ তথ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গতকাল রোববার ঢাকায় যে কার্টুন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো, তার প্রথম ব্যাঙ্গ চিত্রটিই হচ্ছে মাথায় টুপি, পরনে লম্বা কোর্তা, মুখভর্তি চাপ দাড়ি। এমন এক ব্যক্তি আপাদমস্তক বোরকা আবৃতা চারজন মহিলাকে এক সারিতে বিরাট এক তসবিহ দিয়ে বেঁধে গরুর মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর দাড়ি, টুপি, লম্বা কোর্তা পরিহিত অর্থাৎ ইসলামী পোশাক পরিহিত আলেম, মৌলানা, মৌলভী যে হোক, তার বক্তব্য লেখা হয়েছে 'এটা আমার অধিকার,।

আমরা যতোদূর জানি, জাতিসংঘ শুধু বামপন্থীদের বা ইসলাম বিদ্বেষী কোনো দেশের বা কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশসহ বিভিন্ন দেশের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা এটি । যার দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মাঝে বিরোধ, যুদ্ধবিগ্রহসহ বিভিন্ন সমস্যাবলীর সুষ্ঠ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান করে বিশ্বের বুকে শান্তি বজায় রাখা এবং মানব গোষ্ঠীর জান, মাল, ইজ্জত ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা। যদিও জাতিসংঘ বসনিয়ার হার্জেগোভিনায়, সোমলিয়ায় তার অনেক ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে, যার জন্য মুসলিম দেশসমূহ আর জাতিসংঘের উপর ভরসা করতে পারছে না, তারা মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করার চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছে জাতিসংঘেরই ডবল ষ্টান্ডার্ড নীতির ফলে । তবু শেষ সম্বল হিসেবে আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের সমস্যাবলী নিয়ে জাতিসংঘের দারস্থ হচ্ছে -এটাই বাস্তবতা।

ওলামায়ে কিরামদের টিটকারি

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এর ৯০% অধিবাসী মুসলমান। মুসলমানদের ধর্মীয় নেতাদের পোশাক হচ্ছে দাড়ি, টুপি, লম্বা কোর্তা। দাড়ি টুপি

www.pathagar.com

পড়া মুসলমানদের নবীর (সাঃ) সুন্নাহ। আজকে টঙ্গিতে যে বিশ্ব ইজতেমা চলছে তাবলীগ জামাতের, সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যতো আলেম ওলামাগণ আগমন করেছেন তাদের সকলেরই মাথায় গোলটুপি, পরনে লম্বা কোর্তা, মুখে চাপদাড়ি রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের মুখে চাপদাড়ি ও মাথায় টুপি রয়েছে। আর বাংলাদেশের মতো ৯০% মুসলমানের দেশে বসে তাদেরই চোখের সামনে, তাদের নাকের ডগায় বসে জাতিসংঘের ঢাকাস্থ তথ্যকেন্দ্র মুসলমানদের ধর্মীয় নেতাদের ব্যাঙ্গ কটাক্ষ করে যে কার্টুন প্রদর্শন করেছে, তা যেমন ঘৃণ্য, ধৃষ্টতাপূর্ণ, তেমনি বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্য চরম অপমানজনক এবং লজ্জাজনকও বটে। কোনো স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ তা কোনো দিন বরদাশত করতে পারেনা। ধানমন্ডি ১৫ নম্বর রোডের ৫৮ নম্বর বাড়ীতে কার্টুন প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন প্রফেসর আজাদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, মানব জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্টুন একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আমার প্রশ্নঃ দাড়ি, টুপি, লম্বা কোর্তা কি সমাজের কোনো মেজর সমস্যা? ৪ জন বোরকা পরিহিতা মহিলাকে 'তসবিহ দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ইসলামী পোশাক পরিহিত লোকটি এবং বলা হয়েছে এটা আমার অধিকার'। এখানে কার্টুনিষ্ট দেখিয়েছে যে, এসব দাড়ি-টুপিওয়ালা, ইসলামী পোশাক পরিহিত সকলেরই ৪ বউ রয়েছে। তসবীহ অর্থাৎ ধর্মীয় বন্ধন দিয়ে এদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কার্টুনিষ্ট একজন নামে মুসলমান। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, মূর্খতা এদের এমন চরম অধঃপাতে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে যে, তা' ভাবতেও দুঃখ লাগে।

জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্রের ভাড়াকরা কার্টুনিষ্ট (মুসলিম বলতে আমার লজ্জা লাগে) বাংলাদেশে আর কোনো সমস্যাই খুঁজে পেলেন না? আমি কার্টুনিষ্টের কাছে জানতে চাই, ক'জন মাওলানা, মৌলভী ৪ বিয়ে করে? সঠিক তথ্য দিতে হবে। নইলে তার বিরুদ্ধে এবং জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাবো। আমি যতোদূর জানি, হাজারে বা ততোধিক লোকের মধ্যে যে ২/৪ জন আলেম ওলামা ২/৩ বউ ঘরে রাখেন, তারাতো বিয়ে করে ২/৩ বউয়ের ভরণ-পোষণ, তাদের সন্তানদের লেখাপড়া, তাদের পিতার সকল সম্পত্তিতে সকল সন্তানের অংশীদারিত্ব, স্ত্রীদের সম্পত্তির অংশীদারিত্ব, দেনমোহর দিয়ে সসম্মানে, যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করে নিরাপত্তা দিয়ে ঘরে রাখেন।

www.pathagar.com

যে মুল্লুকে জাতিসংঘের সদর দফতর প্রতিষ্ঠিত, সে মুল্লুকে পুরুষদের তো বিয়ে করারই কোনো দরকার নেই। সে দেশে তো ঘরে নামকাওয়াস্তে স্ত্রী রেখে প্রতিদিনই নিত্য নূতন বউ, এক এক রাতে নিত্যনূতন শয্যাসঙ্গিনীর কোনো অভাব নেই। মেয়েদের ভরণ-পোষণ করতে হয় না, সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয় না। একেই বলে নারী স্বাধীনতা? এদের কার্টুনে ইসলামে ৪ বউ রাখার ব্যাঙ্গ, কটাক্ষ করা ছাড়া আর কোনো বিষয় স্থান পায় না।

ইসলামে দায়িত্বহীন ব্যভিচারের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান নির্ধারিত রয়েছে। যাতে কোনো মেয়ে গর্ভাবস্থায় সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থায় না পড়ে। কোনো মেয়েকে ভোগ করতে হলে আইনগতভাবে বিয়ে করে, সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করে ভোগ করতে হয়। একত্রে ৪টির বেশী বিবাহ ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। ইসলাম বিয়ের সংখ্যা বাড়ায়নি। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে পুরুষরা ইচ্ছা মতো যতো ইচ্ছা ততো বিয়ে করতো। ইসলাম সে সংখ্যা কমিয়ে ৪-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এর বেশী একত্রে বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছে।

ইসলামের বিধান হচ্ছে, যদি একের অধিক বিয়ে করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক স্ত্রীকে আলাদা ঘরে বা আলাদা কামরায় রাখতে হবে। সমান চোখে দেখতে হবে। সমান ভরণ-পোষণ দিতে হবে। প্রত্যেক স্ত্রীকে তার সিকিউরিটির দেনমোহরের টাকা দিতে হবে, প্রত্যেক স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে। যদি তা করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে এক বিয়েই যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "যদি তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করার ভয় করো তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্যে থেকে দু'দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিবাহ করে নাও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে এক স্ত্রীই গ্রহণ করো" (সূরা আননিসা ঃ আয়াত ৩)।

ইসলামের এই সুমহান বিধানের সাথে যারা পরিচিত, যারা ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন, তাদের বেশীরভাগ এক বিয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। ২ বিয়ে করেন এমন আলেম-ওলামাদের সংখ্যা শতকরা ২/৪ জন হবেন কিনা সন্দেহ। ৪ বিয়ে করেছেন এমন আলেম হাজারে ১ জন আছেন, কিনা আমার জানা নেই।

আর জাতিসংঘের ঢাকাস্থ তথ্যকেন্দ্রের কার্টুনিষ্ট বাংলাদেশে আর কোনো সমস্যাই খুঁজে পেলেন না। নিত্যদিন খবরের কাগজে নারী ধর্ষণ, কিশোরী ধর্ষণ,

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, ব্যাংক লুট, টাকা লুট, চাকরানী হত্যা, চাকরানী কর্তৃক গৃহকর্তী হত্যা, স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন, পুত্রের হাতে পিতা খুন, ভাইয়ের হাতে ভাই খুন, বন্ধুর হাতে বন্ধু জবাই, পাষন্ড পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষিতা, এসব কোনো ঘটনার কোনোটাই কার্টুনিষ্টের চোখে পড়লো না। তিনি খুঁজে পেলেন তসবিহ দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে একজন আলেম লোক তার ৪ জন বোরখা পরিহিতা স্ত্রীকে। আর মন্তব্য লেখা হয়েছে 'এটা তার অধিকার'।

তসবীহ মানে কার্টুনিষ্টের চোখে ধর্মীয় বন্ধন। হ্যাঁ ধর্মীয় বন্ধন নেই বলেই আজ পাশ্চাত্য নারীরা পুরুষের সস্তা দায়িত্বহীন ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় বন্ধন নেই বলেই আজ পাশ্চাত্য নারীরা তাদের সুখের নীড়, স্বামী, সন্তান সবকিছু হারিয়েছে। তালাক বিচ্ছেদ আজ তাদের নিত্যসঙ্গী, আমেরিকার মতো সভ্যতার গর্বে গর্বিত দেশে লাখ লাখ নারী পতিতাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। লাখ লাখ জারজ সন্তান জন্ম নেয়। লাখ লাখ কুমারী মাতাকে সিকিউরিটি ভাতা দিতে হয় সরকারকে। পিতামাতার স্নেহ বঞ্চিত এসব জারজ সন্তান কিশোর বয়সেই অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ড্রাগ আসক্ত হয়। যেসব জারজ সন্তান নিয়ে পাশ্চাত্য দেশের সরকার হিমশিম খাচ্ছে, কিশোর অপরাধীদের জন্য কয়েদখানা তৈরী করা হচ্ছে যা কোনো মুসলিম দেশের সমস্যা নয়। অবাধ যৌনাচারের ফলে ভয়ংকর মরণব্যাধি এইডসে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তথাকথিত সভ্যদেশের ৪০ লাখের উপর নর-নারীকে। জাতিসংঘের সদর দফতর যে দেশে অবস্থিত, সে দেশের খোদ প্রেসিডেন্টের যৌন কেলেংকারীর খবর আজ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরে বৈধ স্ত্রী রেখে যে দেশের প্রেসিডেন্ট পলা জোনস, মনিকা লিউনস্কি, জেনিফ্লাওয়ারের মতো হোয়াইট হাউজের ৫/৬ জন সুন্দরী স্টাফের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলতে পারেন (পাশ্চাত্যে তো এ কোনো ব্যাপার নয়, বেচারা প্রেসিডেন্ট হয়েই যতো অপরাধ করেছেন), তাদের দেশে কোনো মৌলভী মৌলানা তার বিবাহিত বোরখা পরিহিতা স্ত্রীদের তসবিহ দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছেন, এটা পাশ্চাত্য স্বামীদের স্ত্রীদের লাথি মারার মতো কোনো অপরাধ নয়, বা কোনো প্রেসিডেন্টের অবৈধ অর্ধ ডজন স্ত্রী রাখার মতো কোনো গুরুতর অপরাধ নয় যে, কার্টুন প্রদর্শনীতে তা ফলাও করে প্রচার করতে হবে।

www.pathagar.com

আর বোরখা পড়া, মুসলমান মেয়েরা ঘরে বোরখা পরে না। বাইরে গেলে বোরখা বা বড় চাদর পড়ার নির্দেশ মেয়েদেরকে স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই দিয়েছেন, যাতে বিল ক্লিনটনের মতো দুশ্চরিত্রের লোকেরা বা পরের স্ত্রীর প্রতি লোভী ব্যক্তিরা তাদের উত্যক্ত না করে। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, "হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মোমেন নারীদের বলে দিন তারা যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন যেন নিজেদের উপর একটি বড় চাদর ঝুলিয়ে দেয়। তাতে তাদেরকে (সম্মানিতা মহিলা বলে) চিনা যাবে, এবং তারা উত্যক্ত হবে না" (সূরা আহযাব- আয়াত ঃ ৫৯)। কি মহান বিজ্ঞানসম্মত বাস্তববাদী ব্যবস্থা। একমাত্র মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনই হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য সার্বিক কল্যাণকর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বা ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত, এমন একটি ধর্মগ্রন্থের বিধানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্রের ব্যাঙ্গ, কটাক্ষ করে কার্টুন প্রদর্শন মুলসমানদের ধর্মের বিরুদ্ধে এবং ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ কটাক্ষ করার নামান্তর। যেখানে তাদের মনগড়া ভ্রান্ত খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে ব্লাসফেমী আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরানে সমস্ত মেয়েরা বোরখা পড়ে বাইরে সর্বক্ষেত্রে কাজ করছে। বোরখা পরিহিতা হওয়ার কারণে ইসলামী দেশ ইরানে একটিও নারী নির্যাতনের ঘটনা নেই। ছেলেরাও সেখানে উচ্ছৃংখল নয়। ড্রাগ এডিকটেড নয়। বোরখা ইরানের মেয়েদের জীবনে নিরাপত্তা এনে দিয়েছে। যুব সমাজের চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃংখলতা দূর করে দিয়েছে। কাজেই জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র কি বলতে চান বোরখা নিয়ে, আর ৪ বিয়ে নিয়ে? নিজেদের দেশে এতো নোংরামি থাকতে পরকে নিয়ে ব্যাঙ্গ, কটাক্ষ করতে লজ্জা লাগে না?

জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনাদের দেশে যুব সমাজের যে উচ্ছৃংখলতা, ড্রাগ এডিকটেড, যুবক-যুবতীর সংখ্যাধিক্য, মেয়েদের যে দুর্গতি, তালাক, বিচ্ছেদের আধিক্য, হাজার হাজার কুমারী মায়ের সমস্যা, জারজ সন্তান জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণের সংখ্যাধিক্য, লাখ লাখ মেয়ে পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নেয়া। এইডস এর বিস্তার, এ সমস্ত সমস্যার সমাধান ইসলামের এই মহান পর্দার বিধানেই নিহিত রয়েছে। এ সমস্ত সমস্যা থেকে পাশ্চাত্য সমাজ যদি মুক্তি পেতে চায়, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, উলঙ্গপনা,

www.pathagar.com

বেহায়াপনা, ব্যভিচার পরিত্যাগ করে ইসলামের এই মহান পর্দার বিধানে শুধু মুসলমান মেয়েরা নয়, বিশ্বের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মেয়েদেরকে পর্দার আওতায় আসতে হবে। তা না হলে বিশ্বের নারী জাতির দুর্গতি কোনোকালে ঘুচবে না।

খবরে প্রকাশ

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী প্রেসিডেন্ট এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক ৩৯ বছর সংসার করার পর তার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছেন। কারণ তিনি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে উপলক্ষে প্রকাশ করেন যে, নৌ-পরিবহন জগতের ধনাঢ্য ব্যক্তির পত্নি এলিটা জাজিডেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি লন্ডনে তার সঙ্গে বসবাস করছেন। দুনিয়ায় হাজারো মেয়ে থাকতে পরের বৌ-এর সাথে তালাক না নিয়ে বিয়ে না করেই বসবাস করছে একজন প্রেসিডেন্ট। অথচ ইসলাম আর একজনের স্ত্রী বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছে। একজন প্রেসিডেন্ট দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি, নিজের বৈধ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আর একজনের বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে ছাড়াই এক বিছানায় রাত কাটায়। কি জঘন্য বন্য বর্বরতা। মানুষ আর জন্তু জানোয়ারে পার্থক্য রইল কোথায়?

অথচ ঘরে বৌ রেখে কোনো স্বামী যদি অপর কোনো নারীর সঙ্গে বিয়ে ছাড়া ব্যভিচার করে এবং কোনো স্ত্রী যদি ঘরে স্বামী রেখে অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে এবং তার যদি ৪ জন স্বাক্ষী সচক্ষে দেখেছে এমন প্রমাণ দিতে পারে বা নিজেরা স্বীকার করে যে, তারা ব্যভিচার করেছে, তাহলে ইসলাম তাদেরকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং একদল মুসলমান যেন এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বলেও আদেশ দিয়েছে।

ইসলামের এ বিধানকে পাশ্চাত্য সমাজ বর্বরতা বলে। অথচ এটা কতো বড় অমানবিকতা, কতো বড় বর্বরতা যে, ৩৯ বছর ঘর করার পর ১টা মেয়েকে তালাক দিয়ে দিলো। বার্ধক্যে এ মেয়েটার নিরাপত্তা কোথায়? আর বিয়ে তালাক ছাড়াই আরেকজনের বৌ-এর সাথে এক বিছানায় থাকা শুরু করে দিলো। ইসলামী বিধান থাকলে প্রথম বৌকে তালাক না দিয়ে, বৌ-এর মর্যাদা দিয়ে তার সম্পূর্ণ ভরণ পোষণ, আর সম্পত্তির অংশীদারিত্ব দিয়ে, সবকিছু দিয়ে তাকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদেই সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হতো। প্রেসিডেন্ট যদি

www.pathagar.com

বিয়ে করতেই চাইতেন, তা হলে কারো তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারতেন। আর একজনের বৌকে নয়। এটাই ন্যায়সংগত বিধান। কওয়া নেই, বলা নেই, আইন নেই, কানুন নেই, মনে হলো তো আর একজনের বৌ নিয়ে এক বিছানায় থাকা শুরু হয়ে গেল। জন্তু জানোয়ার আর কাকে বলে? এই যদি হয় মনুষ্য সমাজের একজন সর্বময় ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের অবস্থা, তাহলে জন্তু জানোয়ার আর মানুষের পার্থক্য কোথায়? আইন কানুন নেই বলেই, ইসলামের বিধান না জানার কারণে, না মানার কারণেই আজ পাশ্চাত্যে পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন, আর সামাজিক জীবনে নেমে এসেছে ধ্বস। জাতিসংঘের তথ্য কেন্দ্রের অনুধাবন করা উচিত ইসলামের ইনসাফপূর্ণ, ন্যায়সংগত বিধান যতদিন পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পাশ্চাত্যের পারিবারিক বন্ধন যেমন মজবুত ভিতের উপর গড়ে উঠবে না, তেমনি সামাজিক অধঃপতনও রোধ করা সম্ভব হবে না।

পাশ্চাত্য পরিবার ও সমাজ জীবনের যে ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখতে পাই, তাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও অর্ধশতাব্দীর আগেই আমেরিকা, বৃটেনসহ পাশ্চাত্যজগত অনৈতিকতার অতলে তলিয়ে যাবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ জন্যই আমেরিকার জনগণ দ্রুত ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইসলামই মানব জাতির একমাত্র রক্ষা কবচ। আর ইসলামই হবে একবিংশ শতাব্দীর বিজয়ী শক্তি।

খৃষ্টনিজম, ইহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ একশ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী এনজিও এবং দেশের ভেতরে বামপন্থীদের ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা প্রচার প্রপাগান্ডার ফলে এবং অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনার ব্যাপক প্রচারের ফলে মুসলিম বাংলাদেশের পরিবারে এবং সমাজজীবনে মারাত্মক অনৈতিকতার ধ্বস নেমেছে। ফলে মুসলিম বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে, তালাক, বিচ্ছেদ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, ইত্যাকার জঘন্য কার্যকলাপ, যারফলে পতিতা এবং ভাসমান পতিতার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এক শ্রেণীর ইসলামের দুশমন, বাম ও এনজিওদের চক্রান্তে সিনেমা, টিভি, নাটকে, মডেলে, সাহিত্যে পত্র-পত্রিকায় নগ্নতা অশ্লীলতার বন্যায় সয়লাব বইয়ে দেয়া হচ্ছে। যার ফলে অসহায় কিশোরী, যুবতী নারীরা হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

একদিনের খবর ঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ (১) রাজধানীতে ব্যবসায়ীর ৪ লাখ

www.pathagar.com

টাকা ছিনতাই। (২) শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র লীগের ২ দলে কোন্দল ঃ বহিষ্কার ও পাল্টা বহিষ্কার। (৩) সিলেটে, বরিশালে, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫, আহত ৫০ জন। (৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তল্লাশির নামে লুটতরাজ। (৫) শেরপুরের গ্রামাঞ্চলে নীরব দুর্ভিক্ষ। (৬) টঙ্গীর কাদেরীয়া মিলে অগ্নিকান্ডে দশ লাখ টাকার ক্ষতি। (৭) কুষ্টিয়ার গ্রামে ২ দলের সংঘর্ষ ঃ গুলীবিদ্ধ হয়ে ১ মহিলা নিহত।

আরো খবর

১. ৭ বছরের কিশোরী ধর্ষিতা হয়ে হাসপাতালে।

২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া গোডাউনের পাসে ১৩ বছরের সুন্দরী কিশোরীর লাশ। ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার দেহের যৌন অংগে অসংখ্য কামরের দাগ।

আর এক চিত্র ঃ এক যুবতীর লাশ খালে ভাসছে। মনে করা হচ্ছে ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে।

নিত্যদিনের এত ঘটনা থাকতে ৯০% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে বসে জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্রে কর্টুন প্রদর্শনীতে মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধানকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন প্রদর্শন করে যে সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গকারী কার্টুনিষ্টের শাস্তি ও জরিমানা দাবী করছি। ভবিষ্যতে এভাবে কোনো ধর্মকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন প্রদর্শনীর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com